সোনার কঙ্কণ

উপন্যাস

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বেদান্তশাস্ত্রী

সারস্বত লাইব্রেরী,
১৯৫।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অগ্রহায়ণ,
১৩২৮ সাল।

মূল্য ১৸০ এক টাকা বার আনা মাত্র।

প্রকাশক—
শ্রীরবীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

প্রিন্টার—শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র সোম,
শীতলা প্রেস—
৪।১ নং চালতাবাগান সেকেণ্ড লেন,
মুক্তিয়াষ্ট্রীট, কলিকাতা।
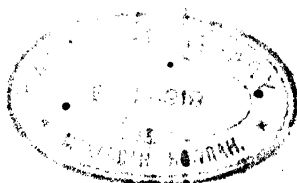
সোণার কঙ্কণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সে দিন ভাদ্র মাসের অসীতাষ্টমী,—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি। সন্ধ্যা হইতেই অবিরল অথচ মন্দ মন্দ বৃষ্টিপাত হইতেছিল, পল্লীর গৃহে গৃহে শঙ্খ ও ধূনার গন্ধের সহিত তালের বড়া ভাজার গন্ধ উত্থিত হইয়া—'তালের বড়া খেয়ে নন্দ নাচেরে' এই পুরাতন গানের স্মৃতিটুকু মনে জাগাইয়া কোন্ অতীত দীর্ঘ দিবসের এক আনন্দ-কোলাহল—এক অপূর্ব্ব মত্ততা—এক অদ্ভুত উৎসব-কল্লোল, হৃদয় মাঝে জাগাইয়া দিতেছিল। শ্রীপুর নামক পল্লীর দক্ষিণ প্রান্তস্থ বোস্ বাড়ীতে মহাসমারোহে জন্মোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল; এতক্ষণে পুরোহিত মহাশয় তাঁহার অর্দ্ধ ময়লা পরিধেয় বস্ত্রখানি উরুদেশ পর্য্যন্ত উত্তোলিত করিয়া তদুপরি ছাত্র মার্জ্জনীর আবরণ দিয়া, পৌরহিত্যের চিহ্ন স্বরূপ মস্তকে শিখা দুলাইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং জলসিক্ত ভগ্ন ছত্রটী অদূরে রক্ষা করিয়া কোমরাবৃত গামোছা খুলিয়া লইয়া সর্ব্বাঙ্গ মুছিতে মুছিতে বলিয়া উঠিলেন,—"আঃ, কি দুর্য্যোগ গো!"

কেহ তাঁহার কথার উত্তর করিল না, সমর্থনও করিল না—কাহারও কর্ণে গিয়াছে বলিয়াই বোধ হইল না; সকলেই তখন নীরব, নিস্তব্ধ।

পূজার সমুদয় দ্রব্যাদি আয়োজন ও সুসজ্জিত হইয়া ছিল। দক্ষিণ ভাগে পুষ্পপাত্রে সুরভি কুসুমরাশি আপূর্ণ ও সচন্দন তুলসী দল শ্যামলীন দুর্ব্বাগুচ্ছ চন্দন মাল্য প্রভৃতি। বামে সুবাসিত জলপূর্ণ কুম্ভ,

নানাবিধ ফল মিষ্টান্ন সংযুত নৈবেদ্য, অষ্ট ফল ধূনাচিতে যক্ষ ধূনা পুড়িয়া সমস্ত গৃহটী অপূর্ব্ব ধূপ-গন্ধামোদিত করিতেছিল। সম্মুখে তাঁহাদের চিরাগত কুল-পদ্ধতিক্রমে, বটপত্রাকৃতি একখানি কাষ্ঠ বিনির্ম্মিত শয্যাধার অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিতছিল। বাড়ীর সকলে, আশে পাশে চারিদিকে ও বারেণ্ডায় নীরবে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ জন্মের গান শুনিতেছিল। নাটমন্দিরে বসিয়া এক সুকণ্ঠ গায়ক পুরাতন গান গাহিয়া সকলের চিত্ত বিনোদনের চেষ্টা করিতেছিলেন, গাহিতেছিলেন,—'একবার গা তোলো হে অনন্ত; কংস ভারে ধরা হোয়েছে ভারাক্রান্ত।'

ঠিক এই সময়, সেই বাড়ীর উত্তর দিকের রাস্তা দিয়া এক দীর্ঘ কঙ্কালসার মাতাল টলিতে টলিতে চলিয়া যাইতেছিল। জলে তাহার সমস্ত গাত্র, পরিধেয় কাপড়, ভিজিয়া গিয়াছিল। সে যে বড় অধিক মাতাল হইয়াছে, এরূপ বোধ হইল না,—গতিস্খলিত হইলেও লক্ষ্য স্থির ছিল। সে হন হন করিয়া পথ বহিয়া গ্রামের উত্তর সীমায় চলিয়া গেল এবং একখানি প্রাচীরবেষ্টিত ক্ষুদ্র বাড়ীর রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিয়া বলিল,—"পুঁটে; দুয়োর খোল্।"

যে আসিল, তাহার বয়সের সীমা ত্রিংশৎ বর্ষের অধিক নহে। নাম পঞ্চানন দত্ত; তারপরে পঞ্চুদত্ত এবং বর্ত্তমানে পঞ্চু মাতাল বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত। তাহার ডাকে কেহ উত্তর দিল না, রুদ্ধ দুয়ারও খুলিল না। সেই সময় আকাশের বৃষ্টি আরও একটু জোরে পতিত হইতে লাগিল। পঞ্চু পুনরপি ডাকিল—এবারও সাড়া মিলিল না, তখন সে দরোজায় লাথি মারিতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ পদাঘাতে কাঠের দরোজা ঝনাৎ ঝনাৎ করিয়া কাতর-চীৎকারে মর্ম্মবেদনা ব্যক্ত করিয়া প্রহার করিতে নিষেধ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার নিষেধ প্রার্থনা মঞ্জুর না করিয়া যখন, পঞ্চু নির্ম্মম পদাঘাতে ভূশায়িত করিবার উপক্রম করিল, তখন বুঝি;

তাহারই বেদনা বুঝিয়া বাটীর মধ্য হইতে একজন আসিয়া দরোজা খুলিয়া দিল। যে দরোজা খুলিয়া দিল, সে এক বৈষ্ণবী, পঞ্চু তাহার দিকে একবার ভ্রুকুটীকুটীলনয়নে চাহিয়াই বাটীর মধ্যে চলিয়া গেল।

বাটীর মধ্যে লম্বালম্বি ভাবে দক্ষিণ মুখো একতালা তিনটী কুঠারি, বহুকালের সংস্কার অভাবে ফাটিয়াগিয়াছে; ইঁট ধসিয়াছে—জানেলা দরোজা খসিয়াছে এবং মাঝে মাঝে অশ্বথ ও বটের গাছ গজাইয়াছে। সেই কক্ষ ত্রয়ের মাঝের কুঠারিতে উঠিতেই পঞ্চু দেখিল, সে গৃহ অন্ধকার, বাহিরে যেমন বৃষ্টি পড়িতেছে, সে গৃহের ছাদ দিয়াও তেমনই অবিরল ধারায় বৃষ্টিপাত হইতেছে। তখন সে বাহির হইয়া পার্শ্বের আর একটী কুঠারিতে উঁকিমারিল, দেখিল,—সেই গৃহের এককোণে পাঁচ বছরের এক রুগ্ন বালক বুকে করিয়া এতটুকু জায়গার মধ্যে, খুব জড় সড় হইয়া এক রমণী অবস্থান করিতেছে।

পঞ্চু ইহাকেই খুঁজিতেছিল। সমস্ত গৃহে ভাঙা ছাদ দিয়া জল পড়িতেছিল, কেবল সেইদিকের কিয়দংশে পড়িতেছিল না। পঞ্চু আসিয়াই ধমক দিল; সুরাবিজড়িতকণ্ঠে ও অভ্যস্ত ভাবায় বলিল,—'কি রকম, লুকিয়ে থাকলে শুকিয়ে যায় বাবা; আমি এসে যে ডেকে, ডেকে মারা পড়ছিলাম—এদিকে জলে ভিজে ফুলে উঠেছি, দয়া কোরে গিয়ে দরোজাটা খুলে দিয়ে আসতে পারনি, মাণিক?"

ভীতিবিজড়িত কণ্ঠে বিনীত স্বরে রমণী বলিল,—"বাহিরের বৃষ্টিপাতে তোমার ডাক শুনিতে পাই নাই; আমার একটু ঘুমও আসিয়াছিল।"

প। দুয়ার খুলে দিলে বুঝি বোশী বোষ্টমী?

রমণী পঞ্চুর স্ত্রী—নাম বসন্তকুমারী। বসন্ত বলিল,—"হাঁ; ওর দয়ার—ওর করুণার সীমা নাই, আমার জন্য ও অনেক কষ্ট সহ্য করিতেছে, বুঝি আমার মা থাকিলেও অমন পারিত না।"

প্রঞ্জু জড়িত কণ্ঠে বলিল,—“আমি অত কথা শুনিতে আসি নাই, আসিয়াছি কিছু টাকার জন্য; ট্যাঁকে একটী পয়সাও নাই, নেশা করা চলিতেছে না, পুলিশের দৃষ্টি আমার উপর ভারি প্রখররূপে চলিয়াছে, চুরিটা চামারিটা করিয়া নেশা করিব, তারও উপায় নেই। এর মধ্যে তিনবার জেল খেটেছি; আর পারচি না,—জেলের কষ্ট বরং সহ্য যায়, মদ খেতে দেয় না, ঐ কষ্টটা বড় বেশী হয়।”

বসন্ত কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল,—“প্রভু; স্বামীন্! অভাগিনীর হৃদয় দেবতা;—কি কথা বলিলে? আর শুনাইও না—আর বলিও না, আমার বুক যে ফাটিয়া যায়। তুমি ত মূর্খ নও, তুমি যে পাশ করা সুপণ্ডিত। তোমার আজ একি দুর্দ্দশা, তুমি চুরি করিয়া সুরাপান করিতেছ,—জেলের কষ্ট সহ্য করিতেছ; আর আমি হতভাগিনী, পাঁচ বৎসরের ছেলে লইয়া, না খাইয়া এই ভাঙা ঘরে মরণের চেয়েও অনন্ত যাতনা ভোগ করিতেছি। এখনও রক্ষা করো, এখনও অভাগিনীর কথা শোনো, মদ ছাড়িয়া দাও; পাপ হইতে পুণ্যের ধারে এসো, তোমার ভাত খায় কে; তুমি চাকুরী করিলে—তুমি চেষ্টা করিলে, আমাদের দুটী পেট রাজার মত চলে যাবে।”

প। রাখ তোমার নভেলি বোল চাল, আমায় টাকা দাও, ঢের জানি মাণিক;—অমন বক্তৃতা কোরতে আমি যে নেহাৎ অপারগ, তা মনে ক’রো না। কিন্তু বাবা পুলিশের রুলের গুতো, আর খাড়া ওয়ারেণ্ট যদি দেখ; ত সব বিগড়ে যায় যাদু। দিনে তোমার এখানে আসবার উপায় নেই, এসেছি লুকিয়ে, যাব লুকিয়ে। ক’টা টাকা আছে বলো ত মাণিক;—সত্যি বলো। আমি তোমারস্বামী—অপদেবতা, যখন ঘাড়ে চেপেছি, না নিয়ে ছাড়বো না।

ব। তুমি আমার দেবতা,—তোমাকে সম্মুখ করিয়া বলিতেছি

আমার একটী পয়সাও নাই, তোমার ছেলে—তোমার পুঁটে, ঐ হতভাগার আজ তিন দিন জ্বর হোয়েছে, ওকে একরতি কুইনান বা এক পয়সার সাবু বার্লী খেতে দেই, তার সংস্থান আমার নেই। যা ছিলো ক্রমে ক্রমে সমস্ত উড়াইয়া দিয়া গিয়াছ, পরে এই চারি বৎসর হতভাগিনীর যে দুই একখান অলঙ্কার ছিলো, কতক বেচিয়া আমি পেটে খেয়েছি, কতক তুমি কাড়িয়া লইয়া গিয়াছ। এখন কি করিব, কোথায় যাইব—কাহার দুয়ারে দাঁড়াইব, কিছুই বুঝিয়া পাইতেছি না; বামুন হইলে, রাঁধিয়া উদরান্নের যোগাড় করিতে পারিতাম। এক স্বজাতির বাড়ী;—তা এদেশের কোন কায়স্থরই সেরূপ অবস্থা নহে, কাজেই সে পথও রুদ্ধ।

প। অত কথা শুনতে আস্‌ছি না, তিন মাস পরে এসেছি, এই তিন মাসের মধ্যে একমাস ছিলাম জেলে, দুমাস আছি বাইরে। দুমাসের মধ্যে তোমাকে দেখাও দেয়নি টাকাও চাইনি, লোকের গাঁটটে আসটা কেটে, চুরিটা চামরিটা কোরে, কোন রকমে চালিয়েছি। কিন্তু আবার শুনছি, আমার নামে পুলিসের ওয়ারেণ্ট বাহির হোয়েছে, খুব লুকিয়ে কাজ চালাতে হোচ্চে। দাও, দাও; কিছু টাকা দাও,—সয়ে পড়ি।

ব। কোথায় পাব; আমার ত কিছু নাই,—ঘরে একমুষ্টি চালও নাই, সত্য ব'লছি প্রভু; আজ সারাদিন আমার পেটে ভাতও পড়ে নাই।

প। আমি তোকে ভাল মতেই জানি; না মারলে তুই টাকা দিস না; আর কি গহনা তোর আছে বল্?

ব। সত্য বোলছি—তোমায় সামনে কোরে বোলছি, আমার দ্বিতীয় বস্ত্রও নাই।

পঞ্চু সবেগে গিয়া তাহার বক্ষস্থলে এক ভীষণ পদাঘাত করিল, সে পড়িয়া গেল, আরও দুই তিনটী পদাঘাত করিয়া একটু হটিয়া আসিয়া পঞ্চু বলিল,—"কেমন হোয়েছে; এখন দিবি ত?"

বসন্ত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল,—"ওগো অমন করিয়া মারিও না, আর সহ্য করিতে পারি না,—একদমে যাহাতে মরিতে পারি তাহাই কর।"

প। এখনও বোলছি, ভাল ভাবে বোলছি—আর আসিব না; পাঁচ ছয় দিনের কাজ চালাবার মত গোটা কতক টাকা দাও বাপু, খসে পড়ি।

ব। একটী পয়সাও নাই—তোমায় কি দিব, অভাগিনীর কথা ছাড়িয়া দাও; বাছা আমার সারাদিন জ্বরের জ্বালায় ছটফট্ কোরেছে, আর মা কিছু দে বলে গড়াগড়ি দিয়েছে—একটী পয়সার অভাবে তা'কে একটু খাবার কিনে দিতে পারিনি, মোড়োলদের গাছতলা থেকে একটা পেয়ারা কুড়িয়ে তাই দিয়েছি।

প। ও কথা তুলো না মাণিক; আজ তিন দিন আমারও পেটে ভাত পড়েনি। সেদিন যাদব পুরের হাটে এক বেটার পকেট মেরে তিনটে টাকা পেয়েছিলাম, তাই দিয়ে এই কদিনের মদ মুড়ি খেয়ে কাটাচ্চি, এই দেখ্ বেটী—চোখ খাগি; পেট কেমন ধড় ধড় কোচ্চে। দে, দে; দশটা টাকা দে হারামজাদি; আমি খুব হাঁটতে পারি এই রাত্তিরেই শ্যামপুর যাব মদ আর মুড়ী কিনে খেয়ে তাজা হবো। এই দেখ; ভিজে বর্ষার-শেয়াল হোয়ে গিয়েছি।

ব। একি শুনি প্রভূ; তোমার পেটে অন্ন নাই কেন? তুমি কি আমার অক্ষম স্বামী; তুমি যে বি এ পাশ করিয়াছ;—তুমি যে আমার মুখোজ্জল করা দেবতা, তুমি চাকরী করিলে, আমাদের টাকার অভাব কি।

প। রাখ্ তোর পেত্নী কাঁদুনি, দিবি কিনা বল্?

ব। কোথায় পাবো।

প। র'স্, যাতে পাস তা কচ্চি।

ব। আর মারিও না, আর সহ্য করিতে পারি না; এমনি করিয়াই

মারিয়াছ, যা টাকা ছিল, যা গহনা ছিল ; তা এই জন্যই দিনে দিনে তোমাকে দিয়াছি, এখন কড়ার কাঙালিনী আমি। আর মারিও না—আর কিছুই নাই।

পঞ্চু গিয়া জ্বরাক্রান্ত ঘুমন্ত বালককে টানিয়া তুলিল, বালক চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, পঞ্চু তাহাকে পুনঃ পুনঃ পদাঘাত করিতে লাগিল, বসন্ত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া তাহাকে বক্ষ পঞ্জরে টানিয়া লইতে গেল, পঞ্চু তাহাকে এরূপ ভাবে লাথি মারিল, যে সে ছিটকাইয়া দূরে গিয়া পড়িল, বালক পুনঃ পুনঃ পদাঘাতে চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া গেল।

তখন "যা সব যমালয়ে ; আমি চলিলাম আর আসিব না" এই কথা বলিয়া পঞ্চু বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিবস প্রভাতে বৃষ্টি সম্পূর্ণ থামিয়া গিয়াছিল, আকাশ মেঘ নির্ম্মুক্ত নবোদিত বালার্ককিরণে বসুধা বর্ষণার্দ্র দেহ শুকাইয়া লইতেছিলেন। পক্ষী কলরবে প্রকৃতি যেন জাগিয়া বসিয়াছিল। নবমীর রবিকর পৃথিবী বক্ষে ছড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই নন্দোৎসবের মিসিল বাহির হইয়া পড়িল; সকলেই সে উৎসবানন্দে যোগদান করিল,—নীরব পল্লীর রাস্তায় রাস্তায় উৎসবের আনন্দ গাথা গাহিয়া গাহিয়া ফিরিতে লাগিল, কেবল হাসি ও আনন্দ ছিল না হতভাগিনী বসন্তের মুখে। সে প্রহারক্লিষ্ট জ্বর-জর্জ্জরিত বালক পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া, বসুদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং দরোজার একপার্শ্বে উপবেশন করিল, তখন সেখানে আরও অনেক ভিখারিও ভিখারিণী যুটিয়াছিল। জন্মোৎসবের ভিক্ষাদানে ভিক্ষুকদিগের তৃপ্তি বিধান করিবেন—এইরূপ ঘোষণা বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই ভিখারি ও ভিখারিণী আসিয়া যুটিয়াছিল। বাড়ীর কর্ত্তা মথুরবাবু এদেশের লোক নহেন;—কেহ তাঁহাকে চিনিত না, শোনা যায়, এই বাড়ীর যিনি মালিক, তিনি খুব বড়লোক ছিলেন। দেশে তাঁহার জমিদারী বা ভূসম্পত্তি কিছুই ছিল না বটে, কিন্তু কলিকাতায় সুতা-পটিতে তাঁহার বৃহৎ এক আড়ত ছিল এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবদের সহিত তাহার সুতার কারবারে অনেক টাকা লাভ হইত। তিনি সপরিবারে কলিকাতায় বাসও করিতেন,—এই পল্লীভবনে বৎসর বৎসর দুর্গোৎসব, দোল, চড়কপূজা, নন্দোৎসব প্রভৃতি হিন্দুর পর্ব্বোপলক্ষে আগমন করিতেন এবং ঐ সমুদয় কর্ম্ম অতি সমারোহে সম্পন্ন করিয়া

পুনরায় কলিকাতায় চলিয়া যাইতেন। তারপরে হঠাৎ একবার মহামারিতে তাঁহারা সকলেই এক সময়ে মৃত্যু মুখে নিপতিত হয়েন।

বহুকাল পরে মথুরানাথ নামধেয় এক বৃদ্ধ আসিয়া উপস্থিত হন, তিনি কে; কোথা হইতে আসিলেন, সে পরিচয় বড় কেহ পাইল না, তবে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন, কেহ কোন আপত্তিই তুলে নাই, তাঁহার স্ত্রীও ছিল না, পুত্রও ছিল না, ত্রিজগতে কেহই ছিল না, তিনি একা। লোকটী যে ভাল ইহা বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি উৎসবে, এবং দীন হীনকে ভিক্ষাদান এ সকলে বেশ মুক্ত হস্ত ছিলেন।

যখন ভিখারী দিগকে ভিক্ষা দিবার জন্য ধামা ধামা চাউল, মুড়ী, মুড়কী, মিষ্টান্ন ও পয়সা লইয়া লোকে সমুদয় সমবেত হইল, তখন মথুরবাবু আসিয়া সেখানে একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। ভিক্ষা দানের দ্রব্য ও বাবুকে সমাগত দেখিয়া সমাগত ভিখারী ও ভিখারিণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া এক সঙ্গে চীৎকার-কোলাহলে সমুদয় বাড়ীখানি প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। চারি পাঁচজন লোকে দেয় দ্রব্যগুলি ভিক্ষুক দিগকে বিতরণ করিয়া দিতে লাগিল, যাহারা ভিক্ষা পাইল, তাহারা চলিয়া যাইতে লাগিল, ক্বচিৎ কেহ কেহ বা ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যগুলি সামলাইয়া রাখিয়া পুনরায় দ্বিগুণ আদায়ের চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল।

এইরূপে কয়েক দণ্ড দান ও গ্রহণের পর ক্রমে ক্রমে তৎকার্য্য সমাধা হইয়া গেল, যাহারা ভিক্ষা দিতে আসিয়াছিল, তাহাদের চাউল চিঁড়া মুড়কী প্রভৃতি ফুরাইয়া গেল, তখন তাহারা ধামা চুপড়ী ও বস্তা প্রভৃতি ঝাড়িয়া ফেলিয়া পাত্রগুলি লইয়া চলিয়া গেল, ভিক্ষুকগণও চলিয়া গিয়াছিল, বহুজন পূর্ণ স্থানটী দেখিতে দেখিতে শূন্য হইল। মথুরবাবু উঠিলেন এবং চলিয়া যাইতেছিলেন, সহসা তাঁহার দৃষ্টি প্রাচীরের দিকে গেল, দেখিলেন মলিন-

ছিন্ন বসনে সমস্ত দেহ আবৃত করিয়া এক রমণী খুব জড় সড় ভাবে উপবিষ্ট এবং তাহার ক্রোড়দেশে মুখ গুঁজিয়া একটী বালক বসিয়া আছে। অবস্থা দেখিয়া তিনি বুঝিলেন লোকটা ভিক্ষা লইতে আসিয়াছিল, কিন্তু হয় পায় নাই, নয় অন্য কিছু জানাইবার আছে।

বাস্তবিকই বসন্ত ভিক্ষা লইতে আসিয়াও উঠিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই, আজ তাহার এই পথে নূতন পদার্পণ, ভিক্ষুক জীবনের—মুষ্টি ভিক্ষা গ্রহণের আজই নূতন প্রভাত। যদিও সে অভাবের নিদারুণ দংশনে জঠর জ্বালার জ্বলনে গ্রামের বাড়ী বাড়ী হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছে, কিন্তু এমন ভিক্ষুক দিগের সঙ্গে মিশিয়া ভিক্ষা লইতে আর কোন দিন লোকের দ্বারস্থ হয় নাই। আজ তিন দিন হইতে তাহার পেটে কিছুই পড়ে নাই,—তাহার বালক পুত্র কিছু না খাইয়া মারা যাইতে বসিয়াছে তাহার উপরে মাতা পুত্রে গত-রাত্রির প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়াছে।

সারা রাত্রি বসন্তের নিদ্রা হয় নাই, অতিশয় প্রহারে আর সম্মুখে জ্বরক্লিষ্ট—অভুক্ত রুগ্ন বালক সন্তানের প্রহার দেখিয়া, মাতার প্রাণ বজ্রদগ্ধ লতার মত জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া গিয়াছিল, তারপরে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল,—সেই অজ্ঞান অবস্থার শান্তি ও সে অধিক্ষণ উপভোগ করিতে পায় নাই। ভাঙা ছাদ দিয়া অবিরাম বৃষ্টি পড়িয়া শীঘ্রই জাগাইয়া দিয়াছিল, সে উঠিয়া প্রহারক্লিষ্ট রোরুদ্যমান ক্লেশ-কম্পিত বালককে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া জাগিয়া জাগিয়া রাত্রি কাটাইয়াছে।

তাহাদের বাড়ীর পার্শ্বে যশোদা বোষ্টমীর ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীর। বসন্তের পুত্রের অতিশয়জ্বর এবং বৃষ্টিপাতে তাহাদের কতদূর কষ্ট হইতেছে, তাহাই দেখিবার জন্য গুটি কয়েক ভিক্ষা লব্ধ মুড়ি লইয়া যশোদা বোষ্টমী যখন বাড়ীর ভগ্ন প্রাচীরের পশ্চাৎদিক দিয়া আসিয়া বসন্তের নিকট বসিয়া ভিজিতেছিল, সেই সময় পঞ্চ আসিয়া ডাকাডাকি করিতেছিল এবং এই

যশোদাই পঞ্চুকে দরোজা খুলিয়া দিয়া নিজের বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল। পঞ্চু মাতাল—পঞ্চু নিষ্ঠুর এবং পঞ্চু যে বসন্তের উপর পশুভাব ব্যবহার করে, বৈষ্ণবী তাহা জ্ঞাত ছিল, কিন্তু সেই বাদলের রাত্রে কোন প্রকারেই সেই নিষ্ঠুর পশুর আক্রমণ হইতে সেই অসহায়া রমণীকে রক্ষা করিতে পারিবে না বুঝিয়া, সে চলিয়া গিয়াছিল। যে হেতু সে নিজে স্ত্রীলোক দুর্ব্বল, বৃষ্টির দিনে, অপরকে রক্ষা করিবার জন্য ডাকিলেই বা কে আসিবে। সুতরাং কোন চেষ্টাই করে নাই। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া সে বসন্তের নিকট আগমন করিল এবং তাহার নিকট সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া বলিল,—"আর তুই এমন কোরে কতদিন কাটাবি মা; আমার সঙ্গে ভিক্ষা কোরতে আরম্ভ কর; দশ দুয়ারে ঘটি ধরিয়া ভিক্ষা কোরলে তোর আর আর তোর ছেলের পেট চোলে যাবে। না খেয়ে এমন কোরে মরবি কতদিন।"

অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বসন্ত স্বীকৃত হইল, কিন্তু তাহার মনে পড়িল এক কথা—সে কথা ভাবিতেও তাহার ভারি লজ্জা করিল, বলিতে আমাদেরও লজ্জা করিতেছে;—ছিঃ!

স্বামী যার পশু—মাতাল—চোর নিষ্ঠুর, নির্ম্মম; এক কথায় মনুষ্য নামের অযোগ্য, ঘর দুয়ার যাহার রৌদ্র ও বৃষ্টি—এমন কি শিশির বিন্দু অবরোধ করিতে অশক্ত, পেটে যার অন্ন নাই, পরিধানে যার বস্ত্র নাই, মাথা গুঁজিবার আর স্থান টুকু পর্য্যন্ত নাই, তাহার আবার রূপ-যৌবন কেন। অনেক রাজরাণীরও তেমন রূপ নাই। সেই তৈল হীন, প্রসাধন হীন আনীতম্ব বিলম্বিত কেশ রাশি, সেই আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়ন, সেই সুধাংশু সন্নিভ মুখভাব, সেই দীর্ঘ ছন্দ সম্পুষ্ট দেহ যষ্টি, সেই অতসী-কুসুম-বর্ণ কয়জনের আছে! ইহা লইয়া সে করে কি; মানব সমাজ যে পশু সমাজে পরিপূর্ণ। ময়না, শ্যামা, চন্দনা প্রভৃতি পাখীর স্বর মিষ্ট, শীশ দিয়া নানাবিধ স্বর বিস্তার করিয়া গান গাহিয়া মানুষকে সুখী করিবার চেষ্টা

করে, কিন্তু মানুষ এমনই কঠোর প্রাণ ও বিচার বিহীন যে, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া খাঁচায় পুরিয়া তাহাদের চির স্বাধীনতা ধন হইতে বঞ্চিত করিয়া ফেলে। তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হইতে দেয় না, আত্মীয় স্বজনের কাছে যাইতে দেয় না এবং বিচরণের কাননকুঞ্জে মুক্ত বাতাসে উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিতে দেয় না। আর কর্কশ কণ্ঠ কাক, পেচক প্রভৃতির দিকে ফিরিয়াও চাহে না, তাহাদিগের স্বাধীনতার উপর কেহ হস্তক্ষেপও করে না।

যাহা হউক, ভিক্ষা করিতে বাহির না হইলে, যখন আর বাঁচিবার উপায় নাই, তখন সে যশোদার কথায় স্বীকৃত হইল। যশোদা বলিল,—"তবে চল্; মথুরবাবুর বাড়ী জন্মোৎসবের ভিক্ষা লইয়া আরও পাঁচ বাড়ী ঘুরে আসিগে।"

বসন্ত পুনরপি চিন্তা করিতে লাগিল। প্রথম চিন্তাতেই তাহার মনে হইল এর চেয়ে কি মরা ভাল নয়? নদীভরা জল আছে, পরিধানে এখনও একটু ছেঁড়া কাপড় আছে, নেহাৎ না হয় সন্ধান করিলে—চেষ্টা করিলে দুই হাত দড়িও পাওয়া যায়,—তবে মৃত্যু পথ কঠিন কোথায়, ভদ্রলোকের মেয়ে, ভদ্রলোকের পুত্র বধূ হইয়া ঘটি ধরিয়া দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ানের চেয়ে মরাই কি মঙ্গল জনক নয়! তারপরে মনে হইল, আমি মরিলে ঐ হতভাগ্য বালক আমার কোথায় যাইবে, তাহার যে তিন কুলে আর কেহ নাই, বাছা আমার আজ চারদিন জ্বরের জ্বালায় চোখ মেলাইতে পারে নাই; বাছার পেটে যে একটী দানা নাই। কাল যে বিকাল হইতে অভাগিনীর নিকট 'মা বড় খিদে; কিছু খেতে দে মা' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তারপরে অভাগা আমার, পিতার প্রহারে মৃতের মত হইয়া সারা রাত্রি হইতে অজ্ঞান। যদি ওঠে—যদি জাগে তখন ক্ষুধায় কি দিবো, পাড়ায় ঘুরিয়া চাহিয়া চিন্তিয়া অনেক দিন

কাটাইয়াছি এক এক বাড়ী হইতে দশ বার দিন করিয়া চাহিয়া আনিয়াছি। প্রথমে যাহারা দয়া করিয়া দিয়াছে, তারপরে তাহারা বিরক্তির সহিত দিয়াছে, অবশেষে ঘৃণার সহিত, তারপরে নাই বলিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে, আমার নিত্য অভাব তাহারা কতদিন দিয়া পুরাইবে। দেখি, ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমার কর্ম্ম দোষে—আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে, ঘটিতে থাকুক, হতভাগার জন্যে সে সুখের পথ—মরণের পথ অবরুদ্ধ ; কাজেই যশোদার সঙ্গে ভিক্ষায় যাওয়াই স্থির। সে পুত্রকে টানিয়া জাগাইয়া লইয়া কোলে তুলিল এবং যশোদাকে বলিল,—"চল মা ভিক্ষায় যাই, কিন্তু লইব কিসে করিয়া ? আমার ত পাত্র নাই।"

যশো। মাটীর ভাঁড় নেই ?

ব। না। যেটায় জল খাইতাম ; সেটা কাল যখন আমাকে মারিয়া ফিরিয়া যান, তখন সেটাকে ভাঙিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

যশো। অমন বর মরে গেলে মানুষের মঙ্গল বই অমঙ্গল নয় ; ছি ;—বামুন কায়েতের ঘরে এমন নর পশু জন্মাতে আমি কখনও শুনিনি।

একটা আগুনের হল্‌কা বসন্তের বুকের ভিতর প্রবেশ করিল, মনে হইল,—যোশীকে ধমক দিয়া বলিয়া উঠে—ছোট মুখে বড় কথা ; আমার স্বামী নর পশু ? তিনি যে বি এ পাশ। যেবার পাস করিয়া আমার বাপের বাড়ী গিয়াছিলেন, সেবার কত লোক যে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল, হায়রে,—সে দিনের আনন্দ আজ আমার কোথায় গেল, কর্পূরের শিশির মত—হাতীতে খাওয়া কতবেলের মত, সব কোথা দিয়া কোথা চলিয়া গিয়াছে। বাপ গিয়াছে, মা গিয়াছে,—বাড়ী ঘর দুয়ার তাঁহাদের সব গিয়াছে, সে দুদিনের অসীম আনন্দ অপূর্ব্ব ভাব-বৈভব এখন বোধ হয় স্বপ্ন ! শ্বশুরের বাড়ী আসিয়াছি ;—দশরথের মত শ্বশুর ছিলেন, কৌশল্যার মত শ্বাশুড়ী ছিলেন, চাকর ছিল, চাকরাণী ছিল, বাগান ভরা

আম, কাঁঠাল, লীচু, পিচ, পেয়ারা, গোয়াল ভরা গরু, মরাই ভরা ধান, আর বুক ভরা স্নেহ-করুণা আনন্দ, সব গিয়াছে!—সব শূন্য! সকলে ভাবিয়া ছিল, আমার স্বামী হাকিম হবেন, আমি তাঁর সঙ্গে বাসায় যাব। আর আজ তিনি মাসে মাসে জেলে যান, আর আমি চলিলাম যশোদা বোষ্টমীর সঙ্গে ভিক্ষায়।

তাহার চক্ষু হইতে জল ঝরিয়া ক্রোড়স্থ ক্ষুধিত, তৃষিত, ও পীড়িত ও প্রহারিত পুত্রের ললাটে পতিত হইল। বালক মাতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"মা তুই কাদচিস্; আমি না খেয়ে মোরে যাই—উঠে দাঁড়াতে পারি না, তাই চাই মা; চাইলেই তুই কাঁদিস: আর চাব না মা, তোর নাই কোথা থেকে দিবি—কেমন মা?"

যশোদা বলিল চল পুঁটে; আমরা বোসেদের বাড়ী যাবো, সেখানে গিয়ে তোর খাবার চেয়ে দেবো, অনেক খাবার পাওয়া যাবে।"

পুঁটে কোন কথা কহিল না।

ব। ভিক্ষা নেব কিসে কোরে, আমার কথার উত্তর দিলে না।

যশো। আজ চল; আমার ভিক্ষার পাত্রেই দুজনের ভিক্ষা চেয়ে নেব এখন,—তারপরে বৈকালে কুমোর বাড়ী হোতে তোমার ভিক্ষার ভাঁড় চেয়ে এনে দেব।

অতঃপর যশোদার সঙ্গে বসন্ত ভিক্ষা করিতে চলিয়া গেল।

মথুরবাবুর বাড়ী গিয়া যখন সমবেত ভিখারী ও ভিখারিণীর মধ্যে যশোদার সহিত বসন্ত প্রবেশ করিল, তখন তাহার মনে হইল, প্রেত নিবাস নরকভূমি আর কোথায়, এইত! বস্ত্রহীন গাত্র, অন্নহীন উদর, কঙ্কালসার মানব মানবীর কোলাহল, গলিত কুষ্ঠি ক্ষয় কাসি যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগাক্রান্ত দেহী মানব মানবী ছিন্ন হস্ত, কর্ত্তিত পদ নরনারী ও জাতি বর্ণ বিহীন মনুষ্য একত্রে—এক সঙ্গে সংমিলিত আর কোথায়? নরকে;—সেই

নরকে সেও উপস্থিত একমুষ্টি ভিক্ষার জন্য; কিন্তু তাহাই বা কখন মিলিবে, সকলেই সময়ের মুখ চাহিয়া উপবিষ্ট, তৎপরে যখন তাহা বিতরণ হইতে লাগিল, তখন সেই প্রেত কোলাহলে—তাহাদিগের গতাগতিতে—তাহাদিগের আস্ফালন উল্লম্ফনে বসন্তের দাঁড়ান ভার হইল। সম্মুখে অগ্রসর হইতে না পারিয়া ক্রমশই পশ্চাতে হটিতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ পরে যশোদা কোন দিকে চলিয়া গিয়াছিল, সে আর দেখিতে পাইল না। গায়ে জড়ান ভিজা কাপড় ও শতছিন্ন, তাহাতে ভিক্ষা লব্ধ দ্রব্য রাখিবারও স্থান ছিল না, কাজেই সে ভিক্ষা লইয়া কোথায় রাখিবে; এই হেতুতে উঠিল না, ভিক্ষাও মিলিল না। সেই ভিক্ষুকগণের ঠেশা ঠেশি হুড়াহুড়ি গমনাগমনের মধ্যে সে ফিরিয়া চলিয়া যাইবারও পথ পাইল না, কাজেই সে একেবারে প্রাচীর সংলগ্ন হইয়া পুত্রটীকে বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া থাকিল।

মথুর বাবু কাজেই তাহাকে তদবস্থাতে দেখিতে পাইলেন এবং তাহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"কে তুমি গা; বোধ হয় ভিক্ষা লইতে আসিয়াছিলে, পাও নাই কেমন? আরও বোধ হইতেছে, তোমার এই নূতনবৃত্তি।"

বসন্ত কথা কহিল না, আরও জড়সড় হইয়া প্রাচীরের দিকে হটিয়া গেল। মথুরবাবু ধমক দিলেন, বলিলেন,—"মাগিতে অসিয়া পাত্র ঢাকা কেন? বল না, কে তুমি, কেন ভিক্ষা লও নাই?"

বসন্ত তথাপি উত্তর করিল না।

ম। গেলোরে এসোছ বাপু ভিক্ষা করিতে, সাধিয়াও যে সাড়া মিলে না। কোলের ছেলেটিত দেখ্‌চি বেশ্‌ ফুটফুটে। দেখিরে; আমার দিকে ফের দেখি, তোকে কখনও দেখেচি কিনা!

বসন্ত বস্ত্র মধ্য হইতে হস্ত বাহির করিয়া বালকের মস্তক চাপিয়া ধরিল,

সে হস্ত দেখিয়া মথুরবাবু বিস্মিত হইলেন, সেরূপ মলিন লাবণ্য, সেরূপ বর্ণোজ্জ্বল সৌন্দর্য্য, সহসা দেখা যায় না। তিনি বলিলেন,—"এ হাত ত ভিখারিণীর নয়, কে তুই বল না ; মুখের কাপড় খোল্।"

বসন্ত কাঁদিতে লাগিল।

মথুরবাবুর সহসা মনে পড়িল, বসন্ত হইতে পারে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুই বসন্ত নাকি ;—তুই দুয়ার ভিখারিণী হোয়েছিস্ নাকি ?"

বসন্ত আরও জোরে কাঁদিয়া ফেলিল, মুখের কাপড় হস্ত দ্বারা একটু সরাইল, বৃদ্ধ দেখিলেন, তাহার অনুমান সত্য,—সে বসন্তই নিশ্চয়।

তখন তাহাকে ডাকিয়া সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন।

বাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়া বলিলেন, বসন্ত তোর কি আর দিন চলিবার মত সঙ্গতিও নাই ?"

কাঁদিতে কাঁদিতে বসন্ত বলিল,—"না।"

ম। পঞ্চু বাড়ী আসে না ?

ব। তিনমাস পরে কাল রাত্রে আসিয়াছিলেন।

ম। তুমি তোমার অভাবের কথা তাহাকে বলিয়াছিলে ?

ব। আমি কি বলিব, তিনিই তখন টলিতে টলিতে আসিয়াছিলেন— তিনিই তাঁহার মদের টাকার জন্য, আমাকে আর আমার ঐ বালক সন্তানকে নিদারুণ প্রহার করিয়াছিলেন।

ম। লোকটা একেবারে বোয়ে গিয়েছে, তুমি এখন কি করিবে ?

ব। যশোদা বোষ্টমী বলিয়াছে, সে আমাকে ভিক্ষা করিতে সঙ্গে লইয়া যাইবে, দশ দুয়ারে ভিক্ষা করিলে, নাকি আমার ও আমার ছেলের পেট ভরিবে।

ম। কৈ, তুমি ত ভিক্ষা করিতে পার না। ভিখারীরা সব ভিক্ষা

লইয়া চলিয়া গেল,—তোমার যশোদাও বোধ হয় ভিক্ষা লইয়া চলিয়া গিয়াছে, তুমি ভিক্ষা লইতে আসিয়া ভিক্ষা লও নাই কেন ?

ব। কতবার লইব বলিয়া উঠিতে গিয়াছি, পারি নাই—ভয়ে আর লজ্জায় পা টলিয়াছে, তাই সরিয়া গিয়া প্রাচীরের কাছে বসিয়া ছিলাম ; যশোদা কখন কোন পথে চলিয়া গিয়াছে দেখি নাই।

ম। আমি তোমাকে একদিন তোমার বাড়ী গিয়া বলিয়া আসিয়াছিলাম, তোমার নিতান্ত অভাব হইলে, আমার বাড়ী যাইয়া খাইও ; আমার বাড়ীর গিন্নি নাই, তুমি গিন্নি হইবে।

ব। আমি ঐ জন্যই আসিতে পারি নাই।

ম। কি জন্য ?

ব। আপনি ঐ কথা বলিয়া আসিলে লোকে আমাকে 'মথুরবাবুর গিন্নি' বলিয়া উপহাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমি সব অপবাদ সহ্য করিতে পারি ; কেবল চুরি আর ঐ কথাটী সহ্য করিতে পারি না।

বৃদ্ধ মথুরবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, শুদ্ধ-স্ফটিক-সঙ্কাশ সরসী-নীরস্থ তলদেশ দর্শন করিয়া, মানুষ যেমন বুঝিতে পারে, সেখানে কি আছে, মথুরবাবুও তেমনই বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু বুঝিতে পারা গেলেও তিনি নিজের মনের ভাব চাপিয়া বলিলেন,—"তা' দোষই বা কি, গিন্নি হোয়ে থাকবে—বাড়ীর দাস দাসীর উপরে হুকুম চালাবে, তোমার সেবা শুশ্রূষা করিবে, আমি তোমাকে গিন্নি বলিয়া ডাকিব ; অধিকন্তু তোমার ছেলের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিব, জামা কাপড় দেব, বড় হোলে বিয়ে দেব, তোমার কোন অভাবই রাখব না। সেই ভাঙা বাড়ীতেও আর থাকিতে হইবে না, আমার এই সুন্দর বাড়ীতে এসে থাক, সবই দেব —তোমাদের নামে উইল কোরে দেব, আমি মরে গেলে এ সব তোমার

ছেলেরই হবে। এখন কেবল তুমি সেই মাতালটাকে ভুলে যাবে, সে এলে তাহার সহিত কথা কহিতে পারে না—তাহার নামও মুখে উচ্চারণ করবে না।”

পথিমধ্যে বিষধর সর্পকে দেখিলে পথিক যেমন চমকিয়া পিছাইয়া সরিয়া দাঁড়ায়, বসন্তও তেমনি দাঁড়াইল। তাহার চক্ষুর জল রুদ্ধ হইল, সজল চক্ষু নির্জ্জল রক্তবর্ণ ধারণ করিল। দর্পিতা সিংহীর মত গর্জ্জন করিয়া বলিল,—“আপনি কি ভাবিতেছেন, আমি হিন্দুর মেয়ে নই,—আমি কি মরিতে জানি না, আমি স্বামীকে ভুলিব? আমি আমার ইহকালের দেবতা—পরকালের আশ্রয়, আমার-শান্তি রাজ্যের সান্ত ঈশ্বরকে ভুলিব? তাঁহাকে অবমাননা করিব? আর যাহা শুনিতে নাই, তাহা করিয়া পোড়া পেটে অন্ন দিব;—ছেলেকে পড়াইব? জীব-জগতে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইব? কেন মথুরবাবু; আমার ঘরে পয়সাই না থাক—নদীতেও কি ডুবিয়া মরিবার উপযুক্ত জল নাই? গলায় দড়ি দিবার একগাছি দড়িও কি সংগ্রহ করিবার শক্তিও কিআমার নাই।”

ম। তবে এতদিন সে পথ অবলম্বন কর নাই কেন?

ব। ঐ বালক সন্তানটীর জন্য। কিন্তু যখন দেখিব, উহার জন্য আমি যাই,—উহার রাখিবার শক্তি আমার নাই, তখন আমার পথ আমি দেখিব।

ম। তবে এক কথা শোন; তোমার বাড়ী আর তোমার থাকা চল্‌বে না।

ব। কেন?

ম। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি; দত্ত বাবুরা পঞ্চুর দেনার দায়ে যে ডিক্রি করিয়াছে, তজ্জন্য ঐ বাড়ী ক্রোক দিয়াছে, শীঘ্রই নিলাম

করিয়া লইবে। সেখানে তুমি কি প্রকারে থাকিবে? তাহারা বোধ হয় ইট-কাট ভাঙিয়া লইবে।

ব। তখন যশোদার বাড়ী থাকিব।

ম। রাজরাণীর রূপ লইয়া ভিখারিণীর বাড়ী থাকা পদে পদে বিপদ জনক, তাই বলিতেছিলাম, আমার বাড়ী থাক।

ব। ভবিষ্যতের বিপদ অনুমান করিয়া, কেহই বর্ত্তমান বিপদ বুকে করিতে চাহে না।

ম। ভাল একটী কথায় স্বীকৃত হও।

ব। কি বলুন?

ম। পঞ্চুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইবে না।

ব। কেন?

ম। সে মাতাল—সে তোমাকে মারে—

ব। আমাকে মারে;—আমার স্বামী আমাকে মারিবে—আমি যদি সহ্য করিতে পারি, আপনার তাহাতে কি হইবে।

ম। আমার বাড়ী—ভদ্রলোকের বাড়ী—সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়ী, আমার দাস দাসী ও লোকজনের সম্মুখে একটা মাতাল আসিয়া তোমাকে অবমাননা করিবে—মারিবে, এ ঘটনা আমি ঘটিতে দিব; তুমি আমার কে? তোমার জন্য আমি এ অবমাননা সহ্য করিব কেন?

বসন্ত কথা কহিল না।

ম। গিন্নি না হও মেয়ে হইয়া থাক। লোকে কেবল স্ত্রীকেই গিন্নি বলে না, মাকে ও খুড়ী জ্যেঠি পিসি মাসি প্রভৃতি যিনি কর্ত্রী থাকেন, তাঁহাকেই গিন্নি বলে; যেমন গিন্নি মা। কাকা বলিয়া ডাকিও; কেমন রাজি আছ?

ব। আছি। তবে যতদিন স্বামী-দত্ত ভাঙা বাড়ীটিও আমার

বলিতে থাকিবে ততদিন আসিব না। যখন নীড়ভ্রষ্টা পক্ষিণীর ন্যায় শ্বশুর শ্বাশুড়ীর ভিটা হইতে বিচ্যুত হইব, তখন আপনার আশ্রয়ে আশ্রিত হইব।

মথুর বাবু একবার তাহার আপাদ মস্তক চাহিয়া দেখিলেন, তারপরে কিছু চা'ল ডা'ল ও নগদ দুই আনা পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলাদি লইয়া অতিশয় সঙ্কুচিত ভাবে শিশু সন্তানকে লইয়া বসন্ত যখন পথ বহিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন শারদীয় প্রকৃতির প্রাথমিক বিকশিত রৌদ্র, হৈম কিরণে চারিদিক আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন করিয়াছিল এবং দত্ত বাড়ীর নন্দোৎসবের নগর কীর্ত্তনের দল নাতিদূরে খোল করতাল রামশিঙা বাজাইয়া—'ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র, গোকুলে গোয়ালা নাচে, পাইয়া গোবিন্দ।' গাহিয়া আসিতেছিল, পাছে তাহার নিকটে আসিয়া পড়ে, এই ভয়ে সে অত্যন্ত ভীত হইয়া লজ্জাবতী লতার মত বড় জড় সড় ভাবে, অথচ দ্রুতপদে বাড়ী চলিয়া গেল। কিন্তু বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারিল না।

ব্যাধ বিতাড়িতা হরিণী যেমন ছুটিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে সম্মুখে জাল টাঙান দেখিয়া দাঁড়ায়, বসন্তও বাড়ীর পার্শ্বে গিয়া তেমনই দাঁড়াইল। দেখিল, একজন আদালতের পেয়াদা লইয়া কয়জন লাঠিয়াল তাহার বাড়ীর প্রাচীরের ক্ষুদ্র দরোজার পার্শ্বস্থ গ্রাম্য রাস্তার উপর দণ্ডায়মান এবং দত্তদের গোমস্তা রাম বিশ্বাস একখণ্ড কাগজ আটা দিয়া দরোজার গায় লটকাইয়া দিতেছে এবং শ্রীনিবাস ঢুলি একটা ছোট ঢোলে তাল লয় বিহীন পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া মর্ম্ম বেদনাত্মক পূর্ব্ব স্বামীর স্বত্ত বিচ্যুতির সংবাদ ঘোষণা করিতেছে।

বসন্ত সেখানে উপস্থিত হইয়া বুঝিতে পারিল, এতদিনে সে গৃহ হারা হইল। তাহার স্বামী বোধ হয় দত্তবাবুদের নিকট কবে মদ্য ক্রয় জন্য সামান্য কিছু অর্থ লইয়া, অধিক টাকা ঋণের স্বীকার-লিপি লিখিয়া

রেজেষ্টারি করিয়া দিয়াছিলেন। এখন সুদে আসলে আরও অধিক করিয়া দত্তবাবুরা নালিশ করিয়া দখল করিয়া লইলেন। তাহার স্বামী এইরূপ করিয়াই যে সমস্ত সম্পত্তি বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন।

সে আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না, পৃথিবী তখন তাহার পায়ের তলায় পড়িয়া কাঁপিতেছিল। হায়, এতদিনে সে আশ্রয় শূন্য হইল! নীড়ভ্রষ্ট পক্ষিনীর মত তখন সে পুনঃ পুনঃ তাহার বাড়ীর দিকে চাহিতে চাহিতে যশোদা বোষ্ণবীর বাড়ী চলিয়া গেল।

যশোদা তখন ভিক্ষা লইয়া কেবল বাড়ী আসিয়াছিল। বসন্তকে সঙ্গে করিয়া যশোদা মথুরবাবুর বাড়ী গিয়াছিল এবং তাহাকে পার্শ্বে লইয়া বসিয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন ভিক্ষুকগণের আগমন সমাপ্ত বুঝিয়া ভিক্ষাদান কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। তখন যশোদা বসন্তকে ডাকিয়া ভিক্ষা লইতে যায়;—যশোদা ভাবিয়াছিল বসন্ত নিশ্চয়ই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, জনতার আধিক্য বশতঃ সে চাহিয়া দেখিতে পারে নাই, তারপরে বাহির হইয়া যখন দেখিল, বসন্ত তাহার সহিত বাহিরে আসিল না, তখনও ভাবিল একটু পিছাইয়া পড়িয়াছে, এখনই আসিবে, এই আসে আসে করিয়া অনেকক্ষণ তাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিয়াও যখন তাহার সাক্ষাৎ মিলিল না, বা আসিল না;—তখন সে দত্তবাবুদের বাড়ী ও অন্যান্য যে যে বাড়ী জন্মাষ্টমীর উৎসব হইয়াছে, সেখানে ভিক্ষা মাঙিতে চলিয়া গেল এবং এইমাত্র গ্রাম ঘুরিয়া তৎকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক গৃহে ফিরিয়াছিল ও তাহার ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীরের দাবায় পা ছড়াইয়া বসিয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যগুলি ভাগে ভাগে তুলিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল।

সহসা বসন্তকে সম্মুখে দেখিয়া বলিল,—"ব'স; তুই কোথা গিইছিলি মা? আমি অনেকক্ষণ তোর জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম।"

ব। আমি উঠি উঠি করিয়া উঠিতে পারিলাম না, পোড়া ভয় ও লজ্জা যেন আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া স্থবির করিয়া দিয়াছিল।

য। তবে কি ভিক্ষা করিতে পারিস নাই; তোর আঁচলে ও কি?

ব। আঁচলে চাল আর দু আনার পয়সা; তোমরা চলিয়া আসিলে মথুরবাবু ডাকিয়া দিয়াছেন।

য। লোকে বলে, মথুরবাবু লোক ভাল নয়। মানুষটা কিছু মুখ পোড়া বটে, কিন্তু ওর প্রাণটা খুব ভাল, ভেতর ভেতর খুব দয়ালু; হঠাৎ কথা শুনলে, বড় দুষ্ট বলে বোধ হয়। তা' বাড়ী যা, কাল সমস্ত দিন কিছু খাসনি, আজ সকাল সকাল রেঁধে বেড়ে দুটো খাবার উদ্যুগ করে নাওগে, আমিও কাল রাত্রে দুটী মুড়ী মাত্র খেয়ে ছিলাম; খাওয়া দাওয়া কোরে তোর ওখানে যাব এখন।

ব। কোথায় যাব মা; আমার সে গুড়েও বালি। শ্বশুর শ্বাশুড়ীর ভিটেটা বুকে ক'রে পড়ে ছিলাম, এতদিনে তা' হ'তেও তাড়িত হ'লাম মা?

য। কেন, কি হ'ল? পঞ্চু কি আজ সকালে এসে তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছে?

ব। না;—তিনি আসেন নাই।

য। তবে?

ব। এক ঘেয়ে ঢোলের বাজনা শুনছ না। দত্ত বাবুদের গোমস্তা, লোকজন আর আদালতের পেয়াদা এনে, বাড়ীতে পরওয়ানা জারি ও বাঁশ পুঁতে দখল কোরে নিচ্ছেন।

য। পঞ্চু বুঝি টাকা ধার করেছিল?

ব। বোধ হয় তাই; ঐ রকম কোরেই ত আমার সর্ব্বনাশ করেচেন, শ্বশুর শ্বাশুড়ীর এত বিষয়—এত বিভব, সব নষ্ট করেচেন। তিন শো

টাকার দলিল দিয়ে তিরিশ টাকা নিয়ে মদ কিনে খেয়েছেন। আমি শুনেছি কেবল তিনি নন বাঙ্গলার অনেক হতভাগ্য ঐ রকম করেই পথের ভিখারী হোয়েছে। যাই হোক মা ; এখন আমার আশ্রয় কোথায়—এই ক্ষুদ্র সন্তানটি নিয়ে আমি কোথায় দাঁড়াই মা ?

য। তোমার বাপের বাড়ী কি কেউ নাই ?

ব। না, মা ; আমার কেউ নাই। আমার এক কাকা নাকি ছিলেন ; তিনিও বিবাগী হোয়ে কোথায় গিয়েছেন, কেউ বলতে পারে না আমি কখনও তাঁহাকে চক্ষেও দেখি নাই। তুমি কি আমার বাপেদের পরিচয় শুনিয়াছ ?

য। না, মা ; আমি এ গাঁয় সবে ত দু বছর এসেছি, এর আগে নল ডাঙ্গায় ছিলাম। তোমার বাপের বাড়ী কোন গাঁয় মা ?

ব। আমার বাপের বাড়ী শ্যাম নগর ; সে কলিকাতার কাছে।

য। কি ঘটনায় এত দূরে বে হ'য়েছিল ?

ব। আমার স্বামী কোলকাতার কলেজে পড়িতেন, কলেজের মধ্যে নাকি ভাল ছেলে ছিলেন এবং বি, এ পড়িতেন। বাবা তাই অনেক টাকা খরচ কোরে বিয়ে দেন। সে দিনের অবস্থা—সে দিনের কথা মনে হলে, এখনও বুক ফুলে উঠে। বি, এ পাশ স্বামী আমার, দেখতে কত লোক আসিত, আর আজ মাতাল—জঘন্য জীবে পরিণত। সবই অভাগিনীর অদৃষ্ট। যাই হোক মা ; এখন কি করি, কোথায় যাই তুমি ভিন্ন আর আমার কেহ নাই, বলিয়া দাও এখন কি করিব ?

যশোদা চিন্তা করিল, তারপরে বলিল,—"এখন ত ছ্যান কোরে এসে আমার বাড়ী কড়াইয়ে কোরে রেঁধে খাও ; তারপরে যুক্তি করে যা হয় একটা করা যাবে।"

বসন্তও তাহাই স্থির করিল এবং আঁচলের চাউলগুলি ও ভিক্ষালব্ধ অপর দ্রব্য যশোদার দাবায় ঢালিয়া দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভাদ্রের খর রৌদ্র যখন বর্ষাসিক্ত বসুধার অঙ্গ শুষ্ক করিয়া দিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেছিল এবং তাহার উগ্র তাপ-তপ্ত হইয়া পল্লীর পক্ষীকুল বর্ষার প্রবৃদ্ধ বৃক্ষের পত্রকুঞ্জে লুকাইয়া পড়িয়া নীরবে ঝিমাইতেছিল; শুধু কেবল ঘুঘু গুলা তাহাদের অনুচ্চ বর্ষা বিরক্তির জড়িত কণ্ঠে ডাকিয়া ডাকিয়া কালের সীমা ঘোষণা করিতেছিল তখন বসন্ত যশোদার ক্ষুদ্র দাবায় বসিয়া একা জাগিয়া জাগিয়া ভাবিতেছিল। পার্শ্বে মাটীর উপর পড়িয়া তাহার শিশু সন্তান ঘুমাইতেছিল এবং তাহার পার্শ্বে মলিন বস্ত্রাঞ্চল পাতিয়া হস্তোপাধানে যশোদা ঘুমাইতেছিল।

বসন্ত ভাবিতেছিল, এখন কোথায় যাইব,—যশোদার এই অরক্ষিত ভাঙ্গা বাড়ীতে থাকিব কি করিয়া। ভগবান সব লইলেন, পোড়া রূপ লইলেন না। যাহার অঙ্গ-আবরণের একখানি বস্ত্র নাই,—রক্ষা করিবার ত্রিকুলে কেহ নাই, তাহার শরীরে পচা গন্ধময় ফোড়া পাঁচড়া হয় না কেন; তারপরে মনে হইল, খাইবই বা কি,—এই গ্রামে একদিন রাজার মত শ্বশুরের পুত্রবধূ ছিলাম, দাস দাসী ছিল, যায়গা-জমি ছিল; বাড়ীঘর দুয়ারি ছিল, পালিত পশু-পক্ষী ছিল;—আজ সেই আমি, কি বলিয়া যশোদা বৈষ্ণবীর সঙ্গে সঙ্গে পোড়া উদরের জন্য দুয়ারে দুয়ারে মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া কি প্রকারে ফিরিতে পারিব! ভাবিতে ভাবিতে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, এই সময় যশোদা পাশ মোড়া খাইয়া উঠিয়া বসিল এবং পাতিত বস্ত্রাঞ্চলটুকু ঝাড়িয়া নিজ শরীরের যথাস্থানে সংস্থাপন পূর্ব্বক বসন্তের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি মা; তুমি বুঝি একটুও শোও নাই?"

র। শুয়ে ছিলাম, পোড়া চখে ঘুম আসিল না।

য। অত ভাবনা ভেবো না, গোবিন্দ যা ঘটাবেন তাই ঘটবে।

ব। কেবল গোবিন্দের ভরসা কোরেই ত আছি, কিন্তু এখনই যে দাঁড়াবার জায়গার দরকার। তুমি আমার মায়ের চেয়েও ব্যথার ব্যেথী,—তুমি অসময়ের বন্ধু,—নিরাশ্রয়ের আশ্রয়—বিপদ কালের সাথী কিন্তু মা; আমি তোমার এখানে থাকিলে তোমারও আমার উভয়েরই বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। যাই কোথায় মা?

য। মথুরবাবু বলেছেন ত' আবশ্যক হইলে আমার বাড়ী এসে থেক এবং তোমাকে মা বোলে ডেকেছে, যদিও লোকটা মুখ পোড়া, কারণ-অকারণে দশ কথা শুনিয়ে দেয়, কিন্তু খাওয়া পরায় কাকেও কষ্ট দেয় না, এবং তোমার উপর ওর একটু টানও আছে; অসময়ে প্রায় তোমার বাড়ী আসে এবং সাহায্য করে থাকে।

ব। ঐ টুকুই ত কাল হয়েছে মা। ঐ আসা যাওয়াতেই লোকে অনেক কুকথা রটিয়েছে, তিনি সেই কথা শুনে আমার উপর আরও চটে গিয়েছেন এবং অবিশ্বাস কোরেছেন, সেই সময় হইতেই ঐ কথা তুলে মার ধোর বেশী কোরতে লেগেছেন। কি করিব মা; চারিদিকেই অকুল সমুদ্র। তুমি এক কাজ কোরতে পার মা!

য। কি বল মা, তোমার সাহায্যার্থে যা করিতে বলিবে, প্রাণপণে তা' করিব।

ব। তুমি একবার হিরু দত্তের কাছে যাও।

য। তার কাছে গিয়ে কি করিব। সে আবাব মথুরবাবুর ঠাকুর দাদা, কথা কইতে গেলে কামড়াতে আসে, বুড়ো হয়ে যেন খেঁকী হয়ে গিয়েছে—আগে অত ছিল না।

ব। আমার নাম করে বলিবে,—তিনি আপনাদের জ্ঞাতি কুলের

বধূ—তাঁর ক্ষুদ্র শিশু আপনাদেরই বংশ জাত—যদিও বিধির বিপাক—অদৃষ্টের গুণে আজ নিরাশ্রয়—পথের ভিখারী, কিন্তু আবার হয় ত ঐ বালক তোমাদের জ্ঞাতি বলিয়া পরিচয় দিতে সক্ষম হইতে পারে, আপনাদের কুল বধূ,—আপনাদের জ্ঞাতি শিশু যদি নিরাশ্রয় হইয়া অপরের বাড়ী গিয়া আশ্রয় লয়, তাহা হইলে আপনাদেরই দুর্নাম রটিবে। যদিও বাড়ীখানি আপনারা খরিদ করিয়া লইয়াছেন, তথাপি উহার একটী কুটুরী তাঁহাকে বাস করিবার জন্য ভিক্ষা দিন। আর বাড়ীর মধ্যস্থ জমিটুকু এবং প্রাচীরটি দখলে লইবেন না। অপর ইঁট কাঠ ভাঙিয়া চুরিয়া আনুন, তাহাতে তাহার কোন আপত্তিই নাই; ইহা লইয়া তিনি ভিটায় থাকিতে পারিবেন। আরও বলিয়ো তিনি তাহাকে এ কৃপা করিলে তাঁহার আশীর্ব্বাদে নিশ্চয়ই আপনার সন্তান সন্ততিগণ সুখে থাকিবে,—কাঙালের আশীর্ব্বাদে বড় ফল ফলিয়া থাকে।

যশোদা কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিল। তারপরে একবার বাহিরের দিকে ঝুকিয়া পড়িয়া আকাশের দিকে, একবার আপন বাড়ীর পাশে চারিদিকে দেখিয়া বলিল,—"তবে তাই যাই;—পরামর্শ নেহাৎ মন্দ নয়।"

যশোদা গৃহ মধ্যে গিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিল, তার পরে বলিল,—"তুমি ঘরখানি ঝাট দিয়া ঐ কাটা কঞ্চি ও চলা গুলি আকার পার্শ্বে রাখিও এবং সন্ধ্যা গুছাইও আমি শীঘ্রই বাজার করিয়া সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরিব।"

সে দিন মঙ্গলবার; পল্লীর সাপ্তাহিক হাট।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বেলা চারিটা বাজিয়া গিয়াছে, হিরু দত্তর কাছারি বাড়ীতে কতকগুলি প্রজা বসিয়া কলিকায় ধূম পান করিতেছে এবং হিরু দত্ত অদূরে একটা মাদুরের উপর বসিয়া তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। তাঁহার পুত্র শশিভূষণ দত্ত কলিকাতায় কোন মার্চেন্ট অফিসের বড় বাবু। মাসিক তিনি তিন চারিশত টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন এবং সপরিবারে কলিকাতায় বাস করেন। তিনি জন্মাষ্টমীর সাতদিন ছুটী লইয়া বাড়ী আসিয়াছেন; তখন অদূরে দুইখানি চটী জুতার বক্ষে চরণ চাপাইয়া পায়চারি করিয়া ফিরিতেছিলেন, সেই সময় যশোদা বৈষ্ণবী গিয়া তথায় দর্শন দান করিল।

যশোদাকে গ্রামের সকলেই চিনিত, লোকটা বলিতে কহিতে, ডাকিতে-হাঁকিতে লোকের আপদে-বিপদে সম্পদে-উৎসবে সকলেরই কাজে লাগিত।

যশোদা তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে কর্ত্তাকে তৎপরে গমনশীল শশিবাবুকে নমস্কার করিল এবং শশীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল,—"দাদাবাবু কবে এলে গা?"

শশীবাবু গমনে বিরত হইয়া বিনীত স্বরে বলিলেন,—"জন্মাষ্টমীর ছুটীতে পরশু বাড়ী এসেছি, তুমি ভাল আছ?"

য। যাহার জগতে কেহ নাই, ভিক্ষা যাহার উপজিবীকা তাহার আর ভাল মন্দ কি, কোন রকমে শরীরটা সুস্থ থাকিলেই ভাল।

শ। সেটাত ভাল আছে?

য। গোবিন্দের কৃপায় মাস কড়াইয়ের মত, এতে বড় পোকা টোকা ধরে না। যাদের ঘরে পয়সা নাই, খাবার ঘরে থাকে না, তাদের খেতেও ইচ্ছা হয়;—'নাই ঘরে খাই বেশী।'

শশীদত্ত মৃদু হাসিলেন এবং গায়ের সাটের পকেট হইতে একটি সিকি তুলিয়া তাহার সন্নিকটে ফেলিয়া দিলেন, তারপরে বলিলেন,—"আজকার কাজটা কোন রকমে এতেই চালাও গে।"

যশোদাও উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া বলিল,—"দাদাবাবু যদি দিলে, আজকের হাটের কাজটা সেরে দিলে ভাল হত। তুমি বোধ হয় শুনেছ; কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দেখাতে নাই। ভিখারী আমরা,—না চাইতে ছাতি দিলে হাতির দাবি করিয়া বসি। না চাইতে দয়া কোরে সিকিটা দিলে—আমার বড় আশা জাগিয়া বসিল, আর কিছু পাইলে আজ হাটবারের দিন ভাল মাছ তরকারি কিনিয়া লইয়া তিনজনে বেশ উদর পুরিয়া খাইতাম। মাছ যে আক্‌কারা ভিক্ষার চাল বেচে তা কিনে খাওয়া পোষায় না। একটাকা পাঁচ সিকা করিয়া সের দাদাবাবু!"

শ। তিনজন লোক কোথা হ'তে হল রে?

য। পঞ্চুদত্ত মাতাল হোয়ে ছারে গোল্লারে গিয়েছে না! তুমি কি তার কোন খবর রাখ না দাদাবাবু?

শ। হাঁ, শুনেছি; বি এ পাশ করা লোকটা—মানুষের মত মানুষ; মদ খেয়ে একেবারে বোয়ে গিয়েছে। সে এখন চোর হোয়েছে, গাঁইটকাটা হয়েছে, মধ্যে মধ্যে প্রায়ই জেলে যায়, মধ্যে মধ্যে বাড়ী এসে নাকি বৌটাকে মদের টাকার জন্যে দারুণ প্রহার করে। আহা-হা শুনলেও কষ্ট হয়, ওরা আমাদের জ্ঞাতি; এখনও পূর্ণ অশৌচের মধ্যে আছে।

য। সেই বৌটা এতদিন কোন রকমে শ্বশুর শাশুড়ীর ভিটেয় পোড়ে

ছিল, আর দশ দুয়োরে মেগে পেতে খেতো। বেটা বড় ভাল। তোমাদের বাড়ী নাকি পঞ্চ টাকা ধার কোরেছিল, তারই বাবদ বাড়ীখানা নিলামে বেচে তোমরা দখল কোরে নিয়েছ।

শশীবাবু যেন চমকাইয়া উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কতদিন?"

য। আজ সে তা'র ছেলে নিয়ে আমার ভাঙা কুঁড়েয় গিয়েছে। তাই ত বলছিলাম তিনজনের উপযুক্ত বাজার কোরে নিয়ে যেতে হবে।

শশী দত্ত পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন, আর একটা দুয়ানি বই কিছু নাই, থাকিলে দিবার ইচ্ছা ছিল। দু আনিটাই যশোদার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখানে কি হাট খরচের জন্য ভিক্ষা লইতেই আসিয়াছিলে; না, অন্য কোন কাজছিল?"

য। অন্য কাজই ছিল। আপনি বাড়ী এসেছেন, তাই এ উপরি লাভটা হোয়ে গেল, গোবিন্দ আপনার মঙ্গল করুন

শ। কি কাজে আসিয়াছ?

য। সেই বৌটা কর্ত্তা বাবুর কাছে দরবার করিতে পাঠাইয়াছে। তাহার প্রার্থনা এই যে, থাকিবার জন্য বাড়ীর একটি কুঠরি দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিন; আর বাড়ীর পাঁচীর টুকু ভাঙিবেন না, বাড়ীর মধ্যের জমি টুকুও দখল করিবেন না, অপর ঘর দুয়ার ইঁট কাট যাহা আছে বিক্রয় করিয়া লউন। সে সেই আশ্রয় টুকুতে থাকিয়া প্রাচীরের মধ্যের জমি টুকুতে নিজ হাতে চষিয়া খুড়িয়া শাকটা সব্‌জিটা লাগাইয়া বিক্রয় করিয়া খাইবে, আর বাড়ীর বাহিরে জমি জায়গা যাহা আছে, আপনারা লউন।

সরল হৃদয় শশীবাবু বলিলেন,—"অন্যায় দরবার নয়।"

হরি দত্ত স্থির কর্ণে পুত্রের সহিত যশোদার কথোপকথন শ্রবণ

করিতেছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাহার পুত্র 'ইংরেজি লেখাপড়ায় যত নায়েক'ই হউক, বিষয় কর্ম্মে কিছুই না। আরও তাহার বিশ্বাস ছিল, তিনি মরিয়া গেলে তাঁহার ছেলে বিষয় রক্ষা করিতে পারিবে না; যেহেতু তাহার চিত্ত মেয়ে মানুষের মত, এক ফোটা চক্ষুর জলে গলিয়া যায়। তাঁহার আরও ধারণা ও শাস্ত্র জ্ঞান এই ছিল যে,—'বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা;—জোর যার মুল্লুক তার' ছলে বলে কৌশলে না করিতে পারিলে ভূমি সম্পত্তি বৃদ্ধি হয় না। তিনি বলিলেন,—"যশোদা; এই দিকে আয় শুনি।"

যশোদা কর্ত্তার দিকে গেল, শশীবাবু যে কথা বলিতেছিলেন, তাহার শেষ পর্য্যন্ত আর বলা হইল না;—তিনি পায়চারি করিয়া ফিরিতে লাগিলেন এবং তাহার পিতা যে, তাহার কথা উপযুক্ত জ্ঞান না করিয়া যশোদাকে নিকটে ডাকিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং তিনি ঐ আবেদনে কি বিচার করেন, তাহা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ রহিলেন। যশোদা নিকটস্থ হইলে হিরু দত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি তুই কি বলছিস্?"

বিনীত স্বরে যশোদা বলিল,—"পঞ্চু দত্তর স্ত্রী আপনাদের গেঁয়াত না?"

হি। হাঁ;—তাই কি?

য। তিনি আপনার নিকটে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

হি। কেন?

য। তাঁর বাড়ীটুকু আপনি দেনার দায়ে দখল করিয়া লইয়াছেন।

হি। সাধ করিয়া লই নাই বাছা,—নগদ তিনশো টাকা ধার করিয়াছিল, আজ তিন বৎসর একটি পয়সাও দিল না, তারপরে বাক্স থেকে পুঁটী মাছের মত নগদ টাকা বার কোরে—নালিশ দিয়ে, কত হয়রাণির পর তবে বাড়ীটুকু দখল লইয়াছি—তাই কি ছাই আমার টাকা হবে; অর্দ্ধেক টাকা উঠিবে কিনা সন্দেহ। যাক্, সে বলে কি?

য। না, সে এমন কিছুই বলে না, আপনি টাকা পাবেন, বেচে নিয়েচেন। তাতে আর তার বলিবার কি আছে! তবে তার স্বামী মাতাল একেবারেই পদার্থ শূন্য—মনুষ্যত্ব বিহীন বলিলেও চলে। কোথায় থাকে, কি করে, কেউ জানে না। মাঝে মাঝে শোনা যায় জেলে গিয়েছে,—

এই সময় শশীবাবু নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন,—"আহা-হা লোকটা বি, এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল, এত জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া মানুষ যে এমন পশু হইয়া যাইতে পারে, এ ধারণা কয় জনে করিতে পারে। বৌটি কি করিয়া খায়?

য। ভিক্ষা করিয়া,—ধান ভানিয়া দশ দুয়ারে মাগিয়া পাতিয়া।

হি। যাক্, অত কথায় দরকার নাই। এখন সে কি বলে তাই বল্।

য। তিনি বলেন, বাড়ীর প্রাচীরটী ভাঙিবেন না, আর একটি কুঠারি ভাঙি্বেন না, ঐ প্রাচীরের মধ্যে যে জায়গা টুকু আছে সে টুকুও দখল লইবেন না।

হি। থাম। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই,—এ হুকুম জারি কেন?

য। আজ্ঞে হুকুম জারি নয়, দরবার করিতে পাঠাইয়াছে, ঐ টুকু তাকে ভিক্ষা না দিলে সে যাবে কোথায়।

হি। সে যাবে কোথায়, সে ভাবনা আমি ভাবিতে পারি না, যখন তিনশো টাকা পুঁটীমাছের মত গুনে নিয়েছিল, তখন মনে করা উচিত ছিল, তার বৌ-ছেলে দাঁড়াবে কোথায়।

য। সে কি মানুষ বাবু; সে যদি মানুষ হবে, তবে কি তার এত দুর্দ্দশা। বৌটাত না খেয়ে ঐ অবস্থায় পড়ে থাকে, তার উপরে সেই

তাহার স্বামী হতভাগ্য পশু মাঝে মাঝে এসে মদের টাকা আদায়ের জন্য নির্দ্দয় প্রহার করে, মার সামনে শিশুটিকে আছাড় মারে।

শশীবাবু শিহরিয়া উঠিলেন। কি বলিতে যাইতেছিলেন, বলা হইল না, হিরুদত্ত আগেই বলিয়া উঠিলেন,—"অত কথা শুনতে চাইনা, তার বৌ ছেলে সে মারুক, কাটুক, রাখুক—তা অপরের কি। তুই কি বলছিলি তাই বলে চ'লে যা; আমার আর পাঁচ কাজ আছে।

য। আমার যা বলিবার তা ত বলিয়াছি; এখন আপনার কি হুকুম হয়, শুনিতে পাইলে চলিয়া যাই।

হি। আমার আবার কি হুকুম হবে; টাকা দিয়ে সম্পত্তি লইয়াছি, সমস্ত টাকা দিতে পারে, অবিশ্যি দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারি।

য। ওগো; সে একটি পয়সার কাঙাল, টাকা দিবার শক্তি থাকিলে অন্যত্র যাইয়াও বাড়ী করিতে পারিত।

হি। তবে কি বিনা মূল্যে দিতে বল? তার স্বামী টাকা গুলি গুণে নিল,—সে বাড়ী ঘর দখলে রাখিল, আর আমি বেটা টাকা গণিয়া দিয়া চোর হইয়া রহিলাম, এ এক রকম মন্দ কথা নয়।

য। আপনি আর সব ঘর দুয়ার ভাঙ্গিয়া নিন; বাড়ীর পিছনে বাগান পুকুর জায়গা জমি সব নিন, কেবল ঐ একটি কুঠারি ও বাড়ীর মধ্যের জমি টুকু তাঁকে ছাড়িয়া দিন।

হি। বিষ্টু সেকরা ঐ বাড়ীতে গিয়ে বাস করবে; তার সঙ্গে পাঁচশ টাকা দর হয়ে গিয়েছে, অতএব পঞ্চুর বৌ যেন বাড়ী ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।

য। কোথায় যাবে?

হি। কোথায় যাবে, তা আমি জানি কি? আমি টাকা দিয়েত আর চোর হইনি?

য। আপনাদের জ্ঞাতি কুলের বধূ ;—আর একজনের বাড়ী গিয়ে দাসী বৃত্তি করিলেও আপনাদের দুর্ণাম হবে, দত্ত বংশের আপনারাই এখন গোষ্ঠীপতি, ঝড় লাগিতে বড় গাছেই লাগে, লোকে নিন্দা করতে আপনাদেরই করবে।

হি। যারে যোশী ; তুই যে আবার পুরুত ঠাকুরের মত হিতোপদেশ দিতেও শিখেছিস্ দেখছি! যা, যা ; আর জেঠামো করিস না। তার যেখানে ইচ্ছে গিয়ে দাসী বৃত্তি করুক বা—যা করিতে ইচ্ছা হয় করুক, স্পষ্ট কথা ন্যায্য কাজ করিব, কারু ফাঁকি দিয়ে নেবও না, দয়া করে ছেড়েও দেব না ; তবে তাকে বলিস ; যদি গতর খাটিয়ে খেতে স্বীকৃত থাকে, আমার বাড়ী এসে রাঁধুক বাড়ুক থাক্ দাক্ থাকুক, কিন্তু মাইনে কিছু দিতে পারিবনা, কেননা কাজ করবে সে একা, খাবে দুটো লোকে। গরীবের ঘরের ছোট ছেলে গুলো খুব ভাত টানে, তা আমি জানি।

যশোদা আর কি করিবে, একবার করুণ নয়নে শশী বাবুর মুখের দিখে চাহিল, দেখিল শশী ম্রিয়মান এবং নতবদন, সে যে পিতার বিচারে সন্তুষ্ট হইয়াছে, এমন মনে হয়না, কিন্তু বিষয় পিতার, সে তাহার উপর কি আদেশ করিতে পারে ; তিনি আর সেখানে অপেক্ষা করিলেন না, বৈঠকখানার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পশ্চাৎ দ্বার দিয়া নামিয়া চলিয়া গেলেন, যশোদাও বিদায় হইল।

তারপরে যশোদা শশীবাবুর নিকট ভিক্ষালব্ধ পয়সা দিয়া মৎস্য তরকারি প্রভৃতি হাট হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বাড়ী উপস্থিত হইল এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বসন্তকে শুনাইল। বসন্ত শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। রাত্রে আহারাদি নির্ব্বাহের পর যশোদা জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার ঘরে আর কোন জিনিস্ পত্র আছে কি ?”

ব। কিছু না, যে কাপড় খানি ছিল, তাহা আমি বৈকালে গিয়া বাহির করিয়া আনিয়া ছিলাম।

য। এখন কি করিবে ভাবিতেছ?

ব। ভাবিয়া কোন কিনারা পাচ্চিনা মা; যত ভাবছি, তত অকুল সমুদ্র। কোথায় যাই, কার কাছে দাঁড়াই, কে দয়া করে, একমুঠা পেটের অন্ন দান করিয়া অভাগিনীকে রক্ষা করে, অধিকন্তু এই ক্ষুদ্র সন্তানটির জন্য আমার সব গেল, এর উপায় কি করি।

তারপরে উভয়ে অনেক কথা বার্ত্তা অনেক্ তর্ক বিতর্ক অনেক আলোচনা আন্দোলন হইবার পরে মথুর বাবুর আশ্রয় লওয়াই স্থির হইয়া রহিল।

বসন্ত সে রাত্রে যশোদা বৈষ্ণবীর পর্ণ কুটীরেই অবস্থান করিয়াছিল।

পরদিবস যাই যাই করিয়া বসন্তের মথুর বাবুর বাড়ী যাওয়া হইলনা, সে দিনও সে যশোদার বাড়ী অবস্থান করিল, কিন্তু আর থাকা চলেনা, তাহাকে একা রাখিয়া যশোদা ভিক্ষা করিতে বাহির হইতে পারে না, সঙ্গে লওয়াও নিরাপদ নহে, আবার ভিক্ষা না করিলেই বা খোরাকি চলে কোথা হইতে।

সেদিন সকালে উঠিয়াই, বালক পুত্র বুকে করিয়া বসন্ত মথুর বাবুর বাড়ী চলিয়া গেল। যশোদা সঙ্গে গিয়াছিল।

বসন্ত যখন মথুর বাবুর বাড়ী উপস্থিত হইল, তখন বেলা বড় অধিক হয় নাই,—রন্ধনাদিও আরম্ভ হয় নাই।

মথুর বাবু তাহার আগমনে হৃষ্ট হইলেন, বাহিরে কিছু প্রকাশ করিয়া না বলিলেও তাঁহার মুখ ভাব দর্শনে বসন্ত ও যশোদা তাহা বুঝিতে পারিল। সে হৃষ্ট ভাব দর্শনে যশোদার মনে একটু খটকা লাগিয়াছিল, কিন্তু অচিরাৎ তাহা দূর হইয়াগেল, মথুর বাবু বলিলেন,—"থাক মা বসন্ত আমার মায়ের মত হইয়া—মেয়ের মত হইয়া, আপনার বাড়ী মনে করিয়া আজীবন কাল এখানে বাস কর; আমি বুড়ো হইয়াছি, মেয়ের মত হইয়া আমার দুটী খেতে

দিও। পিতৃ সেবার তুল্য জ্ঞান করিয়া আমার সেবা করিও, অনেক দিন হইতে রাঁধুনির হাতে খাইয়া, পরের হাতে খাইয়া সিতেছি; স্নেহের মানুষের রন্ধনের কেমন আস্বাদ—আপনার জনের শুশ্রূষা কেমন তৃপ্তিজনক, তাহা আদৌ আমি জানিনা, আমার সব ছিলো মা; কিন্তু একদিনে এক মুহূর্ত্তে আমার সব ঘুচিয়া গিয়াছে, সে সব কথা পরে তোমাকে জানাইবার ইচ্ছা রহিল। তবে জানিয়া রাখ, আমার একটু দোষ আছে, সহজেই রাগ হয়,—তখন যে কাহাকে কি বলি, তাহা স্থির থাকেনা, আর সেই জন্যই আমার বাড়ীতে চাকর বাকর টিকেনা। তোমার উপরেও যে সে রকম না ঘটিবে, তাহা মনে করিওনা, কিন্তু তাহা মনে রাখিও না, দত্তবাবুর পশু গ্রাস হইতে আমি তোমার বাড়ী ঘর দুয়ার ফিরাইয়া লইতে চেষ্টা করিব, আমি ভিতরে ভিতরে সংবাদ রাখি, পঞ্চুকে পঞ্চাশ টাকা কর্জ্জ দিয়া তিনশত টাকার দলিল লেখাইয়া লয়, উহার অধিকাংশ দাদন ঐ প্রকার!"

মথুর বাবুর কথায় নিতান্ত আনন্দিত হইয়া যশোদা বসন্তকে রাখিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল, মথুর বাবু নিষেধ করিলেন, বলিলেন—"এবেলা তুই ও এখানে থাক।" তারপরে বসন্তের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বামুন ঠাকুর যেমন রাঁধিয়া থাকে, অপরাপর লোকের জন্য তেমনই রাঁধিবে, কেবল তোমার আমার রান্না পৃথক ভাবে করিও।"

বসন্ত বলিল, "আমিই রাঁধিব, আবার বেতন দিয়া লোক রাখা কেন কাকা?"

ম। আমার বাড়ীতে দুই তিন জন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারি আছে, আর লোকও খায় অনেক, তুমি পারিবে কেন?

বসন্ত স্নান করিতে গেল।

সে দিবস বসন্তের রাঁধা অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়া মথুর বাবু যেরূপ তৃপ্তি লাভ করিয়া ছিলেন, বুঝি জীবনে তেমন করেন নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, শারদীয় শুক্ল শশধর রজত কিরণে সমস্ত জগৎ আলোকোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন, পল্লীর কানন হইতে কুসুম গন্ধ টানিয়া আনিয়া ধীর সমীর চারিদিকে ছিটাইয়া দিতেছে।

এই সময় মথুর বাবু সন্ধ্যা আহ্নিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া আহ্নিকের গৃহ হইতে নিজের অবস্থান গৃহে প্রবেশ করিলেন। বসন্ত তাহারই একটু আগে পল্লীর অনায়াসলব্ধ মথুর বাবুর ভাণ্ডার স্থিত ফলমূল লইয়া যাহাতে বৃদ্ধ মথুর বাবু তাহা সেবন করিতে পারেন, এরূপ ভাবে প্রস্তুত করিয়া এবং দুগ্ধ হইতে ক্ষীর, সর, ছানা তৈয়ারি করিয়া থালা পুরিয়া লইয়া সেখানে উপস্থিত ছিল, সে গুলি দেখিয়া মথুর বাবু হাঁসিয়া বলিলেন,—'মা না হইলে কি ছেলের মর্ম্ম বোঝে; আমার ঘরে সমস্ত দ্রব্য থাকা সত্বেও শক্ত জিনিষ খাইতে পারি নাই, দাঁত নাই—চিবাইতে পারিনা, কাজেই শক্ত ফল মূল ভোজন আর হয় না, এমন করিয়া ছেঁচিয়া চিনি বা লবণ মাখাইয়া কে সুস্বাদ করিয়া দিয়য়াছে, কেই বা এক দুগ্ধ হইতে ক্ষীর, সর, ছানা দিয়া নিত্য ভোজন করাইয়াছে।'

বসন্ত সঙ্কুচিত হইয়া নম্র স্বরে বলিল,—কাকাবাবু আমি এমন কিছু করি নাই, যাহার জন্য আপনি এত আনন্দিত হইয়াছেন, আপনি আমাকে যেরূপ বিপদ কালে আশ্রয় দিলেন—বাপের মত কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিলেন, আমি যেন তাহা পালন করিতে পারি। এই আশীর্ব্বাদ করুন।"

মথুর বাবু জলযোগের দ্রব্য সম্ভারপূর্ণ থালার নিকটে আসনে উপবেশন করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন এবং বসন্তকে বলিলেন,—"ঐখানে বোস মা, আমি তোমাকে কয়টী কথা জিজ্ঞাসা করিব।

বসন্ত দাঁড়াইয়া ছিল বসিল।

ম। আমি হিরুদত্তর স্বাভব খুব অবগত আছি, ও লোকটা ভয়ানক জুয়াচোর, লোককে সামান্য টাকা দিয়া অনেক টাকা লেথায় তারপর বিষয় আশয় বেচিয়া লয়। তোমার বাড়ী যে সেই রকমে লইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, আমি তোমার বিষয় উদ্ধার করিব স্থির করিয়াছি, তোমার মত কি জানিতে চাই?

ব। কাকাবাবু; আমার হিতার্থে আপনি কাজ করিবেন, আর আমার তাহাতে অমত হইবে?

ম। আমি আমার কর্ম্মচারির নামে তোমার দ্বারা একটা আমমোক্তার নামা লেখাইয়া লইয়া মোকর্দ্দমা করিব; ঐ দলিল লেখা পড়া শেষ হইলে, তুমি সই করিয়া রেজেষ্টারি করিয়া দিলে, আর তোমাকে আদালত আদিতে যাইতে হইবে না, তোমার আমমোক্তরই প্রতিনিধি স্বরূপে সমস্ত কাজ করিবে।

ব। একদিন মাত্র বুঝি রেজেষ্টারি হাকিমের কাছে যাইতে হইবে?

ম। না, না; ফি দিয়া তাঁহাকে বাড়ী আনিব।

ব। আপনার অপার করুণা ও স্নেহ হেতু শূন্য এবং নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দানমূলক। কিন্তু তিনি যে টাকা কর্জ্জ করিয়া হ্যাণ্ডনোট লিথিয়া দিয়াছেন, শুনিয়াছি সেই টাকার জন্যই সুদে আসলে নালিস করিয়া বাড়ী নিলাম করিয়া দখল লইয়াছে, কি প্রকারে তাহা উদ্ধার করিতে পারিবেন?

ম। উপায় চিন্তা করিয়াছি এবং তাহা অতি সহজ; প্রথমতঃ ডিক্রির টাকা দাখিল করিয়া অযোগ্য নিলাম বলিয়া আপত্তি দিতে হইবে এবং মূল মোকর্দ্দমার ছানি করিতে হইবে, আমি ইহার পূর্ব্বেই বিশেষরূপে

সন্ধান লইয়াছিলাম, ঐ মোকর্দ্দার সমন জারির কাল হইতে ডিক্রি জারি হওয়া পর্য্যন্ত পঙ্কু জেলে ছিল। অতএব প্রকৃতরূপে সমন জারি না হওয়ায় মোকর্দ্দমা পুনঃ বিচারের প্রার্থনা করা যাইবে। তোমার পক্ষে উক্তি যে, মাতাল—সম্পূর্ণ মাতাল সে পঞ্চাশটী টাকা দিয়া তিনশো টাকা লেথাইয়া লইয়া সেই মর্ম্মে নালিশ দিয়া বাড়ী বিক্রয় করিয়া লইয়াছে। আরও কথা হইবে, বিষয় তোমার শ্বশুরের। পঙ্কুর স্বোপার্জ্জিত নহে। তোমার শশুরের পৌত্র হইয়াছে, পঙ্কু জ্ঞান হীন মাতাল ঐরূপ অসৎ কার্য্যের জন্য ঐ বালকের উদরান্নের অবলম্বন অটল মূল ও আশ্রয় কুটীর টুকু বিক্রয় হইতে পারেনা।

ব। আমি মেয়ে মানুষ ভিখারিণী ;—বুদ্ধি ও নাই, টাকা কড়ি লোক-জনও নাই, আপনি যদি দয়া করিয়া অনাথ বালকের উপায় করিয়া দেন, ভগবান নিশ্চয়ই আপনার মঙ্গল করিবেন।

মথুর বাবু একটু হাসিলেন মাত্র।

তৎপর দিবস হইতে মথুর বাবু প্রকৃতই ঐ মোকর্দ্দামার তদ্বির আরম্ভ করিলেন এবং বসন্তকে দিয়া আমমোক্তার নামা লেখাইয়া লইয়া রেজেষ্টারি করাইলেন। যখন আদালতে মোকর্দ্দমা রুজু হইয়া হিরুদত্তের উপর নোটীশ জারি হইল, তখন তাঁহার চমক ভাঙিল,। তিনি পঙ্কুর স্ত্রী কোথায় আছে, অনুসন্ধান করাইলেন, যখন জানিতে পারিলেন, মথুর বাবুর বাড়ীতে আছে, তখন অচিরাৎ তাঁহার বাড়ীর দাসীকে গোপনে বসন্তের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, অবশ্য অবশ্য যেন তিনি একবার আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু বসন্ত যাইতে স্বীকৃত হইল না, বলিয়া দিল—যশোদাকে পাঠাইয়া দিব, যাহা তাঁহার বলিবার থাকে, তাহা তাঁহার নিকট বলিবেন এবং আমার যাহা উত্তর থাকে যশোদাই দিবে।

তাহাই হইল। তৎপর দিবস যশোদা হিরুদত্তর বাড়ী গিয়া উপস্থিত

হইল। আজ যশোদার ভারি খাতির, সে যাইবা মাত্র হিরুদত্ত বলিলেন,—"যশোদা ব'স। পঞ্চুর স্ত্রী কোথায় আছেরে?"

য। কেন আপনিত লোক পাঠাইয়াছিলেন,—মথুর বাবুর বাড়ী আছে।

হি। পঞ্চুর স্ত্রী নিঃসম্পর্কীয়া নহেন, এখনও হলে মলে, অশৌচ ভোগ করিতে হয়, তা মথুর বাবুর বাড়ী গিয়ে থাকলে তাতে আমাদের অপমান, তার উপর বৌটার এখন বয়সও কাঁচা,—মথুর বাবুর ও স্ত্রী পুত্রাদি কেহ নাই। পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলছে—গ্রাম শুদ্ধ লোকে দুর্ণাম রটাচ্চে ইহাতে দত্তবংশের মাথা হেঁট হয়।

য। কি করবে বাবু; তারত আর কোন রকম আশ্রয় নাই, শুধু সৎনাম বুকে কোরে বসে থাকলেত পেট শোনেনা, দশজনের নিন্দার ভয় করিয়া রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইলেত বর্ষার বাদল, গ্রীষ্ম কালের রৌদ্র আর শীতের হিম কাটে না; পেটের ভাত আর দাঁড়াবার একটু জায়গা এ মানুষ মাত্রেই চায়। প্রথমে আপনার দুয়ারে আসিয়াছিলাম, আপনি যখন পায়ে ঠেলিলেন, তখন গিয়া মথুর বাবুর আশ্রয় লওয়া হইয়াছে।

হি। কৈ, না, তুইত আমাকে বলিস্‌নাই যে বৌটি আপনাদের বাড়ী আসিয়া থাকিবে।

য। আপনি যখন তাহার ন্যায়সঙ্গত সামান্য প্রার্থনা টুকু পূরণ করিতেই অস্বীকৃত হইলেন, তখন যে তাহার খোরাক পোষাক পর্য্যন্ত দিয়া প্রতি পালন করিবেন, অধিকন্তু তাহার ছেলের খোরাক পোষাক ও লেখা পড়া শিখাইবেন, ইহা আমি কেন—কেহই মনে করিতে পারিত না।

হি। যাক্‌ যা হবার হয়ে গিয়েছে; তুই বোধ হয় শুনিছিস, পঞ্চুর

সামান্য ঐ সম্পত্তি টুকু নিয়ে মথুর বাবু বৃথা আমার সঙ্গে মোকর্দ্দমা আরম্ভ করেছেন, মোকর্দ্দমায় পারবেনা, কখনও না ; কেননা, পঞ্চুর নিজের হাতের লেখা দলিলের বলেই ডিক্রি করা হয়। যাক্ বৌটি যদি মামলা মোকর্দ্দমায় যোগ না দেন, আমি তার প্রার্থনা মতে একটি কুঠারি প্রাচীর ও প্রাচীরের মধ্যস্থ জমি টুকু ছাড়িয়া দিতে পারি।

য। সে, আমাকে সেই জন্যই আপনার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছে। বলিয়া দিয়াছে, এখন আমি নিজে ঐ সম্বন্ধে কিছু করিতে পারিনা, মথুর বাবুর উপর কথা বলিবার ক্ষমতা আমার আর নাই, তাঁহার আশ্রয়ে আশ্রয় লইয়াছি, আমার হিতার্থে তিঁনি যাহা ভাল বুঝিবেন তাহা করিবেন।

হি। দত্তবংশের বধূ হইয়া দত্তদিগকে এরূপ অপমান করা কখনই তাহার উচিত হইলনা, ইহার প্রতিফল নিশ্চয়ই দিব, কোথাকার মথুর বাবু, কবে কার মথুর বাবু সেযে বাড়ীতে আসিয়া বসিয়াছে, তাহাদের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিতে কিছুমাত্র কষ্ট স্বীকার করিতে হইবেনা, তখন ঐ বজ্জাৎ বৌটা বুঝিয়া লইবে, যে আপন বংশ ছাড়িয়া পরের কাছে যাওয়া কত মজা। লোকের বাড়ীগেলে দুশ্চরিত্রা রমণী বলিয়া দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে।

য। না, না, বাবু অমন কথা মুখে আনিবেন না, সে তেমন মেয়ে নয়, আমি শ্রীগোবিন্দের নাম লইয়া সাক্ষী দিতে পারি,—অমন সতীলক্ষ্মী মিলেনা।

হি। তা দশে ধর্ম্মেই জানচে।

যশোদা চলিয়া গেল।

হিরুদত্ত মনে মনে একটু অনুতাপ করিলেন, ভাবিলেন—কাজটা আমার গোড়ায় খেলো হোয়ে গিয়েছে, আমি যদি তখন কিছু দিনের

জন্যে ওকে ওই জায়গা টুকু ছেড়ে দিতাম, আর সাত বছর কি আট বছর দখলে রাখিবার করারে উহাকে দিয়া রেজেষ্টারি করিয়া লইতাম, তা হইলে এত গোলে পড়িতাম না, দেখা যাক্ কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বানরগুলা লাফাইয়া চলে, ব্যাঙ লাফাইয়া চলে, আর লাফাইয়া চলে উপন্যাস লেখক। আমরাও একটি লাফে পাঁচ বৎসর অতিক্রম করিলাম, এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতলে কত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, কে তাহার সংবাদ রাখে, তবে আমরা মথুর বাবু প্রভৃতি এই গ্রন্থোক্ত মানুষ গুলির খবর রাখি বটে, কিন্তু সব কথা বলিতে গেলে— "পুঁথি যায় বেড়ে"। আর পাঠকেরও ধৈর্য্য চ্যুতির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কেমনা, তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য বড় কিছু নাই, একটু আধটু যাহা আছে তাহা এই স্থলে সংক্ষেপে বলিয়া দিতেছি।

মথুর বাবুর সহিত বসন্তের বাড়ী লইয়া হিরুদত্তের যে মোকর্দ্দমা হইয়াছিল, তাহা আপিল কোর্ট পর্য্যন্ত গিয়াও হিরুদত্ত পরাজিত হইয়াছেন। মথুর বাবু হিরুদত্তের বাড়ীর পুরাতন কৈফিয়ৎ কাটা জমা খরচ দাখিল করাইয়া, মাত্র পঞ্চাশটী টাকা দেওয়া প্রমাণ করান। তারপরে পঞ্চু মাতাল—মনুষ্যত্বের বাহিরে, সে মতিচ্ছন্ন। সুতরাং নাবালকের পিতামহের সম্পত্তি তাহার দেনার দায়ে বিক্রয় হইতে পারেনা, আরও সে যখন জেলে তখন উপযুক্ত ভাবে সমন জারি করা হয় নাই, কাজেই প্রথম মোকর্দ্দমা টিকে নাই, দ্বিতীয় বার ঐ হ্যাণ্ডনোট তামাদি বলিয়া হয় নাই। বিষধর সর্প-কবলস্থ আমিষ খণ্ড কাড়িয়া লইলে সে যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া, তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া আমিষ খণ্ড গ্রহীতাকে দংশনের চেষ্টা করে, হিরুদত্ত ও মথুর বাবুকে সেইরূপ ভাবে দংশন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইলেন, তদবধি নানাবিধ খুঁটি নাটি লইয়া দেওয়ানি ও ফৌজদারি নানাবিধ মোকর্দ্দমা চলিতে লাগিল। দুইটা দলেরও

সৃষ্টি হইল, একদলের নেতা হইলেন মথুর বাবু, অপর দলের হিরুদত্ত। যদিও হিরুদত্ত ক্রূরপ্রকৃতি ও পরানিষ্টকারী তথাপি তাহার দিকেই গ্রামস্থ ভদ্রলোকের সংখ্যা অধিক,—কেননা তাঁহারা সেখানকার বনিয়াদি লোক, আর পাঁচ সাতঘর জ্ঞাতি, একযোটে এক সঙ্গে বাস করিতেন। মথুর বাবু নবাগত,—গ্রামে তাঁহার জ্ঞাতি গোত্র বা স্বজন বান্ধব কেহ ছিল না, কেবল তাহার দানে, গুণে ও করুণায় কতকগুলি দরিদ্র ও কৃষক তাহার পক্ষে ছিল মাত্র। তিনি একরূপ 'একঘরে' হইয়াই ছিলেন। গ্রামে তাঁহার কোথাও নিমন্ত্রণ হইত না, গ্রাম্য যাজক পুরোহিত তাহার কাজ করিত না, গ্রামের পরামাণিক তাঁহাকে কামাইত না এবং সাধারণের রজক তাঁহার বস্ত্র ধৌত করিত না। কিন্তু ইহাতে তাহার কার্য্যের বিশেষ কিছু ক্ষতি হইত এমনও বোধ হয় না, পার্শ্বস্থ গ্রাম হইতে ঐ সকল লোক আনাইয়া তিনি কর্ম্ম সমাধা করাইতেন।

পঞ্চুর আর কোন সংবাদই মিলে নাই, কেহ বলিত,—সে মরিয়া গিয়াছে, কেহ বলিত তাহার দীর্ঘ দিবসের জন্য জেল হইয়াছে, কেহ বা বলিত, সে স্ত্রীর ঐ অপবাদ আর মথুর বাবুর বাড়ী বাস কবার জন্য মনের ঘৃণায় বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু কাহারও কথায় কোনও প্রমাণ ছিল না, প্রত্যক্ষ ভাবে কে যে তাহা দেখিয়াছে, তাহারও অনুসন্ধান মিলিত না।

বসন্তের ছেলে পুঁটে এখন একাদশ বর্ষীয় বালক। সে বেশ হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়াছে, গ্রামের মাইনর স্কুল হইতে এইবার মাইনর পাশ করিয়াছে।

বসন্ত 'হরিষে বিষাদে' দিন কাটাইতেছিল নিরাশ্রয়ে উত্তম আশ্রয় পাইয়াছে, ছেলেটিও লেখাপড়া শিখিতেছে, কিন্তু পাপ না করিয়াও যে পাপের ঘোষণা গ্রামের নর নারীর মুখে মুখে ঘোষিত হইতেছে, তাহার

জন্য সে মনে মনে বড় ব্যথিতা, কিন্তু যশোদা আসিয়া তাহাকে প্রায়ই দৃঢ়তার সহিত বুঝাইয়া যাইত, আপনার চরিত্র আপনার কাছে, পাপ পূণ্য আপনার; সৎকর্ম্ম অসৎকর্ম্ম এ সকলের ফল আপনাকেই লইতে হইবে। তুমি যদি আপনি ভাল হও, ভয় কি মা; তুমি পাপ কর, অন্তিমে নরক ভোগ করিবে, পুণ্য কর স্বর্গে যাইবে।

বসন্ত তদুত্তরে কাঁদিয়া জানাইত, তা জানি মা; কিন্তু আমার মনে হয়, এই অপবাদ—এই মিথ্যা কথা—এই কলঙ্ক ঘোষণা শুনিতে পাইয়া বুঝি তিনি ব্যথিত হইয়াছেন এবং সেই জন্যই বোধ হয় অভাগিনীকে আর দেখা দেন না।

য। নে মা; থেমে যা,—অমন নিষ্ঠুর স্বামী জন্য মানুষ আবার কাঁদে, সে দেখা দিয়ে ত লাথি মেরে চলে যাবে। কথায় বলে—'দুষ্টু এঁড়ের চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল'।

এস্থলে আমাদের একটু ভাষ্য লিখিয়া দিবার আবশ্যক যে, যশোদা ভেক্ লইয়া বৈষ্ণবী হইবার পূর্ব্বে গোয়ালার মেয়ে ছিল।

ব। যশোদা, মা; মেঘের চিকুর ভাঙ্গা তপ্ততাপে উত্তপ্ত হইলেও, চাতকিনী মেঘ দর্শনের আশা পরিত্যাগ করিতে পারে না, বজ্রপাতে যদি তাহার দেহদগ্ধ হয়, বুঝি তবুও সে মেঘের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া মরিতে পারিবে, এই আশায় সরিয়া যাইতে পারে না।

বসন্তর সে সব কথায় যশোদা বড় সন্তুষ্ট হইত না। সে বুঝিত, যে পেটে দুটো ভাত দিল না, পরনের একখানি কাপড় দিল না, থাকিবার একটু জায়গার সংস্থান করিল না—অধিকন্তু প্রহারে প্রহারে পৈতৃক দেহটাকে ভেঙে চুরমার করে দিল, তার সঙ্গে আর সম্বন্ধ কি!—"ভাত দিবার কেহ নহে, কিল মারবার গোঁসাই।'

বসন্ত যশোদার এরূপ প্রবোধে কিন্তু প্রবুদ্ধা হইতে পারিল না, সে

প্রায়ই তাহার স্বামীর চিন্তায় চিন্তান্বিতা থাকিত! কোন কোন দিন বড় অবসন্ন হইয়া পড়িত, এক একদিন নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিত, আবার কোনদিন বা সন্ধ্যার সময় সন্ধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাধা করিয়া অন্দর মহলের কোন নির্জ্জন প্রকোষ্ঠের বারেণ্ডায় বসিয়া বড় আর্ত্তস্বরে বড় অনন্য মনে, বড় অনুচ্চকণ্ঠে বিরহ গাথা গাহিয়া ক্রন্দনের চক্ষুর জল ফেলিত।

সে দিন কৃষ্ণা চতুর্থী, সন্ধ্যা হইতেই দিকে দিকে অন্ধকার জমিয়া পড়িয়াছিল, যদিও মথুর বাবুর বাড়ীর সর্ব্বত্রই আলোক দানে অন্ধকার নিবারণ হইয়াছিল। তথাপি রন্ধন প্রকোষ্ঠের উত্তর দিকের দাবাখানি চাঁপা গাছের ডালের তলায় পড়িয়া অন্ধকারের আশ্রয়ে ছিল! বসন্ত সন্ধ্যার প্রদীপটী লইয়া সেই দিকে আসিল। হঠাৎ তাহার স্বামীর কথা মনে পড়িল—কেন পড়িল,—তাহা সে বুঝিতে পারিল না, কিন্তু সমস্ত হৃদপিণ্ডটা যেন বুকের মধ্যে কাঁপিয়া কাঁপিয়া স্রোত মুখের উপল খণ্ডের ন্যায় আছাড়ে আছাড়ে চালিত হইতে লাগিল। সে প্রদীপ নামাইয়া সেখানে বসিয়া পড়িল। বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল,—তিনি আর আসিলেন না, বুঝি আসিবেনও না। হায়; আমি হতভাগিনী তবে কি জন্য এ জগতে রহিলাম, হয় ত কোথায় কোন জেলে পড়িয়া তিনি ঘানি গাছে ঘুরিতেছেন, নয় যাঁতা টানিয়া মরিতেছেন, কিম্বা কঠোর শাস্তির কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ব্যথিত চিত্তে কর্ম্ম শ্রান্তির ঘামের জল ফেলিয়া জীবন শেষ করিতেছেন এবং কয়েদীর কদন্ন ভোজন করিয়া জঠর জ্বালার নিবৃত্তি করিতেছেন। আর আমি হতভাগিনী,—নিত্য নূতন নূতন ব্যঞ্জন রাঁধিয়া, ক্ষীর সর মাখন প্রস্তুত করিয়া কাহাকে ভোজন করাইতেছি। তিনি হয় ত জেলের মধ্যে শুইবার সময় ধূলি শয্যায় শুইয়া গড়াগড়ি পাড়িতেছেন, আর দাসীর হস্ত পাতিত সুন্দর শয্যায় কষ্ট হইবে বলিয়া

নিবৃত্তি করে, পরের দাস্য করিয়া পুত্রকে প্রতিপালিত করিতে পারে, তাহার মত হতভাগিনী আর কে আছে বাবা ?”

সেই উদ্যানের পার্শ্ব দিয়া গ্রামের রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, উদ্যানটি বংশ-খণ্ডের বেড়া দিয়া ঘেরা এবং তাহার ফাঁকে ফাঁকে পাতা-বাহার, টগর, করবীর ও স্থলপদ্ম প্রভৃতি ফুলের গাছ বসান। ইহাতে ঐ রাস্তার লোকে উদ্যান মধ্যে বড় দেখিতে পায় না, কিন্তু ভিতরের লোক বাহিরে বেশ দেখিতে পায়। মাতার ঐ করুণ কথা শুনিয়া পুত্রের চক্ষু জলভারে টল টল করিতে লাগিল, পুত্র বলিল,—“মা অনেক দিন গত করিয়াছ, অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছ,—আর আবশ্যক নাই। আমি এখন যা উপার্জ্জন করিতে পারিব, তাহাতে কোন রকমে আমাদের মা বেটার চলিতে পারিবে। না পারে, আমি ভিক্ষা করিয়া আনিব, আর কষ্ট করিয়া থাকা চলে না, বুড়ো ভারি বজ্জাৎ; কাল আমার সামনে তোমাকে কতকগুলি গালাগালি যা দিলে,—শুনে আমার ইচ্ছা হ'ল এক ঘুঁসিতে বুড়োর মাথাটা ভেঙে দেই। কিন্তু তুমি রাগ করবে বলে তা করিনি।”

ব। দন্তে জিহ্বা দংশন করিয়া মস্তক নাড়িয়া বলিল,—“খবরদার, অমন কথা মনে আনিও না বাবা। বড় নিরাশ্রয়ে উনিই আশ্রয় দিয়াছেন, বড় বিপদে উনিই উদ্ধার করিয়াছেন—বড় ক্ষুধায় উনিই অন্ন দিয়া বাঁচাইয়াছেন, সাবধান! উঁহার অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা যেন কখনও অন্তরের এক কোণেও না জাগে।”

নি। তাতেই ত ক্ষমা করিয়া গিয়াছি, নতুবা আমার সামনে তোমাকে অমন কোরে গাল দেয়, তাকি আমি নীরবে সহিয়া যাই।

ব। কখন রে নির্ম্মল ?

নি। কাল সন্ধ্যাবেলায়। তুমি কোথায় গিয়েছিলে,—ব্যাটা ঘরে আসিয়া দেখিল, তুমি নাই, ঠাকুর জলখাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে,—দেখেই চটে লাল। যা মুখে এলো—তাই বলে তোমাকে গালাগালি পাড়ল, আর সেই পোড়া ভাত কাপড়ের খোঁটা। তোমাকে খেতে দিচ্চে, আমাকে খেতে দিচ্চে, এ বকুনি আর থামে না। এর মধ্যে আমি ঘরে আসিলাম,—ওমা! আমার উপরে একেবারে অঙ্গার। আমাকে বল্‌লে,—তোর মাকে নিয়ে দূর হয়ে চলে যাস্, আর থাকিয়া কাজ নাই।

ব। তুই কিছু উত্তর করিস্ নাইত?

নি। না; কোন উত্তর করি নাই কেবল তোমার ভয়ে। চল মা আর ভাল লাগে না, আমরা এখনই এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাই; এগ্রামে সুবিধা না হয়, গ্রামান্তরে গিয়া বাস করিব, যা হয় একটু লেখা পড়া ত শিখেছি, খাওয়া বাদে পাঁচটা টাকাও আনিতে পারিব। তাতেই তোমার চলিয়া যাইবে। না হয় যে প্রকারেই হয় চালাইতে পারিব।

ব। এই যে দুরবস্থা, এতে যে তোর সাহস টুকু—এই যে আশ্বস্ত বাক্য—এও ঐ বুড়োর কৃপায় পাইয়াছি। বুড়ো যদি তখন সাহায্য না করিত, এতদিন আমাদের অবস্থা যে কি প্রকার হইত, কে বলিতে পারে। যখন নিরাশ্রয়ে—নিতান্ত নিরুপায় কালে, উহার কৃপায় জীবন ধারণ করিয়াছি, তখন উহার সেবা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলে, আমাদের অধর্ম্ম হইবে এবং তাতে তোর অকল্যাণ হইতে পারে। তোর থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া সত্বরই তোকে কলিকাতায় পাঠাইবে বলিয়াছে, যদি কিছু লেখা পড়া শিখিতে পারিস্ বাবা; তাহা হ'লে আমরা স্বাধীন হব, তোর রোজগার দিয়া আমাদের দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে।

তারপর আরও কি বলিতে যাইতেছিল, সহসা তাহার দৃষ্টি রাস্তার

উপরে পড়িল এবং সমস্ত হৃৎপিণ্ডটা উল্টাইয়া পালটাইয়া অতি দ্রুতবেগে কম্পিত হইতে লাগিল। সেই জনহীন রাস্তা দিয়া তাহার কঙ্কালসার স্বামী, মন্থর গমনে চলিয়া যাইতেছিল। পরিধানের বসন মলিন, ছিন্ন ও উরুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, দৈর্ঘ্যহীন জন্য কোঁচা ও কাঁচা সামান্যাকারে প্রদত্ত। মস্তকে একখানা ফালি বস্ত্রখণ্ড জড়ান ছিল, বোধ হয়, সেই খানাই তাহার উত্তরীয়, ছত্র ও গামোছার কর্ম্ম করিত। পঙ্গু চলিয়া যাইতেছিল এবং এক একবার কঠোর দৃষ্টিতে মথুর বাবুর বাড়ীর দিকে চাহিতেছিল।

অনেক দিনের পরে দর্শন, একান্ত নিরাশার পর আশার সঞ্চার। সে মনে করিল, ছুটীয়া যাইয়া স্বামীর চরণে জড়াইয়া ধরে এবং সাধিয়া যাচিয়া ডাকিয়া আনে ; তারপরে বুঝাইয়া বলে, তুমি আর কতদিন এমনি থাকিবে কেন ? তুমি দেবতা হইয়া নরকে নিবাস করিতেছ ? ফিরে এস, দেবতা হও, দেখ তোমার পুত্র, তোমার স্ত্রী—তোমাবিহনে কি দুরবস্থায় পড়িয়া আছে। কিন্তু—সাহসে কুলাইল না। প্রহার করেন, বুক পাতিয়া সহ্য করিব, কিন্তু আমার সন্তানের সমক্ষে—বাড়ীর দাস দাসীর ও লোক জনের নিকটে আমাকে যদি অবিশ্বাসিনী কলঙ্কিনী এবং পিতৃতুল্য বৃদ্ধের নাম করিয়া অপবাদ ঘোষণা করেন, সে যে বড় বিপদের কথা হইবে। সে ডাকিতে পারিল না, আর পুত্রের সহিত কথা কহিতেও পারিল না—দাঁড়াইতেও পারিল না,—বসিয়া পড়িল। পুত্র মাতার এইরূপ ভাবান্তর দর্শনে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা ; হঠাৎ তুই অমন করছিস্ কেন ? হঠাৎ কি কোন অসুখ করিল ?"

ধ। না, বাবা ; অসুখ করে নাই। আগে দেখিয়া নে ; ঐ যে রাস্তা দিয়া লোকটি চলিয়া যাইতেছে, ঐ তোর বাপ।

নির্ম্মল চাহিয়া দেখিল, কিন্তু বেশ ভাল ভাবে দেখিতে না পাইয়া সে ছুটিয়া বাগানের উত্তর দিকে চলিয়া গেল এবং তাহার পিতাকে আদ্যোপান্ত

দেখিল,—বেশ করিয়া চিনিয়া রাখিল। তারপরে মাতার কাছে ছুটীয়া আসিয়া বলিল,—"মা ; বাবাকে ডেকে আনবো ? তুমি বুঝাইয়া বল ; আমি পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া দেখি, যদি তিনি আমাদের উপর দয়া করিয়া বাড়ী থাকেন।"

নির্ম্মল তাহার পিতাকে যদিও কখনও চোখে দেখে নাই, কিন্তু তাহার মায়ের নিকট পিতার চরিত্র, অবস্থা ও তাহাদের প্রতি দুর্ব্যবহারের কথা অনেক দিন শুনিয়াছে।

ব। না, বাবা ; পরের বাড়ী.—পাঁচজনের সম্মুখে সে কেলেঙ্কারিতে আর দরকার নাই। অবশেষে কি চুরি চামারি করিয়া লইয়া যাইবেন ও এখান হইতে পুলিস হাঙ্গামা জেল হইবে, দরকার নাই ; জীবিত আছেন, ইহাই দেখিয়া লইলাম, এই ভাল। যদি তোমার সঙ্গে কোন দিন কোন নির্জ্জন স্থানে দেখা হয়, বুঝাইতে চেষ্টা করিও।

তারপর মাতা পুত্রে যতক্ষণ পঞ্চুকে দেখা গেল, ততক্ষণ তাহার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

এই সময় রায়দের ছেলে শ্যামাপদ আসিয়া নির্ম্মলকে ডাকদিল, নির্ম্মল বাগান হইতে বাহির হইয়া তাহার সঙ্গে রাস্তার দিকে চলিয়া গেল এবং একটা বৈষ্ণবী স্কন্ধলম্ব ভিক্ষার ঝুলির উপর ডোরি চাপাইয়া বাহুর নীচে আনন্দ লহরী নামক বাদ্য যন্ত্রের তারে আঘাত করিয়া বাজাইতে বাজাইতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং ভিক্ষা প্রার্থনায় তদ্বিনিময়ে সকলকে একটি পুরাতন গান শুনাইতে লাগিল। সে গাহিতে লাগিল,—

"দেখলো সই, আমার শ্যাম নাগর বনে যায়।
বনে যায় চিকণ কালা, গলে বন ফুলের মালা
মোহন চূড়া বামে হেলা রাই বলে বাঁশী বাজায়।
পরিধানে পীতবাস, মুখে মৃদু মৃদু হাস।
পদনখে দ্বিজরাজ বিকাশ, কটাক্ষে ভুবন ভুলায়।"

নবম পরিচ্ছেদ

আর একটু গতি বৃদ্ধি হইল,—আর একলাফে সাত বৎসর অতিক্রম করিলাম। কলিকাতা মহানগরের শ্রী সম্পদ এখন যতদূর হইয়াছে, তখন ততদূর ছিল না।

তখন রাস্তার দুধারের খোলা নর্দ্দামা দিয়া জল ময়লা চলিয়া যাইত, রাস্তার উপরে দূরে দূরে কেরাসিনের আলো জ্বলিত, রাত্রে মশক দংশনে নিদ্রা যাইবার উপায় ছিলনা এবং মনুষ্যের গতাগতি জন্য রাস্তার দুই ধারে ফুটপাতও ছিল না।

শ্যামবাজারের খালের ধারের দিকে এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও এত দোকান পসারি এবং লোকের বাড়ী ছিলনা।

তখন নিদাঘ কাল। নৈদাঘী সন্ধ্যা অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে, রাত্রি প্রায় এক প্রহর। এই সময়ে একটি খর্ব্বকায় মানুষ রাস্তায় ঘুরিতে ছিল এবং আসে পাশে চারিদিকে চাহিয়া কি যেন খুঁজিতেছিল; সহসা সেখানে আর একজন আসিল, তাহার গতি স্খলিত, কিন্তু দ্রুত; বসনাদি অতি জঘন্য, নাহি বলিলেই হয়। মধ্য রাস্তায় উভয়েরই সাক্ষাৎ হইল; তাহাতে বুঝিতে পারা গেল, উভয়ে উভয়ের পরিচিত। যে এইমাত্র আসিল, সে পঞ্চু মাতাল। সে বলিল,—কি, হেমা খুড়ো যে দেখছি বাবা; সেই আমার শ্বশুর বাড়ী অর্থাৎ কিনা আলিপুর জেলের ভিতর অনেক দিন আগে একবার দেখা হয়েছিল, তারপরে এতদিন কোথা ছিলে বাপধন?

হে। আমি তার সাতদিন বাদেই চলে এসেছিলাম; তুই সেখানে কতদিন ছিলি বাবা পঞ্চু?

প। আরে, আমি ঘর জামা'য়ে, শ্বশুর বাড়ী প্রায় থাকি। ক্বচিৎ দুই একমাসের জন্যে বাইরের হাওয়া খেতে আসি। আমার শ্বাশুড়ী অর্থাৎ কিনা জেলের কম্বলগুলা আমাকে বুকে না নিয়ে রাত কাটাতে পারেন না। আর স্ত্রী-ধনী অর্থাৎ কিনা জেলের বেত গুলা আমার গাত্র স্পর্শ ব্যতীত সুখে রহেন না। কাজেই আমাকে শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর সেখানে ফিরতে হয়। যাক্ আপাততঃ কি খুঁজছ মাণিক; কিছু বাগাবার চেষ্টায় আছ নাকি? বলত একটু থেকে যাই।

হে। না, রে শালা, আজ যাত্রা ভাল। সন্ধ্যের সময় গেঁড়াতলার ঐ দিকে একটা বাঙাল পথিকের পকেট কেটে একটা টাকা আর তিনটে পয়সা পেয়েছিলাম; ও দিকে পুলিশের খর নজর; তাতেই এদিকে এসে মামার বাড়ী ঢুকেছিলাম; আট আনার মাল নিয়ে আট আনার পয়সা ফেরৎ চাহিলাম, মামাশালা বললে পয়সা নাই। বলে গেলাম,—রাখ, একটু বাদে এসেও আট আনার মাল নিয়ে যাব। এখন দোকানটা ঠাওরাতে পাচ্ছিনা পঞ্চু।

প। দূর ব্যাটা হতচ্ছাড়া, তুই একেবারেই মনুষ্য নামের বাহিরে। মামার হাতে পয়সা গেলে সেটা পাওয়া দুর্ঘট হয়। যাক্; সে দোকানটার সামনে কোন রকম চিহ্ন কোরে গিয়েছিলি কি ?

হে। ওরে তা না কোরে কি যাই বাবা; একটা কুলে রঙের ষাঁড় তার দোকানের সামনে ঘুমুচ্ছিল, সেই টাকেইত খুঁজছি তা পাচ্ছি না।

প। দূর ব্যাটা, মন্দোদরীর ছেলে হনুমান,—সে কি এখানে, সে ষাঁড়টা দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম বিডন্ ষ্ট্রীটের মোড়ে; ব্যাটা তুমি একেবারেই গিয়েছ। যদি দুই এক গ্লাস দিস্‌ত চল, তোর ষাঁড়ের কাছেই যাই।

হে। চলনা ভাই, ইয়ার মেরে কেউ কখনও খায়না; যারা জ্ঞানী মানুষ তারা কি না দিয়ে খায়; চল্।

তখন উভয়ে ফিরিয়া রাস্তা দিয়া দক্ষিণ মুখো চলিল ; হেমন্ত বেশ সুকণ্ঠ, সে চলিতে চলিতে গাহিতে গাহিতে গেল ;—

তারা ; কখন কি রঙ্গে থাক, যায়না কিছু বোঝা।
(তুমি ;) শুঁড়ি বাড়ীর বোতলে মদ, ময়রা বাড়ীর কড়াই ভাজা।
সরষে হোয়ে ছড়িয়ে পড়' পায়রা হয়ে খুঁটে তোলো ॥
(আবার) সাপ হয়ে কামড়াও তুমি, ঝাড় হয়ে ওঝা।
বলদ হয়ে লাঙ্গল টান, নায়েব হয়ে খাজনা আন ॥
ভিক্ষুক হয়ে ভিক্ষা মাঙ, বিচার কর হয়ে রাজা।
চোর হয়ে কর চুরি, দারোগা হয়ে পাঠাও শ্বশুর বাড়ী
(ওগো) বিচার কোরে তুমিই আবার তোমাকেই দাও সাজা।

ততক্ষণ আসিয়া ষাঁড় মহোদয় মাণিকতলা ষ্ট্রীটের মোড়ে একটি খাবারের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একখানা কদলী পত্র চর্ব্বণ করিতেছিলেন। ষাঁড় দর্শনে হারান আট আনার পয়সা,—ততোধিক আট আনার মগু প্রাপ্তির বিশেষ সম্ভাবনা বুঝিয়া, অতিশয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পঞ্চুর পৃষ্ঠদেশে, যথাসাধ্য বল প্রকাশে এক চপেটাঘাত করিয়া হেমন্ত বলিয়া উঠিল,—ভালারে বাবা পঞ্চু ইয়ার, তোর মত হুঁসিয়ার লোক খুব কমই আছে। আমি শালা এক বারে বেহুঁস আদমী ; কোথায় বা ষাঁড়, আর আমি মামার দোকান খুঁজছিলাম বা কোথায় গিয়া"।

তারপরে ষাঁড় যেখানে দাড়াইয়াছিল, তাহার পাশে গিয়া দেখিল, সে মদের দোকান নহে, খাবারের দোকান ; কিন্তু তাহার এমন জাজ্বল্যমান চিহ্ন কখনও ভুল হইতে পারে না।

হেমন্ত তখন দোকানের সন্নিকটে গিয়া বলিল,— কি বাবা, শুঁড়ি মামা; আট আনা পয়সার জন্যে এর মধ্যে ভেইল ফিরিয়ে বসেছ। ধন্যি কোলকাতা সহর যা হোক, এখানে পদে পদে মানুষ ঠকানর

চেষ্টা গো, ধর্ম্ম নাই—ধর্ম্ম নাই ; যাক্ বাবা দাঁড় ত আমার আট আনা ফিরিয়ে,—পয়সা থাকলে কত শালার দোকানে মদ পাব।”

দোকানদার দেখিল, তাহারা মাতাল এবং সমস্ত বিষয় জানিয়া বলিল,—“ষাঁড় নিদর্শন করিয়া পয়সা ছাড়িয়া দিয়া এসো ; ষাঁড় কি এক জায়গায় থাকে গা! সে সেখান হইতে উঠিয়া এঁইদিকে আসিয়াছে, খুঁজে দেখ ; ঐ দিকে কোথায় দোকান আছে।”

কিন্তু তাহারা কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না ; দোকানদার যে তাহাদিগকে প্রতারণা করিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ; তাহারা পয়সা আদায়ের জন্য দোকানদারকে প্রথমে কটূক্তি করিতে লাগিল ; তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে রাস্তার প্রস্তর টুকরা তুলিল, দোকানদার বিপদ গণিয়া পাহারাওয়ালা ডাকিল। পাহারাওয়ালা আসিয়া রুলের বাড়ি মারিয়া গলা ধাক্কা দিল। তখন তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া উত্তর মুখো চলিয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে পঞ্চু বলিল,—“তোর পয়সা আট আনা হারালি বাবা ; ঐ যে বলে,—‘ভাঙ্গা পা আকাশে ধায়’ তা মিছে নয়। ভাবলাম নেহাৎ একাদশীর মুখে অমাবস্যার পারণটা হয়ে যাবে, তা' হবে কেন! এখন একটা কথা শোন্ ; কোথাও কিছু বাগাতে না পারলে ত' আর চলছে না। এই পাড়ায় কোথায় নাকি বিয়ে হচ্চে ; যাবি ? ঢুকে গিয়ে দেখা যাক, অনেক মেয়ে মানুষ টানুষ যুটবে ; যদি কোন রকম কিছু বাগান যায় ; চল না খুব সুবিধে।”

হেমন্ত স্বীকার করিল ; তখন তাহারা উভয়ে স্খলিতপদে শ্যামবাজারের মোড় পর্য্যন্ত গিয়া একটু বামধারে পশ্চিম মুখো চলিয়া গেল। সেখানকার এক বর্দ্ধিষ্ণু কায়স্থ বাড়ী খুব ধুম ধামের সহিত বিবাহ হইতেছিল। উহারা উভয়ে ক্রমে ক্রমে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং অবকাশ বুঝিয়া ধীরে ধীরে একেবারে অন্দরে ঢুকিয়া পড়িল। তারপরে

যেখানে স্ত্রীআচার হইতেছিল, সেই খানে গিয়া দাঁড়াইল, অনেকে তাহাদিগকে দেখিতে পাইল; কিন্তু কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিলনা; কে জিজ্ঞাসা করিবে? যাহারা নবাগত কুটুম্ব কুটুম্বিনী, তাহারা ভাবিল এই বাড়ীর ভৃত্য হইবে; আবার বাড়ীর লোক ভাবিল. কোন কুটুম্ব কুটুম্বিনীর ছেলে মেয়ে রাখিবার ভৃত্য হইবে; সুতরাং কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক জ্ঞান করিলনা। একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া সুন্দরী কিশোরী গৃহ হইতে বাহির হইয়া কি লইয়া যেখানে স্ত্রীআচারের আনন্দ স্রোত বহিতেছিল, তথায় গমন করিতেছিল। তাহার গাত্রে অনেক স্বর্ণালঙ্কার ছিল; অবসর বুঝিয়া পঞ্চু গিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া হস্তস্থ সোণার কঙ্কণ টানিয়া লইয়া ছুটীয়া পশ্চাদ্দ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িল; হেমন্তও তাহার সঙ্গে ভোঁ দৌড় দিল; কিশোরী চীৎকার করিয়া উঠিল।

দশম পরিচ্ছেদ

কিশোরীর চীৎকারে সেখানে একটা ভারি সোর গোল পড়িল ; বহু নর নারী তাহার সন্নিকটস্থ হইল এবং শুনিল, তাহার হাতের সোণার কঙ্কণ ছিনাইয়া লইয়া কে পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু অধিক লোকের চিত্ত বড় সে দিকে আকৃষ্ট হইল না ; কেননা বিবাহের লগ্ন ভ্রষ্ট হয়—পুরোহিত ও বরকর্ত্তা বাহির হইতে 'লগ্ন ভ্রষ্ট হয়' বলিয়া পুনঃ পুনঃ হাঁক দিতেছিলেন। স্ত্রী-আচার সমাধা করিয়া শীঘ্রই বর কন্যা পাঠাইতে হইবে। যে দিকে বর যাত্রিগণ আহার করিতে বসিয়াছে, ত্রুটি হইলে উঠিয়া যাইবে ; সুতরাং চোরের অনুসন্ধানে তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করা বড় অধিক লোকের সম্ভব হইল না ; কেবল কয়েক মুহূর্ত্ত একটু সোর গোল হইয়া সকলেই বিবাহ কার্য্যে যেমন লিপ্ত ছিলেন, তেমনই থাকিলেন। জন চারি পাঁচ লোকমাত্র চোরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছিল ; তাহাদের মধ্যে একজন আমাদের পরিচিত,—নির্ম্মল চন্দ্র দত্ত।

নির্ম্মল এখন বালক নহে, অষ্টাদশ বর্ষীয় হৃষ্ট পুষ্ট যুবক। সে রিপন কলেজে বি,এ পড়িতেছিল, যাহার কঙ্কণ চুরী হইয়াছিল, সে তাহার পরিচিতা। কেমন করিয়া কোথা দিয়া কোন গুণে পরিচিতা তাহা পরে বলিতেছি। আগে চোরের অনুসরণ করিয়া তাহার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই বলিব।

নির্ম্মল কন্যার বাড়ীতে নিমন্ত্রণে আসিয়াছিল এবং তখন বরযাত্রী দিগের পরিবেশন কার্য্যে পরিলিপ্ত ছিল। কিন্তু যখন ঐ চুরির ঘটনা জানিতে পারিল, তখন সে চোরের নিকট হইতে ঐ কঙ্কণ কাড়িয়া আনা বা চোরকে ধৃত করা প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিল,

সুতরাং সে তন্মুহূর্ত্তেই পশ্চাদ্দ্বার দিয়া চোরের অনুসন্ধানে উর্দ্ধশ্বাসে

পঞ্চু ছুটিল বেলগেছিয়া রাস্তা ধরিয়া : হেমন্তও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতেছিল ; সে দিকের ঘন জঙ্গলে লোকের গতাগতি বড় নাই। নগরের আলোক স্তম্ভও ছিলনা ; তবে শুক্ল পক্ষ বলিয়া চাঁদের আলোতে প্রায় সর্ব্বত্র আলোকিত ছিল, যেখানে অতি ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষাদি ছিল, সেই খানে মাত্র অন্ধকার। দৌড়িতে দৌড়িতে পঞ্চু ও হেমন্ত পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। দেখিল, তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ লোক ছুটিতেছে, বড় অধিক দূরে নহে : এই ধরেত—এই ধরে। তখন তাহারা আরও প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল। নির্ম্মল তাহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিল। যৌবনবলদৃপ্ত নির্ম্মল সমান উৎসাহে দৌড়িতে লাগিল।

তস্করদ্বয় আরও খানিক যাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তখন মনে করিল, এমন ভাবে দৌড়িলে উহার সঙ্গে পারা যাইবে না। তখন তাহারা দৌড়িতে দৌড়িতেই বলাবলি করিল,—ডাইনে বাঁয় দুইজন দুই দিকে দৌড় দি, শালা কোন দিকে যায় দেখা যাক্ ; হেমন্ত বামের জঙ্গলাভিমুখে ছুটিল ; কঙ্কণ ছিল পঞ্চুর নিকটে।

বাস্তবিক তাহাদের দুইজনের দুইদিক গতিতে নির্ম্মল চিন্তিত হইল ! কাহার নিকট কঙ্কণ আছে,—কাহার অনুসরণ সে করে। তারপরে ভাবিল, একজনের দিকে যাই, একজনকে ধৃত করিতে পারিলেই কঙ্কণ অনুসন্ধান হইবে ; অপর জনও ধরা পড়িবে। সে একটু দাঁড়াইয়া দক্ষিণে বামে দুই দিকেই একবার চকিতে চাহিয়া লইল। দেখিল, বামদিকে ক্রমশই অতি ঘন জঙ্গল। দক্ষিণ দিকে কিঞ্চিৎ কম, এবং কলিকাতার দিকে যাওয়া যাইবে, সে তাই দক্ষিণেই ছুটিল।

এখন যেখানে সার্কুলার রোড হইয়াছে, তখন সে দিকে খানিক জঙ্গল ছিল, সামান্য একটি রাস্তা কিয়দ্দূর যাইয়া সারকুলার রোডে মিশিয়াছে। পঞ্চু সেই পথেই দৌড়িতে ছিল, কিন্তু সে আর পারে না। একে বয়স হইয়াছে, তার উপরে অত্যাচারে অত্যাচারে তাহার শরীরে বড় অধিক শক্তি ছিল না। এতদূর যে দৌড়িয়া আসিয়াছে, সে নিতান্ত অভ্যাসের গুণে ও দমভরে। সেই সময় একটা কিসে হুঁচট খাইয়া সে পথের উপর পড়িয়া গেল, আর উঠিতে পারিল না। ততক্ষণে নির্ম্মল তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল; দেখিল সে সম্পূর্ণ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। জ্যোৎস্নালোকে আরও দেখিল, তাহার বাম হস্ত-তলে একখানি তীক্ষ্ণ ধার ছোরা রহিয়াছে; সে এদিক ওদিক না করিয়া, তৎক্ষণাৎ ছোরা খানি তুলিয়া লইল; তারপরে কঙ্কণের অনুসন্ধান করিতে লাগিল; অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিল, কঙ্কণ গাছটি তাহার পরিধেয় ছিন্ন বসনের অগ্রভাগে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু নির্ম্মল সে মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিয়া উঠিল; কঙ্কণ গাছটি তখনই খুলিয়া লইল বটে, কিন্তু সে আর চলিয়া যাইতে পারিল না; একি দৃশ্য দেখিল, একে তাহার বাপ! সেই উদ্যানে তাহার মা যাহাকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন—পিতা বলিয়া চিনাইয়া দিয়াছিলেন—ইনি যে তিনিই।

ইঁহাকে আর একদিন দেখিয়াছিল, সে কাঁচড়া পাড়ার রথের বাজারে। তাহার মনে হইল, আমার মরণই মঙ্গল; পিতা যাহার এমন,—তাহার বাঁচিয়া লাভ কি? মনুষ্য বলিয়া তাহার পরিচয় দিবার প্রয়োজন কি? যাক্ এখন সে করেই বা কি? বড় ম্রিয়মাণ হইল। তারপরে পঞ্চুকে তুলিয়া বসাইল; দেখিল, দমভরে পড়িয়া সে প্রায় মরার মত হইয়া গিয়াছে, এখনও অজ্ঞান—কাঠের মত শক্ত, কেবল প্রাণটা একটু ধুক্ ধুক্ করিতেছে মাত্র। তাঁহাকে জঙ্গলের দিকে ক্রোড়ে করিয়া

তুলিয়া লইয়া গেল। সেখানে নামাইল, শয়ন করাইয়া রাখিল। তখনও জ্ঞান হইল না; তবে নিশ্বাস প্রায় অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, এখন একটু ভাল ভাবে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে কয়েকটা গাছের শাখা ভাঙ্গিয়া আনিয়া তাহার পত্র দ্বারা বাতাস করিতে লাগিল। আরও অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, তারপরে পঞ্চুর জ্ঞান হইল। পঞ্চু নিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল, তাহার বহুদিনের অভ্যস্ত মত্ততাজড়িত স্বরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তুমি বাপধন; আমার শ্বশুর-বাড়ীর লোক নাকি, জামাই নিতে এসেছ শালা?"

নির্ম্মল বলিল,—"নারে, বাপু; তোমার শশুর বাড়ী কোথায় জানিনা: আমি বিবাহ-বাড়ীর লোক; কঙ্কণ চুরী করিয়া পালাইতে ছিলে, ধরিয়াছি।"

প। সে গাছটা বুঝি গেড়া সাং করিছিস্‌রে শালা! কৈ আমার ছোরা খানাও বুঝি হাতিয়েছিস্! যা শালা; তোর কপালের খুব জোর,—তুই আমার পাছে পাছে দৌড়ে আসছিলি না? আমি মনে করেছিলাম, এই জঙ্গলের দিকে এসেই ফিরে দাঁড়াব এবং তুই নিকটে এলেই ঐ ছুরী খানা দিয়ে তোর ভুঁড়িটা হস্‌কে বার করে দেব। এখন খসে পড়; কিন্তু কঙ্কণ গাছটা নিয়ে বড় ভাল করিলে না; বড় আশায় ছাই দিলে; আমাকে যেমন মনের কষ্ট দিলে, বাবা গাজিপির তোকে তেমনই কষ্ট দেবেন। কিন্তু যদি আমারে নেহাৎ পক্ষে একটি টাকা দিয়ে যাও মাণিক, আমি গাজির বেটা—মহারাজ বশিষ্ঠ মুনিকে বলে কয়ে তোর শাপ উদ্ধার করে দেব, তুই সুখে থাকবি।

নি। আমার নিকট যদি সত্য করিয়া বলিতে পার, সেই টাকাটা তুমি কি করিবে, তাহা হইলে দিতে পারি।

প। তুমি দেখছি নেহাৎ পশুর ব্যাটা পশু; টাকা নিয়ে লোকে

করে কি,—মদ খায়, গাঁজা খায় এইত; ব্যবস্থা শাস্ত্রে লেখা আছে,—পিত্তা পিত্তা পুনঃ পিত্তা—আর মনে এলোনা বাবা, ছোট কালে পড়েছিলাম;—সব ভুলে মেরে দিইচি জানিস। আসল কথা আজ তিন দিন থেকে একটু মদ পেটে পড়েনি, কাজেই ভিক্ষেয় সিক্ষেয় দুটো ভাত পেলেও তাতে রুচি হয়নি। দে বাপ ধন, একটা টাকা বাজার রাজার মত সেকন্দর বাদশার জামাইয়ের মত ফেলে দিয়ে, তোর কঙ্কণ নিয়ে চলে যা।

নি। আমি তোমাকে পুলিশে ধরাইয়া দিব।

প। আরে ব্যাটা হতচ্ছাড়া অবোধ বালক অভিমন্যু,—তাতে তোর লাভ কি হবে?

নি। তোমার চরিত্র শোধরাবে,—আর যদি তোমার স্ত্রী পুত্র থাকে, উপকার হইবে।

প। দুটোই তোমার ভুল বিশ্বাস। জেল আমার শ্বশুর বাড়ী, আজীবন কাল সেখানে যাতায়াত করে দাড়ী পাকিয়েছি। তোমার বিয়ে হয়েছে গোপাল? শ্বশুর বাড়ীর সুখ তুমি বোধ হয় জান; জেলেও আমার তেমনি সুখ। কেবল একটির অভাব,—স্বাধীনতা থাকে না; আর একটু আধটু মদ পাওয়া যায়না; তা চাঁদ বণিকের ছেলে বাপ কৃষ্ণধন; তুমিও নিশ্চয়ই অবগত আছ ও জিনিষ দুটা তোমার শ্বশুর বাড়ী ও মিলেনা; শাশুড়ী যে কাতে শোয়ান, সেই কাতেই শুতে হয়; আর শেষের কথা যা বল্লে তাদের উপায় তারা করে নিয়েছে; এক বুড়োর সঙ্গে আমার বৌটা মিলে গিয়ে ছেলেটাকে হেতো ছেলে বানিয়ে দিয়ে সুখে আছে। আমি মাতাল—আমি পশু—আমি জ্ঞানহীন—আমি রাবণের ব্যাটা রাজা দুর্য্যোধন, অথবা অনিরুদ্ধের ছেলে জয়নাল ফকির; আমার সাহায্য তারা চায়না—আর আমি তাদের সাহায্য করবই বা কি করে?

নির্ম্মল অনুভব করিল, বহুদিনের মদ্যপায়ী পশুভাবাপন্ন তাহার পিতার যেন শেষের কথা কয়টি বলিতে বড় কষ্ট হইয়াছে। আর তাহার সে কথা শুনিয়া তাহার হৃৎপিণ্ড হইতে যেন কোন অগ্নি শিখা বাহির হইয়া, তাহার সমস্ত মস্তিষ্কটুকু জ্বালাইয়া পোড়াইয়া খাক্ করিয়া তুলিতেছে। সে যেন সে আগুনে দগ্ধ হইয়া এখনই পাংশুস্তূপে পরিণত হইবে। কিন্তু অচিরাৎ তাহার মাতার মুখ মনে পড়িল,—সর্ব্বাঙ্গ মনে পড়িল, সে সরল—সে শান্তিময়ী প্রতিমা পুণ্যের করুণোজ্জ্বল লাবণ্য মনে পড়িল; যেন তাহার মনে হইল, তাহার মা আসিয়া কোন পুণ্য খাদের জল তুলিয়া, শান্তি মন্ত্রে সে জল পড়িয়া তাহার মস্তকে ঢালিয়া দিলেন! আগুন নিবিয়া গেল,—হৃৎপিণ্ডের গতি আসিল—মন স্থির হইল।

নির্ম্মল ভাবিল,—বাবাকে আমার পরিচয় দিয়া তাঁহাকে সাধিয়া যাচিয়া দেখিব কি! যদি তিনি আমার উপর স্নেহ করুণা করিয়া এই নরক রাজ্য হইতে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু পুনরায় মনে করিল, তাঁহার মনে যে খট্‌কা লাগিয়াছে, এই মাত্র যাহা বলিলেন, তাহাতে তিনি সহজে আমার উপর সদয় ব্যবহার করিবেন এমন বোধ হয়না। অধিকন্তু বহুদিনের অভ্যাস এক দণ্ডের কথায় পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। হইবার মধ্যে এই হইবে যে, তাঁহাকে পুলিশে ধরিয়া লইয়া যাইবে,—জেল খাটিবেন। অতএব বর্ত্তমানে তাঁহাকে কিছু দিবার প্রলোভন দেখাইয়া আজ আমি চলিয়া যাই।

এই সময় পঞ্চু বলিল,—"কি যাদু, ভাবচ; কি নগদ বিদেয় দেবে; না শ্বশুর বাড়ী পাঠাবে?"

নি। তোমার মত চোরকে কখনই ছাড়া যায়না।

প। তবে নাও, কাঁধে করে নাও; এর তিরসীমায়ও তোমার পুলিশবাবা নাই; ছোরা খানা আমার হাতে থাক্‌লে, এতক্ষণ কথা কইতে হতনা রে কালাচাঁদ। কি বলব, সেখানা আগেই বাগিয়ে নিয়েছিস্,

তোর চেহারাটা যেমন কোমল, কথা গুলো যেমন মিষ্টি মিষ্টি প্রাণটা তেমন সাদা নয়। একটু একটু মদ খেয়ো,—জানলিরে মানিকপীরির ব্যাটা খোদাবক্স; মদ খেলে প্রাণটা বেশ সাদা হবে।

নি। তোমাকে জেলে দিলে সমাজের উপকার হবে।

প। কি উপকার বাপধন?

নি। চুরি থামিয়া যাবে দুষ্ক্রিয়া রহিত হবে।

প। বা রে, সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ মহারাজ কালাপাহাড়; তোমারে দেখছি শাস্ত্র জ্ঞান'ও যেমন, সমাজ তত্ত্বে অধিকার আবার তার চেয়েও বেশী। আরে মুখ্য;—জগতে কি পঙ্কু একটা! অসীম অনন্ত রাজ্যমধ্যে সহস্র সহস্র পঙ্কু বিরাজিত। তবে আমার মত পেটী মাতাল, আর ছিঁছকে চোর ধরা পড়ে জেলে যায়, আর লোকের ঘৃণার ভাজন হয়। যারা ঘরে বসে লম্বা কোঁচা ঝুলিয়ে বা হ্যাট কোট পোরে আমাদের চেয়েও অধিক, পাপ করছে তারা কোন দোষেই দোষী নয়। যাক্ এখন বকুনি ভাল লাগছেনা। যাত্রাটাই আজকের ভাল নয়। যা করিবে একখানা করে ফেল।

নি। একটা কথা বলব?

প। কত কথাই ত বললে মাণিক; আর কি বল্‌তে বাকি আছে বল।

নি। তুমি কি এপথ ছাড়তে পারনা?

পঙ্কু তাহার মদ মত্ত বহুদিনের জড়িত আঁখির ক্ষীণ দৃষ্টিতে সেই চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইল, বলিতে বলিতে যুবকের মুখে যেন কোন এক স্বর্গীয় লাবণ্য, আর আকুল আকাঙ্ক্ষার দীপ্তি ভাসিয়া গেল। তাহার যেন বোধ হইল, তাহার বড় নিষ্ঠুর—বড় জ্ঞান হীন—বড় সদবৃত্তি হারান চিত্তটাকে সে একমুহূর্ত্তে কোন ব্রহ্মার কমণ্ডলু-নিঃসৃত সুধা-সিক্ত

বারি দ্বারা ধৌত করিয়া দিয়াছে এবং নৈমিষারণ্যের কোন যাজ্ঞিক ঋষির হোম ঘৃত মাখা অঙ্গুলির অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা আকর্ষণ করিয়া লইতেছে। সে বলিল,—"আমি এ পথ ছাড়িলে তোমার কি হবে ?"

নি। আমি সুখী হ'ব।

প। বলিতে পার ; কেন তুমি সুখী হবে ?

নি। তা জানি না, তা বলিতে পারিব না কেন সুখী হইব।

প। না, না ; আমি এ পথ ছাড়িতে পারিব না, যাহা মানুষের অভ্যস্ত হইয়া যায়, তাহা ছাড়িতে পারে না, আমি নিজেই কতদিন ভাবিয়াছি এপথ ত্যাগ করিনা কেন, পারিনা একাদিক্রমে দুই এক বৎসর জেলে থাকিয়া যখন বাহির হইয়াছি তখনও ভাবিয়াছি, এতদিন মদ খাই নাই আর খাইবনা ; কিন্তু কে জানে, বাহিরে আসিলেই থাকিতে পারিনা আবার খাই, আবার গাঁট কাটী আবার চুরি করি, আবার জেলে যাই, জানচে ; মানুষের চেষ্টায় বড় কিছু হয়না যার যেমন অদৃষ্ট তাকে তেমনি পথে নিয়ে যায়! তুই এখন কোথায় যাবি ? তোর উপর আমার একটু মায়া পোড়েছে বুঝলি ; এদিকটা জায়গা বড় ভাল নয়, এসব জঙ্গলের মধ্যে বুনো শুয়োর আর বাঘ থাকে, রাত ও বোধ হয় শেষ হয়ে উঠেছে।

নি। আমি চলে যাব, আমি বড় ভয় করিনা, তুমি কি করবে এখন ?

প। যদি একটা টাকা দিয়ে যাস্ ; কোলকাতায় উপস্থিত হয়ে ভোরের বেলার গঙ্গা স্নান করে, একটু মদ আর দুটো মুড়ী খেয়ে প্রাণটা ঠাণ্ডা করি। দেখ দেখি বাবা ট্যাকে কিছু আছে কিনা, আর নদি আমার মত গড়ের মাঠ হয় খসে পড়।

নির্ম্মল অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিল, তারপরে সে কোটের অভ্যন্তরস্থ

পকেটে হাত দিয়া একখানি রুমাল বাহির করিল এবং তাহার এক কোনে তিনটী টাকা ও একটি সিকি বাঁধা ছিল, তাহা হইতে একটি টাকা তুলিয়া পঙ্কুর হাতে যেমন দিতে গেল,—পঙ্কু মুহূর্ত্তে একবার এদিক ওদিক তাকাইয়া চিলের মত ছোঁ দিয়া রুমাল সমেত টাকা কয়টী কাড়িয়া লইয়া ভোঁ দৌড় দিল এবং জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

নির্ম্মল নিতান্ত ব্যথিত হইল। কিন্তু উঠিল না,—আর তাহার পশ্চাৎ অনুসরণও করিল না, সেখানে বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল,—হায় বাবার বুঝি উদ্ধারের আর উপায় নাই। এই মাত্র তিনি যেরূপ ভাবে কথা কহিলেন, তাহাতে মনে করিতেছিলাম, কিছুদিন যত্ন করিলে, বাহিরে বাহিরে কিছু দিন সদুপদেশ দিলে, বুঝি তিনি ফিরিতে পারেন; কিন্তু এখন বুঝিলাম, আমার সে আশা দুরাশা মাত্র; তাহার চিত্ত বৃত্তি একেবারেই নরকের শেষস্তরে প্রথিত হইয়া অনেক মূল বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। একটি টাকা চাহিলেন, আমি দিতে গেলাম, আমার নিকট হইতে সব কাড়িয়া লইয়া ছুটীয়া পলাইলেন, ইহাতেই বোঝা যাইতেছে, সমাজে উঠিলে, গৃহে ফিরিলে, তিনি ঠিক থাকিতে পারিবেন না। তবে আমার চেষ্টা আমি করিব, অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই ঘটিবে। কিন্তু আবার উহার সাক্ষাৎ পাইব কোথায়? উনি লুকাইয়া চলেন, অসৎ সমাজে—কোন দুষ্টদলে মিশিয়া কোন জায়গায় বাস করেন। তারপর সে উঠিয়া সোণার কঙ্কণ গাছটি বুকের পকেটে পুরিয়া লইয়া পিতৃ হস্তবিধৃত ছোরা খানি সেই জঙ্গলের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া পশ্চিমাভিমুখে সহরের মধ্যে চলিয়া গেল।

প্রায় আধ ঘণ্টা সময় পথ চলিয়া যেখানে উপস্থিত হইল, সে বর্ত্তমান সুকিয়া ষ্ট্রীট; উত্তরে দিকে রাজা রামমোহন রায়ের বাড়ী।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাস্তায় আসিয়া নির্ম্মল যখন স্থান নির্দ্দেশে সক্ষম হইল, তখন একবার আকাশের দিকে কয়েকবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল, আকাশের কৃষ্ণ নবমীর চন্দ্র তখন ভাগীরথীর অপর পার হইতে অস্ত যাইতে বসিয়াছেন, আর তত্তীরস্থ কল বাড়ী হইতে কুলি ডাকিবার আওয়াজ সকল উঠিয়া পড়িয়াছে, রাত্রির বাতাস শীতল ও পাতলা হইয়াছে, নির্ম্মল মনে করিল, পুনরায় বিবাহ বাড়ী যাইতে হইলে, প্রায় দুই মাইল পথ যাইতে হইবে, কাজেই এখন ততদূর যাওয়া সম্ভবপর নহে, পাথুরিয়া ঘাটায় তাহারা বাসা, সেটা অপেক্ষাকৃত কম দূর। অতএব এখন সে শয়ন করিবে এবং প্রত্যুষে গিয়া বিবাহ বাড়ী কঙ্কণ পহুঁছিয়া দিবে। তখন সে পাথুরিয়া ঘাটা অভিমুখে চলিতে লাগিল, যখন বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট বহিয়া মাণিকতলা ষ্ট্রীটের মধ্য দিয়া রাম বাগানের প্রসিদ্ধ বেশ্যা পল্লীর সোজা পথ ধরিয়া পুনরায় মাণিকতলা ষ্ট্রীটের উপর পড়িয়াছে, ঠিক সেঁই সময় ঘাটীর পাহারাওয়ালা আসিয়া তাহার পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল এবং জিজ্ঞাসা করিল,—"তোম্ কোন হ্যায় ?"

নির্ভয়ে নির্ম্মল উত্তর করিল,—"হাম্‌তো একঠো আদমী হ্যায়, তোমারা মালুম হোতা নেই ?"

পা। তোম মাতাল হ্যায়।

নি। বহুত আচ্ছা।

পা। বাবু সাহেব থোড়া বখসিস্ দেলায়ে দেও।

নি। হামারা লেড়কাকো, যব সাদী হোগা, তব বখসিস্ মিলেগা।

পা। তোম্ চোট্টা হ্যায়।

নি। সাচ্চা বাত বোলতা হ্যায়। তোম্ কেয়ছো জানেগা হাম্ চোট্টা হ্যায়। ছোট্টা মুমে বড়ী বাত পুছাতাহেঁ কাঁহে পাহারাওয়ালা সাহেব? হাম্ ভদ্দর আদমী থা, তোম্ ইসমফিক বাত বোল্‌নেকা হ্যাচ্চেগা নেই।

পা। হাঃ, হাঃ, তোম্ আল্‌বৎ চোট্টা হ্যায়; দেখলাও তোমারা জামা কাপড়বি হাম্ দেখে গা। সাচ্ বোলতাহেঁ, কোন বেশ্যা বিবিকো কুছবি অলঙ্কার চুরী করনেকো তোম্ বেদম্ চল যাতে থে। নেই দেখ্‌লাও, হাম্ বি তোম্‌কো পাকড়সে থানামে লে যাঙ্গে।

নির্ম্মল চিন্তিত হইল তাহার নিকট টাকা পয়সাও কিছু নাই যে পাহারাওয়ালাকে তাহা দিয়া গোল মিটায়। যদি পাহারাওয়ালা তাহার কাপড় চোপড় অনুসন্ধান করিয়া দেখে, বা থানায় লইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পকেট হইতে একগাছি সোণারকঙ্কণ বাহির হইবে। চোর ধরিয়া কাড়িয়া লইয়া আসিয়াছি, একথা বলিলে যদি কেহ বিশ্বাস না করে, তখন কি আমি চোর হইব! সে আপাততঃ অব্যাহতি পাইবার জন্য যৌবনদৃপ্ত সমুদ্ধত প্রকৃতি বলে পাহারা-ওয়ালার চিবুকে দৃঢ়মুষ্টিতে পুনঃ পুনঃ দুই তিনটী ঘুঁসি লাগাইল এবং প্রাণপণে রাস্তা দিয়া ছুটিল। পশ্চিম দেশীয় দৃঢ়কায় পাহারাওয়ালা সে মুষ্ট্যাঘাত সহ্য করিয়া লইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল এবং "চোট্টা আদমী ভাগতা হ্যায়, পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, তত‌রাত্রে রাস্তায় পথিক বা অপর লোকজন ছিলনা, কাজেই তাহা বড় জুটীল না, বীডন গার্ডেনের পার্শ্বে, চিৎপুর রোডে ও আসে পাশে যে সকল পাহারাওয়ালা ছিল, তাহারা সকলেই ছুটিল, কেহ পলায়মান নির্ম্মলের সম্মুখে আসিল, কেহ পার্শ্ব হইতে আক্রমণ করিল, কেহ কেহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল, তখন সে মাণিকতলার রাস্তার

শেষ সীমায় উপস্থিত হইল সেই সময় এক পাহারাওয়ালা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। নির্ম্মল হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে ধর কেন?"

একজন পাহারাওয়ালা তাহার গায়ের জামা খুলিয়া ফেলিল এবং তাহার বাহির ও ভিতর পকেট অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, বুক পকেটের ভিতর হইতে সোণার কঙ্কণ গাছটি বাহির হইয়া পড়িল, যে ধরিল সে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি এ কাহার কোথা হইতে চুরি করিয়া আনিলে।"

নির্ম্মল কথা কহিলনা, যে পশ্চাৎ তাড়াইয়া আসিয়াছিল, সে রুল তুলিয়া মারিতে যাইতেছিল, একজন বৃদ্ধ পাহারাওয়ালা নিষেধ করিল, সকলে বলিয়া দিল, লইয়া থানায় যাও, মার ধোর করিওনা বিপদ আছে।

প্রহারোদ্যত পাহারাওয়ালা সাহেব নিবৃত্ত হইল; তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল কুমারটুলির থানায়। পুলিশ কর্ম্মচারিগণ তখন নিদ্রা যাইতেছিলেন, যাঁহার উপর অফিসের ভার ছিল, তিনি নিম্নতলার একটা গৃহে নিদ্রা যাইতেছিলেন, ডাকা হাঁকিতে উঠিয়া বসিয়া ব্যাপার কি জানিয়া লইলেন, তারপরে কঙ্কণ গাছটী নিজের কাছে রাখিয়া নির্ম্মলকে হাজত গৃহে রাখিতে অনুমতি করিলেন এবং আবার শুইয়া পড়িয়া নিদ্রিত হইলেন।

অনুমতি মতে কার্য্য হইল, থানার দুইজন কনেষ্টবল হাজত ঘরে লইয়া গিয়া নির্ম্মলকে তাহার মধ্যে পুরিয়া রাখিল এবং দুয়ারের চাবি বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

নির্ম্মল সেখানে তখন একা। সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, কি করিতে গিয়া কি ঘটাইলাম, মানুষ ভাবে এক, ঘটনাচক্রে ঘটিয়া যায় আর। কোথায় কনক কুমারীর কঙ্কণ উদ্ধার করিয়া তাহার

নিকট যশস্বী হইব, তাহার পিতা মাতার অনুগ্রহ লাভ করিব, এই আশা বুকে বাঁধিয়া এই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া চোরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া ছিলাম, কিন্তু ঘটিল কি সেই কঙ্কণ চুরী করা! বলিয়া ধৃত হইলাম,—চোর হইলাম, ইহার চেয়ে আমার মরণই কি মঙ্গল জনক নহে? কিন্তু মরিলেও আমার আত্মা বুঝি শান্তি লাভ করিতে পারিবেনা, লোকে বলিবে আমি পলাইতেছিলাম, রাস্তায় পুলিশের নিকট ধরা পড়িয়া জেলের ভয়ে,—কলঙ্কের ভয়ে আত্মহত্যা করিয়াছি. লোকেও ইহা ভাবিবে, আর কনক কুমারীও ইহাই ভাবিবে। আমার আত্মা যদি সে ভাবনা জানিতে পারে, তবে যেখানেই থাকুক নিদারুণ অশান্তি ভোগ করিবে, কিন্তু এখন উপায় কি: মথুর বাবু প্রাণপণে অর্থব্যয় করিয়া আমায় শিক্ষা দিতেছেন, আমি বিদ্বান হইব—বড় চাকুরে হইব, তিনি দেখিয়া সুখী হইবেন, আর চিরদুঃখিনী—চির কাঙালিনী মা যে শুধু আমারই মুখ পানে চাহিয়া পরের দাসীবৃত্তি করিয়া আমাকে মানুষ করিতেছেন,—তিনি যে বড় আশা করিয়া আমাকে মানুষ করিতেছেন,—তিনি যে বড় আশা করিয়া আছেন আমি লেখা পড়ার শিক্ষা শেষ করিয়া বড় চাকুরে হইব, মাসে মাসে অনেক টাকা রোজগার করিব, তিনি সুখী হইবেন হা অদৃষ্ট;—যখন তিনি শুনিবেন, আমি চুরী করিয়া জেলে গিয়াছি, তখন তিনি কি মনে করিবেন? মনে করিবেন, আমি পিতারই উপযুক্ত পুত্র পিতা বি, এ পাশ করিয়া মাতাল চোর এবং চির কারাবাসী আমিও কোথায় আর দুইমাস আগে বি, এ পরীক্ষা দিয়াছি, খবর পাইব পাশের তাহা না চুরী করিয়া জেলে চলিলাম, কোথায় মা আমাকে লইয়া সুখী হইবেন, তাহা না হইয়া মার বুকে আরও আগুন জ্বালিয়া দিলাম, ভগবান আমাকে একি বিপদে ফেলিলেন। চক্রধারী; তোমার এ কোন চক্র

সে শুনিতে পাইল, থানা বাড়ীর ঘড়িতে—ঠং ঠং করিয়া পাঁচটা বাজিয়া গেল, বুঝিল ভোর হইয়াছে এবং অচিরাৎ রাস্তায় গম্যমান জন-কোলাহল তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইল, ইহার আর ও দুই তিন ঘণ্টার পরে একতাড়া চাবী লইয়া একজন কনষ্টবল হাজত ঘরের দরোজা খুলিয়া ফেলিল এবং নির্ম্মলকে লইয়া থানার অফিস গৃহে চলিয়া গেল।

অফিসের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ইনসপেক্টার বাবু অফিস ঘরে আসিয়া উপবেশন করিয়াছেন এবং তাঁহার রাইটার প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত হইয়াছে, কনষ্টবল নির্ম্মলকে আনিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড় করাইল। ইনসপেক্টার বাবু একবার তাহার পা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার নাম কি?"

নি। নির্ম্মল চন্দ্র দত্ত।

ই। বাড়ী কোথায়? এই কলিকাতায় কি; না বাহিরে।?

নি। বাড়ী মফস্বলে, কলিকাতায় থাকি।

ই। কি কর? বেশ্যা বাড়ী যাওয়া এবং চুরী করা ইহাই এখানকার কাজ, না অপর কোন বৃত্তি আছে? মদ টুকু আসটুক ত চলেই বুঝতে পারছি, কোকেন ও খুব চালাও কেমন?

নি। যখন চুরী করিয়া ধরা পড়িয়াছি, তখন যাহা বলিবেন সমস্ত সহ্য করিব বৈকি?

ই। কোন হতভাগিনী বেশ্যার দফা সারিয়া পলাইতেছিলে 'সাইডিয়ার?'

নি। না, না, কোন বেশ্যার ইহা নহে। পবিত্র বংশোদ্ভব ভদ্র কন্যার হাতের কঙ্কন।

ই। মিছে কথা, ডায়েরীতে দেখিতেছি পাহারাওয়ালা তোমাকে রূপোগাছির বেশ্যা পল্লী হইতে পলাইয়া যাইতে দেখিয়া সন্দেহ করে

এবং চীৎকার করিয়া অপরাপর পাহারাওয়ালাদিগকে ডাকিয়া তোমাকে ধরিয়াছে। বল কাহার ?

নি। ঘটনা চক্রে ঐ পথ দিয়া বাহির হইয়াছিলাম বটে।

ই। যাহা জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম তাহার উত্তর দেও নাই ; কলিকাতায় কি কাজ কর ?

নি। রিপন কলেজে বি এ পড়ি।

ই। তা হইতে পারে। পিতা মাতা বা আত্মীয় স্বজনে মুখের গ্রাস বিক্রয় করিয়া ছেলেদের উন্নতির জন্যে—নিজেদের ভবিষ্যৎ সুখের জন্য, কোলকাতায় রাখিয়া লেখা পড়া শিখাইবার চেষ্টা করে, তাহারা এখানে সঙ্গ দোষে আর বারবিলাসিনীর মোহ চক্রে পতিত হইয়া অধঃপাতের শেষ সীমায় চলিয়া যায়। মাতাল, চোর, অবশেষে জেলের কয়েদী হইয়া ঘৃণ্য পশুর ন্যায় হইয়া পড়ে। প্রায় এইরূপ ঘটিয়া থাকে দেখিতেছি, তবে যাহারা আপনার বা কোন বিশেষ আত্মীয়ের কাছে থাকিয়া লেখা পড়া শেখে, তাযারাই চরিত্র রক্ষা করিতে পারে। তুমি এখন ব'ল কঙ্কণ কাহার, এবং কি প্রকারে কোথা হইতে চুরী করিয়াছ।

নি। এ কঙ্কণ বাগবাজারের পূর্ণচন্দ্র মিত্রের কন্যার হাতের।

ই। কোন পূর্ণ মিত্র ?

নি। যিনি আলিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

ই। ওঃ,—তা তার কন্যার হাত হইতে তুমি লইলে কি প্রকারে ?

নি। আমি তাঁর ছেলেকে পড়াই।

ই। বাহবা বড় ভদ্র বালক তুমি ;—বড় সুশীল বালকটিরমত সুর সুর করিয়া বলিয়া ফেলিলে। কাল বুঝি সন্ধ্যার সময় পড়াইতে

গিয়া কঙ্কণ গাছটি বাগাইয়াছ, তারপরে সেখান হইতে একদম কপোগাছি আসিয়া অবস্থান করতঃ বাসায় যাইতেছিলে, কাল বিক্রয় করিয়া কিছু বা বেশ্যা ধনীকে দিতে, কিছু বা কয়েক দিনের মস্ত কোকেন প্রভৃতি ক্রয় হইত, কাজটা বুঝি এই প্রথম আরম্ভ করিয়াছ কেমন? আজি ও পাকা হও নাই কিনা, তাই ধরা পড়িয়া গিয়াছ।

নি। না বাড়ী হইতে চুরী করি নাই। শ্যামবাজারে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে তাহার স্ত্রী কন্যা পুত্র ও আমি একসঙ্গে বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম।

ই। সেখানে গিয়া কি তোমার হাতে রাখিতে দিয়াছে না তুমি চুরী করিয়া পালাইতেছিলে।

নির্ম্মল একটু ইতস্ততঃ করিল তারপরে বলিল,—"না রাখিতে দেন নাই, আমি চুরী করিয়া লইয়াই পালাইতেছিলাম।"

ইন্‌সপেক্টার নির্ম্মলের কথার ভাব ভঙ্গিতে বুঝিতে পারিলেন, এই যুবক নিতান্ত যে অপরাধী তাহা বোধ হয় না, বোধ হইতেছে এই চুরীর মধ্যে কোন রহস্য আছে, বিযেশতঃ বড় লোকের বাড়ী চুরী, চোরটিও ছোট লোক নহে, একটি বড় কলেজের বি এ ক্লাসের ছাত্র। সুতরাং তদন্তের ভার তিনি নিজহস্তেই গ্রহণ করিলেন এবং তখনই যথাবিহিত পোষাক পরিধান করিয়া,—নির্ম্মল, সোনার কঙ্কণ ও একজন কনষ্টবল সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে চাপিয়া শ্যাম বাজার অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

চোর বলিয়া ধৃত হইয়া অপহৃত দ্রব্যের সহিত নির্ম্মল পুলিসের সঙ্গে গাড়ীতে বসিয়া যখন শ্যামবাজার অভিমুখে যাইতেছিল, তখন তাহার মনে হইতেছিল—আমি মরিনা কেন, আমি চোর,—দস্যু তস্কর,—আমার সব গেল। যখন পুলিসের সহিত এই দুরপনেয় কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া শ্যামবাজারে শশধর বাবুদের বাড়ী গাড়ী হইতে অবতরণ করিব, তখন কেমন করিয়া দাঁড়াইব, আমি ভদ্র সন্তান—রিপণ কলেজের বি, এ ক্লাসের ছাত্র, আমি একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত লোকের গৃহ শিক্ষক, আমার এই বৃত্তি।

যাহার হাতের কঙ্কণ সে যে আমার হৃদয়ের আরাধ্যা দেবী। সে যখন শুনিবে, আমি তাহার হাতের কঙ্কণ চুরী করিয়া পলাইতেছিলাম, পথে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া জেলে যাইতে বসিয়াছি,—তখন সে কি মনে করিবে। পূর্ণবাবু শুনিয়া কি বলিবেন। পূর্ণ বাবুর স্ত্রী মায়ের অধিক স্নেহ করেন, তিনিই বা শুনিয়া কি মনে করিবেন। যদি আমি বলি, যে একটা চোরে ইহা কাড়িয়া লইয়া পলাইতেছিল, তাহার নিকট আনিবার সময় পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছি। সে কথাও কেহই বিশ্বাস করিবেনা। আসিব শ্যামবাজারে গিয়া পড়িলাম মাণিকতলা ষ্ট্রীট বেশ্যা পল্লী রূপো গাছির মোড়ে। যদিও আমার উহাই সত্যকথা, কিন্তু সে সত্য ঘটনা ক্রমে মিথ্যা হইয়া যাইবে। যখন অপহৃত দ্রব্য আমার নিকট পাইয়াছে এবং পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত না হইয়া ঐ সোণার কঙ্কণ পঁহুছাইয়া দিতে পারি নাই, এ

চৌরাপবাদে কারাদণ্ড আমার নিশ্চয়। আর শশী বাবু যখনই এ কথা শুনিতে পাইবেন, তখনই দেশে তাহার পিতার নিকট টেলীগ্রামে করিয়া জানাইবেন; বৃদ্ধ মথুর বাবুর সহিত তাহার দশ বৎসরের বিবাদ, তিনি নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া এ সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রই মথুর বাবুর কাণে তুলিবেন এবং গ্রামের মধ্যে প্রচার করিয়া দিবেন। হায়, বৃদ্ধ যে অনেক আশা করিয়া আমাকে লেখা পড়া শিখাইতেছেন, আমি উকিল হইয়া জেলায় বসিলে, নির্ব্বিঘ্নে ও নিখরচায় তাহার মামলা মোকদ্দমা চলিবে, আর এই সংবাদ শুনিয়া তাহার সমস্ত আশা-ভরসা বন্যার জলে উপল খণ্ডের মত ভাসিয়া যাইবে এবং সেই রাগে সেই দুর্ভাষী বৃদ্ধ আমার চিরদুঃখিনী হতভাগিনী মাকে কত কঠোর কত দুর্বাক্যই না বলিবেন।

আর আমার মা;—এইবার তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল, হৃদপিণ্ড যেন উল্টাইয়া পড়িল, কপালে দিয়া গল গল করিয়া ঘাম ঝরিয়া পড়িল, সে গাড়ীর তক্তায় মাথাটা ঠেশ দিয়া রাখিল এবং গাড়ী যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিতে লাগিল।

ইহার কয়েক মিনিট পরেই গাড়ী গিয়া শ্যামবাজারে শশধর বাবুর বাড়ী পহুঁছিল।

শশধর বাবু আলিপুর ফৌজদারী কোর্টের খ্যাতনামা উকীল। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্ণ বাবুর সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও বন্ধুত্ব ছিল এবং কন্যার বিবাহে তাঁহার স্ত্রী কন্যা প্রভৃতিকে অতি সমাদরে বাড়ী আনিয়াছিলেন।

যখন চোর ও অপহৃত কঙ্কণ লইয়া পুলিসের ইনস্পেক্টার বাবু সেখানে উপস্থিত হইলেন, তখন মহাসমারোহে বর কন্যা বিদায় হইতেছিল, চোর দেখিয়া, বিস্মিত হইয়া শশধর বাবু ইনস্পেক্টার বাবু

কে বলিলেন,—"আপনি বৈঠকখানায় একটু অপেক্ষা করুণ, আমি বিদায়ী কার্য্যটা সারিয়া আসিতেছি।"

তাহাই হইল।

অল্পক্ষণ পরেই শশধর বাবু বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিলেন এবং অত্যন্ত বিমর্ষ ও নতবদন নির্ম্মলের দিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ইন্‌সপেক্টার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই চোর নাকি ?"

ই। হাঁ উহারই নিকট একগাছি সোণার কঙ্কণ পাওয়া গিয়াছে, আপনি কি উহাকে চিনেন ?

শ। বিশেষ পরিচয় জানি না, তবে এই মাত্র জানি, আমাদের স্বজাতি, রিপন কলেজে বি, এ ক্লাসে পড়ে এবং পূর্ণ বাবুর ছেলে অমিয়কে প্রাইভেট পড়ায়।

ই। উহার চরিত্র কেমন তাহা বোধ হয় জানেন না ?

শ। না, বিশেষ কিছুই জানি না। তবে পূর্ণ বাবুর বাড়ীতে যাতায়াতে এই পর্য্যন্ত জানি যে যুবকটি খুব বিনয়ী!

ই। পূর্ণ বাবুর কন্যার হাতের সোণার কঙ্কণ চুরী গিয়াছে, একথা আপনি শুনিয়াছেন ?

শ। হাঁ, শুনিয়াছি বৈকি ; অনেক অনুসন্ধান ও করাইয়াছিলাম।

ই। কোন সূত্র পাইয়াছিলেন ?

শ। বিশেষ কিছু না, কেবল এই নির্ম্মলের অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছিল না।

ই। এ আপনার বাড়ীতে কখনও আসিয়াছিল ?

শ। পূর্ণ বাবুর স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া কাল বৈকালে আসিয়াছিল।

ই। কঙ্কণ চুরী গিয়াছিল কখন।

শ। রাত্রি তখন দশটা হইবে। যখন স্ত্রী আচার হইতে ছিল, সেই সময় পূর্ণ বাবুর কন্যা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছিল।

ইন্‌সপেক্টার বাবু একটু ইতস্তত করিলেন, কি চিন্তা করিলেন, —তারপরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই যুবক সেখানে কি করিতে গিয়াথিল ?"

শ।পূর্ণ বাবুর বিশ্বাসী লোক বলিয়া আমি বাড়ীর মধ্যে যাইতে দিয়াছিলাম এবং রন্ধন ঘরের ঐ দিক হইতে দ্রব্যাদি আনিয়া বরযাত্রগণকে পরিবেশন করিতেছিল।

ই। পূর্ণ বাবুর কন্যা এখানে আছেন ?

শ। না, এই দুর্ঘটনা ঘটায় কালই রাত্রে তাহারা বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন।

ই। এই যুবক উপস্থিত হয় নাই, খুব সম্ভব এই লইয়া পলাইয়াছিল একথার আন্দোলন, আলোচনা আপনার বাড়ীতে হইয়াছিল ?

শ। খুব, সকলেই বলিয়াছিল, এই যুবকই লইয়া গিয়াছে।

ই। পূর্ণ বাবুর স্ত্রী কি বলিলেন ?

শ। তিনি বিশ্বাস করেন নাই, অধিকন্তু তিনি বলিলেন, কণকের হাতের কঙ্কণ চুরী যাওয়ায় নিম্মল চোরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছে, এবং রাস্তায় নিশ্চয়ই তাহার বিপদ ঘটিয়াছে, তাই সে ফিরে নাই; আপনারা অনুসন্ধান করুন, হয় তাহার জীবন গিয়াছে, নয় আহত হইয়া রাস্তায় বা কোন জঙ্গলে পড়িয়া আছে।

ই। আপনারা অনুসন্ধান করাইয়া ছিলেন ?

শ। হাঁ, কিছু দূর লোক পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তখন বিবাহ

ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায়,—বিশেষ কোন অনুসন্ধান করাইতে পারি নাই।

ই। এ বাড়ীর আর কাহার ও অনুপস্থিত থাকার বিষয়ে অবগত আছেন কি?

শ। চেনা পরিচয় বা জানা শোনা লোকের মধ্যে কাহাকেও বড় অনুপস্থিত হইতে দেখা যায় নাই, তবে আপনি নিজেই বুঝিতে পারিতেছেন, বর কন্যা উভয় পক্ষীয় বহুজন আসিতেছে, যাইতেছে, কে কাহাকে চেনে, কে কাহার পরিচয় রাখে।

ই। পূর্ণ বাবুর কন্যার বয়স কত?

শ। চৌদ্দ পনর হবে।

ই। বিবাহিতা?

শ। না, বিবাহ হয় নাই।

ই। তাহাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কি প্রকারের লোক তাহার হাত হইতে কঙ্কণ কাড়িয়া লইয়াছিল?

শ। হাঁ, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন, আমি মোটেই দেখিতে পাই নাই, বড় অন্যমনস্ক ছিলাম—ঘর হইতে জিনিস লইয়া ছুটীয়া স্ত্রী আচারের দিকে যাইতে ছিলাম, তত অন্যমনস্ক না থাকিলে, চোর আমার সহজে কঙ্কণ লইতে পারিত না।

ই। নির্ম্মল চুরী করিয়া পলাইয়াছে,—এ সম্বন্ধে তাঁহার কি মত?

শ। সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করি নাই, আজ জানিলাম আমার মেয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাতে উত্তর করিয়াছিলেন, আমি আমার জিনিষ চুরী করিতে পারি, তবু তিনি আমার জিনিষ চুরী করিবেন না;—চুরী করিতে তিনি জানেন এ বিশ্বাস ও আমার নাই।

ইন্‌সপেক্টার বাবু চিন্তা করিলেন, তারপরে বলিলেন,—"তবেইত!"

আর ও কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আমি এবে পূর্ণ বাবুর বাড়ী যাই, বর্ত্তমানে এখানে অনুসন্ধানের অন্য কারণ কিছুই নাই।"

শ। নির্ম্মল কি বলে?

ই। ও বলে চুরী করিয়া পলাইতেছিলাম, পথে ধৃত হইয়াছি।

শশধর বাবু চিন্তা করিলেন, তারপরে বলিলেন,—"এমন সরল স্বীকারোক্তি চোরের মুখে অসম্ভব বোধ হইতেছে, ইহার মধ্যে কোন রহস্য আছে।"

তখন দৃষ্টির নিষেধ সূচক ইঙ্গিত করিয়াই নসপেক্টার বলিলেন,—"কিছুনা। ও সব বজ্জাৎ গুলা, পাড়া গাঁ হইতে আসিয়া সহর সঙ্গে বেশ্যালয় প্রভৃতিতে যায়, শিক্ষার গুণে বিনয়ী ও ভদ্র স্বভাব থাকিলেও লোভ্য পালনে অশক্ত হইয়া অবকাশ পাইলেই চুরী প্রভৃতি করে এও তাহাই করিয়াছে।"

শ। চলুন আমিও আপনাদের সঙ্গে পূর্ণ বাবুর বাড়ী যাই।

তখন সকলে গাড়ীতে উঠিয়া পূর্ণ বাবুর বাড়ী অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দিবা দ্বিপ্রহর! মধ্যাহ্নের মার্ত্তণ্ডদেব খর কর দানে পৃথিবী তপ্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। জনসঙ্ঘ পরিপূর্ণ কলিকাতার রাস্তাগুলি তখন ধূলি উঠাইয়া পথিকগণকে বড়ই ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল, তখন রাস্তায় ধারের কলের জল ভিস্তিতে ছিটাইয়া সেই বিপুল ধূলি রাশি নিবারণ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল। নিমতলার ঘাট হইতে বাগবাজারের অন্নপূর্ণার ঘাট পর্য্যন্ত, এখন যেমন ঘন ঘন বাঁধান ঘাটে পূর্ণ হইয়াছে, তখন তেমন ছিলনা। নিমতলার ঘাট, রথতলার ঘাট, রাজা নবকৃষ্ণের ঘাট, আর কাশী মিত্রের ঘাট এই চারিটি ঘাট মাত্র ছিল। কিন্তু তখন যেরূপ ভাবে বাঁধান ছিল এখন তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, কেবল অন্নপূর্ণার ঘাটটি তখনও যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে, বিশেষত্বের মধ্যে এই যে তখন কাণ্ড প্রকাণ্ড ও বহু শাখা সমাযুক্ত একটি বকুল বৃক্ষ এই বাঁধায় ঘাটের উপরেই ছায়াদান করিত। বৃক্ষশাখায় বসিয়া অনেক রকম পক্ষী অনেক রকম সুর বিস্তার করিয়া স্নানার্থী জনগণের চিত্ত বিনোদন করিত।

দিবা দ্বিপ্রহরে সমস্ত ঘাট প্রায় জন শূন্য; কচিৎ দুই একজন গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, ঘোড় গাড়ীর কোচম্যান বা মুদী ময়রা আসিয়া ঘাটে স্নান করিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

এই সময় পঞ্চু মাতাল ও হেমন্ত আসিয়া অন্নপূর্ণার বাঁধা ঘাটের বকুল তলায় দাঁড়াইল। পঞ্চুর হাতে সরাপ পূর্ণ একটা কাল বোতল আর একখানা মেটে খুলী, হেমন্তর হাতে একটা শালপাতের ঠোঙ্গায় পয়সা তিনেকের মুড়ী, একটু লবণ ও দুইটি লঙ্কা। পঞ্চু বলিল,—

"বাবা হেমচাঁদ ; তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাক, আমি 'মাতর্গঙ্গে' স্বরধনি মুনিকন্যে'র বক্ষস্থলে একটু চরণ চাপাইয়া, একটা ডুব দিয়া আসি।"

হে। কেন ইয়ার পঞ্চানন ; হঠাৎ এ মতিচ্ছন্ন কেন ?—গঙ্গা স্নানে হরিভক্তি ?

প। তার কাছে—সেই যুবকের কাছে সত্যিকরে টাকা নিয়েছি যে, একটা টাকা দে বাপ,—কাল গঙ্গা স্নান করে একটু মদ খেয়ে বাঁচিব।

হে। একি বাবা ; সত্য পালনে এত দৃঢ়তা কেন ? একেবারে যে কোয়াইট চেঞ্জ ; সত্যপিরির বেটা দুঃশাসন মুনি। আচ্ছা বাবা, অত সত্যবাদী ; এদিকে টাকা দেখছি গোটা চার পাঁচ, বোলছ একটা দিয়েছে—মদও আনলে আট আনার, একি এই অধম গরীবকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা নয় বাপ !

প। কেন দাদা ; আমিত সব খুলে বলেছি। সে এক টাকা স্ব ইচ্ছায় আমাকে দিচ্ছিল,—আমি থাবা দিয়ে সেই অবকাশে তার মল শুদ্ধ কেড়ে নিয়ে যথাশাস্ত্র জঙ্গলে মাথা গুঁজি ; শালার বেটার সাধ্য কি যে আমাকে আর খুঁজে পায়।

হে। বেশত ;—'মারি অরি পারি যে প্রকারে'—আর ভাবনা কি, এখন কয়দিন মদ চালাও—হরদম চালাও ; বুঝলে ইয়ার। আট আনার মদ—জমা খরচ করি নেহাৎ আট বোতল মদ মিলবে, মুড়ী ও এক এক বোতলের সঙ্গে তিন পয়সা করে কিনা যাবে। জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী কর, দুজনে ভাগে কাজ চালাই ; আবার এর মধ্যে চেষ্টা করা যাক, আবার ক্যাপিটেল যুটুক,—আমাদের মদ খায় কে, রাজার বেটা কাঙালে ধোপার মত ঠ্যাংয়ের উপর ঠ্যাং দিয়ে খাই। সুরেশ

ওর নাইরে ইয়ার,—সুখের ওর নাই। তুই মা একটা ডুব মেরে আয়, আমি প্রাণ খুলে একটা গান গাই।

পঙ্কু বোতল হাতে করিয়াই স্নান করিতে ঘাটে নামিল; মনে ভয় তাহার অনুপস্থিতিতে হেমা খুড়ো পাছে পূর্ণ বোতল শূন্য করিয়া ফেলে।

হেম ও বকুলের ছায়া তলে বসিয়া সুরা-জড়িত কণ্ঠে গাহিতে লাগিল,—

ও মা জহ্নু কন্যে; মন্দদেবীর সপত্নী গঙ্গা

তোমার খিচ্ রুমী সকল গায়, স্নানে পাপী উদ্ধার হয়,

পানে কেন নেশা না হয়, জল যখন আছে কিছু রাঙ্গা।

তা হোলে খরচ হ'ত না কানা কড়ি, যেতে হ'ত না মামার বাড়ী

অঞ্জলি করিয়া পানে, দেল হ'ত চাঙ্গা

এমন সময় পঙ্কু মাতাল স্নান করিয়া আসিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্তি স্বরে বলিল,—"শালা বেয়াদব মাতাল; ও সব অশ্লীল কথা মা গঙ্গার কাছে বসে যে বলিস্,—তোর কি একেবারেই কাঁড় কাকুঁড় জ্ঞান নেইরে শালা; তুই না বামুনের ছেলে?"

হে। বাবা আট আনার মদ হাতে করে একেবারে যেন রাজা নবকেষ্টরও উপরে মেজাজ। যখন তোমার ভশ্চাযি্য বংশ, গঙ্গার বুকের উপর এসে দাঁড়িয়ে স্তব পড়েন,—'তুঙ্গস্তনাস্ফালিতং।' সেটা কি বাবা অশ্লীল হয় না; চাড়ুয্যে মশায় যখন পাশাপাশি প্রতাপ আর শৈবলিনীকে চাঁদের কিরণে জলে ভাসান, তা অশ্লীল হয় না, মহাভারতের ব্যাস ঠাকুরের জন্ম বিবরণ অশ্লীল হয় না, বৃন্দাবনের কেষ্ট ঠাকুরের কথা অশ্লীল হয় না; আর ধরা পল শালা হেমন্ত মাতাল; আর গাচ্চিনা।

যাক্ ক্ষমা দাও বৎস হনুমান;

মানিলাম পরাভব

গুরু মোর তুমি।
অদ্যাবধি যা শিখাবে,
করিব প্রচার তাই এ ভব মণ্ডলে।
বিরচিব মধুচক্র গৌড় জন যাহে,
অবিরাম মদ্য পান করিবারে পারে।

প। তুই বড্ড মাতাল ব্যাটা, না খেয়ে মাতাল।

হে। না খেয়ে কি রকম দাদাঠাকুর? সেই বার বছর বয়স থেকে মদ ধোরেছি, আর বিয়াল্লিশ পেরোয়; এর মধ্যে গড়পড়তায় বছর আনেক জেল খেটেছি, সেই যা বাদ গিয়েছে। নইলে বার মাসে তের পার্ব্বণ করে আসছি,—না খেয়ে মাতাল শালা ইয়ার। তুমাস বাধা ধরা মাংস খেলে যদি শরীরটা মোটা হয়, তবে এই দীর্ঘকাল মদ খেয়েও কি মাতলামি টুক স্বভাব সিদ্ধ হয় নারে প্রাণাধিক।

প। কৈ আমার ত এমন হয় না গোপাল; কখনও কি আমার মেজাজের বেকতার দেখেছিস্?

হে। দেখলেও এখন কোন শালা বলেরে; তোর হাতে এখন আট আনার সরাপ,—গাঁটে তিনটা চারিটা টাকা—তোরে বলে কি পৈতৃক ধনে বঞ্চিত হব মানিক! বস বাবা, বসে পড়; আর নবীন মেঘের পানে চেয়ে কাত্তিক ঠাকুরের,—সেই যে কি শালার পাখীটের নাম কি ভুলে যাচ্চিগো—ঐ যে যার পিঠে গোঁজ আছে; যে গোজের উপর কাত্তিক থাকে,—যাক্ শালা; ধরে নাও তার নাম গড়ুড় পক্ষী। গড়ুড় পক্ষীর মত পেকম ধরে বসে থাকতে পারিনা। ঢাল বাবা; খুলীতে একটু মদ ঢাল, খেয়ে প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ক।

তখন উভয়ে বসিয়া বোতল হইতে সরাপ ঢালিয়া মৃন্ময় মাত্রে পান করিতে লাগিল। দুই তিন পাত্র সুরা উদরস্থ হইলেই তাহার

বিষক্রিয়া মস্তকে উঠিয়া পড়িল। রক্ত-আঁখি বিঘূর্ণিত করিয়া হেমন্ত বলিল,—কি বাবা পঞ্চু-মাণিক ;—আজ অমন নীরব কেন ভাই ? আনতে যাব প্রাণ কানাই ; খুজব মথুরার ঘরে ঘরে এনে দেব তারে ধরে মানবনা রাজার দোহাই।' বলত ; কি দুঃখে দুঃখিত প্যারি ? বলে ফেল দাদা ;—তোমার এমন যে গড়ের মাঠের মত সাদা প্রাণ, দুগ্রাস না টানতে আগেই বোস পাড়ার নরদামার জলের মত গল গলিয়ে কথার সঙ্গে নানাবিধ আচারউপচার ভাসতে থাকে, আজ ত বন্ধ কেন ?"

প। সত্যি কথা বলি শোন হেমা খুড়ো : আমার মনটা আজ ভাল নাই। এই যে তিনগ্রাস চারগ্রাস টানলাম, এতে আমার আমোদ মাত্রও দেয় নাই, স্ফূর্ত্তি বিন্দুও আসে নাই। মনে হ'চ্চে কেবল জঙ্গলের ছিদ্র পথ দিয়া চাঁদের আলো আসিয়া সেই যে যুবকের ম্লানোজ্জ্বল চক্ষুর দৃষ্টি আমার মুখের উপর পড়িয়াছিল, সে দৃষ্টিতে যে কত মোহ-মদিরা—কত স্নেহ-ভক্তি—কত আকুল-আকর্ষণ, বুঝি পৃথিবীতে তেমন আর নাই।

বলিতে বলিতে যেন পঞ্চু দ্রবীভূত হইয়া যাইতে লাগিল ; বড় উদাস—বড় অন্যমনস্ক—বড় কেমন কি হইতে লাগিল। হেমন্ত সেই ফাঁকে পঞ্চুর সন্নিকট হইতে মাটীর খুলী খানা টানিয়া লইয়া বোতল হইতে এক খুলী মদ ঢালিয়া পান করিতে লাগিল, আর পঞ্চুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"চালাও, চালাও বাবা : আমি শুনছি সব।"

প। ওরে শালা পেটা মাতাল, আমি কি বুঝছিনা যে তুই ভাবছিস্ শালা অন্যমনস্ক হ'য়েছে—আমি এই ফাঁকে বোতল কাবার করে দেই। হাজার হ'ক, সেটাত মদ্দা ছেলে, মাগী নয় যে তার পিরীতে পোড়ে গিয়েছি। তবে খাবি এক খুলী বেশী, খেয়েনে।

হে। পিরীত কি মেয়ে মদ্দা বেচে হয়রে, অবোধপঞ্চু ; ঐ যে বোষ্টম শাস্ত্রে আছে,—'পিরীতে মজেছে মন, পান্তা ভাতে চড়ক গাছ।'

ও মেয়ে মদ্দ বাচেনা বাবা আর এমনও কি হতে পারেন যে জঙ্গলের কোন পেত্নী মানুষের রূপ ধরে তোর ঘাড়ে চেপে ধরেছিল; নইলে আমরা মাতাল—আমরা চোর—আমরা সমাজের শত্রু, —বিছানার যেমন ছারপোকা, সমাজেরও আমরা তাই। লোকের এমন কিছু করিও না, আবার ভাল করে ঘুমুতেও দিই না। মানুষেও আমাদের দেখলে নখে টিপে ছারপোকারই মত মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। নিশ্চয়ই কোন গেছো পেত্নী মানুষের রূপ ধরে তোমার ঘাড়ে চাপতে এসেছিল; ভুলে যাও,—চালাও মাল। হেমন্ত একখুলী মদ ঢালিয়া পঞ্চুর হাতে দিল, পঞ্চু যেন অন্যমনস্ক ভাবেই পান করিল এবং শূন্য পাত্র হেমন্তের হাতে ফিরাইয়া দিল, হেমন্তকুমার খুলী পূর্ণ করিয়া ঢালিয়া লইয়া পান করিল, তারপর মুড়ীর ঠোঙ্গা ছিঁড়িয়া মুড়ী গুলি দুই ভাগে বিভক্ত করিল, একটু একটু লবণ দিল এবং দুই ভাগে দুইটি লঙ্কা দিয়া বলিল,—"খাও মাণিক;—'কেঁদ না তাহার তরে, যাহার শমন; জীবন প্রভাতে যাহা করেছে হরণ'।

প। কি বললি শালা! সে যেন কখনও মরে না—

হে। একটু থাম ত বাবা, আমার বক্তৃতা টা আগে করে নিতে দাও; ফাঁক বয়ে যায়, একটা টাকা তোর হাতে দিয়েছে বলে কি সে চিরামরত্ব লাভ করতে পারলে; আহা-হা মাতালের দয়াই ওই রকম।

প। না রে; আমি মনের কথা বল্‌ছি—সত্য কথা বলছি সে সরল—সে সুন্দর,—সে নিষ্পাপ মুখ দেখলে তুইও এ পাপ পথ ছাড়িতে ইচ্ছা করবি।

হে। এই রে; নিশ্চয়ই তোরে শঙ্খপেতনিতে পেয়ে বসেছে। হ্যাঁরে; সেটা মাগী না মিন্‌সে ভাল করে দেখেছিস্ ত?

মুড়ী চর্ব্বণ করিতে করিতে পঞ্চু বলিল,—"আমি তোর মত কাণা মাতাল নই।"

হে। ছিলিনা বটে, কিন্তু কাল পিরীতের ঘোরে পড়ে হয়ে গিয়েছিস! কাণা কয় রকম আছে জানিস্? দিন কাণা, রাত কাণা এক চোখ কাণা; বিষয় কাণা, পক্ষ কাণা, পিরীত কাণা।

প। ওরে; ও দুর্ণাম টা আমায় দিস্ না। এই আস্ত জীবনটা সমগ্র বাঙ্গলা দেশে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ালাম, মদ খেয়ে কোলকাতায় অলি গলিতে ঘুরলাম, চুরী করা উদ্দেশ্য ব্যতীত কখনও কোন শ্রীমতীদের কুঞ্জে পদার্পণ করিতে দেখেছিস্, না শুনেছিস্?

হে। তবে আজ যে মরেছিস্।

প। আমি মরেছি না তুই মরেছিস্ রে শালা :—বারে বারে বলছি সে এক যুবক, মিন্‌সে মানুষ। তার দয়া দেখে—তার পুণ্য প্রভাব দেখে—তার সরলতা মাখা কথা শুনে—বোধ হ'ল এই সংসার কঙ্কর-কণ্টকিত মানব জীবনে তাহার মত সুখী কেহ নাই। আমিও মানুষ—আজ না হয় প্রেতজীবনের নরকনিবাসে ঘুরিয়া ফিরিতেছি। কিন্তু এক দিন ছিল,—যখন আমিও ঐরূপ বয়সে শিক্ষার উচ্চস্তরে বিচরণ করিতাম। আমারও সব ছিল—হারাইয়া ফেলিয়াছি—সব গিয়াছে, আছে কি? অনন্ত যাতনা,—ধু ধু অগ্নিশিখা—লহ লহ জ্বলিতেছে, অহর্নিশি কেবল জ্বালা। ঐ সুরাবিষ যখন পান করিতেছি, তখনও জ্বলিতেছি, যখন পান না করিতেছি তখনও জ্বলিতেছি। গৃহ নাই---আশ্রয় নাই---আত্মীয় নাই,—স্বজন নাই—জগতে বুঝি আমার বলিতে কিছু নাই—ছিল,—সব ছিল, হারাইয়া ফেলিয়াছি। কার জন্য হারাইয়াছি জানিস্ হেমা খুড়ো?—ঐ মদের জন্য। যাহারা উহা পান করিতে নিষেধ করিয়াছে, তাহাদিগকে পরম শত্রু বলিয়া জ্ঞান

করিয়াছি, তারপরে অভ্যাসে অভ্যাসে এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি; নিজে ছাড়িব মনস্থ করিয়াও ছাড়িতে পারি নাই। কিন্তু কাল যে সেই সুধা মাখা স্বরে বলিল,—এপথ কি ছাড়িতে পার না,—সে স্বর যেন আমার হৃদয়ের কোন অন্তস্তলে ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণধার আলপিনটির মত বিঁধিয়া রহিয়াছে। প্রত্যেকবার মনে হইতেছে,—সে যদি আর একবার তেমনই করিয়া বলে এপথ কি ছাড়িতে পার না ; আমি নিশ্চয়ই বলি,—তুমি বলিলে পারি। কিন্তু বুঝিতে পারিতেছি না, কে সে—কাহার সে—কোথাকার সে। সারা জীবনে কাহারও কথায় যাহা পারিলাম না,—করিলাম না—তাহার একধারকার অনুরোধ তাহা করিতে এত আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া বসিল কেন? শুধু জাগা নয় রে হেমা খুড়ো এই যে এতখানি মদ খেয়ে ফেললাম, জ্ঞান হইতেছে আর খাবনা, সব হেমা খুড়োকে দেব।

হে। বিষ্ণুর ব্যাটা মা বেহ্মা ঠাকুরের মন্দাগ্নি কেন ভাই? আজ শ্রীমান হেমন্ত কুমার মাহেন্দ্র যোগে পা বাড়িয়েছিল, বিনা কড়াকড়িতে—জামাই আদরে খুলি খুলি খাওয়া। খাও বাবা মাণিক, হঠাৎ ছেড় না,—আর এক খুলী খাও,—হঠাৎ ত্যাগ করলে পেট ফুলে দম ফুটে মারা যাবে বাবা।

একপাত্র ঢালিয়া হেমন্ত পঙ্কুর হাতে দিল। পঙ্কু তাহা হাতে করিয়া নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল,—কয়েক মুহূর্ত্ত গত হইতেই হেমন্ত বলিল,—"ওঃ—নিশ্চয়ই বুঝিলাম, এতদিনের পরে একটা মাতালের মত মাতাল হারা হলাম! হয় তোর মরণ কুবুদ্ধি লেগেছ, নয় প্রাশ্চিত্তের আগুন পোহাবার সময় হয়েছে। কিন্তু শালা; তুই দল ছাড়া হলি, হাতে মাল রেখে, যে শালা মাতাল অন্য চিন্তা করে, বুঝতে হবে তার শ্যাখ ফরিদ ছেড়েছে। নিশ্চয়ই তোকে পেত্নীতে পেয়েছে। এ মানুষের কম্ম

নয় বাবা ; মানুষ আমাদিগকে পিরীতির ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করবেনা। কথায় বলে,—'মানুষের সঙ্গে মানুষ মজে, ভূতের সঙ্গে পেতনী।' বুঝলাম তোর প্রেমের ঘোর লেগেছে—যা শালা।"

এই বলিয়া মদ জড়িত কণ্ঠে নাতি উচ্চ গানের সুরে হেমন্ত কুমার আবৃত্তি করিল,—

অদৃষ্টেরি ফল, কে খণ্ডাবে বল,
সাক্ষী দেখ তাহার মহারাজ নল ;
দময়ন্তী হারাল, বনে কত কষ্ট পায়।

পঙ্কু। করধৃত পাত্রস্থ মদ্য টুকু পান করিয়া হেমন্তর হস্তে পান পাত্র ফিরাইয়া দিল। তারপরে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল,—"হেমা খুড়ো তুই খা আমি চলিলাম।"

হে। কোথা যাস প্রাণের কানাই ;
আঁধার করিয়া আজি সারা ব্রজভূমি।
আর কিরে আসবিনা ফিরে ?
তো বিনে যে, আলীবদ্দী চাচা চির বিরহিনী
রূপে কাটাবে আসমানে।

প। মাতলামি করিস্না হেমা খুড়ো—

হে। কি বাপ ধন, তুমি যেন আজ উলট পথ ধরেছ! খেলাম মদ, আর করব কি চণ্ডীপাঠ! কি করতে কোথায় যাচ্চ যাও; তবে যাওয়া আসা একটু সাবধানে যেন হয়, হঠাৎ যেন শশুরবাড়ী টেনে না নেয়। শ্রীমানের নামে অনেক ওয়ারেণ্ট ঝুলচে—বলি যাওটাই বা হচ্চে কোথায়—শুনতে পাইনা।

পঙ্কু ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—"বাধা দিস্ না বাপু; যাচ্ছি সেই যুবকের অনুসন্ধানে, তোকেত আগেই বলেছি; তার নিকট হতে সব

কেড়ে নিইচি,—তার বাড়ী হয়ত মফস্বলে। সে হয়ত সে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে এসেছে; তার গাড়ী ভাড়া না থাক্‌লে কি করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইবে? ভদ্র লোকে ধার চাহিতে লজ্জিত হয়, আমি তাহার টাকা তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া আসি।

হে। আরে ব্যাটা হতচ্ছাড়া; মাতাল কুলের কালী। সে নয় সরল, সে নয় ভাল মানুষের ব্যাটা ভাল মানুষ, সে নয় তোকে দয়া করে ছেড়ে দিয়েছে; কিন্তু, সে করেনি তিনকর্ম্ম, এই বা করে যায়। আর লোকে যদি তোমার পরিচয় পায় মাণিক; কিছুতেই ছাড়বে না, পুলিসে ধরিয়ে দেবে, তুমি ত ওয়েলনৌন—কোলকাতায় তোমার কি কি নাম; আবাল বৃদ্ধ বনিতা তোমার নাম সবাই জানে।

পঞ্চু বলিল,—"সাবধানে থাকিব, সাবধানে অনুসন্ধান করিব। কিন্তু তাহার টাকা তাহাকে ফিরাইয়া দিতে যাইয়া যদি জেলে যাইতে হয় তাহাও যাইব।"

পঞ্চু চলিয়া গেল। হেমন্তও অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত সুরাখানি উদরস্থ করিয়া টলিতে টলিতে টালার খালের পুল পার হইয়া দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর পথ ধরিল। বোধ হয়, তাহার মনের ইচ্ছা সেই খানে গিয়া কয়েকদিন আহার লইবে ও নিরাপদে অবস্থান করিবে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সেদিন গ্রামের হাট। দত্তপাড়ার সন্নিকটেই হাটখোলা এবং হিরুদত্তের বাড়ীর সদর দরজার দিক দিয়া হাটের প্রশস্ত পথ ; অধিকাংশ দোকানদার ও ক্রেতা বিক্রেতা সেই পথ দিয়া গমনাগমন করিয়া থাকে,—সেদিনও যাইতেছিল। বেলা তখন বড় অধিক ছিল না, চারিটা অনেকক্ষণ বাজিয়া গিয়াছে। হিরুদত্ত বাড়ীর সম্মুখস্থ সেই রাস্তায় পায়চারি করিয়া ফিরিতে ছিলেন। ডাক হরকরা আসিয়া এই মাত্র তাহার হাতে একখানি টেলিগ্রাফ দিয়া গেল ; তিনি তাহা খুলিয়া পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ, কিঞ্চিৎ হৃষ্ট হইয়া, কেহ সেখানে না থাকিলেও বলিয়া উঠিলেন,—ছেলেটা আমার নেহাৎ বোকা। পণ্ডিত মূর্খ যে বলে ; ও তাই। আমি তখনই বারণ করেছিলাম,—অমন কুবংশ বাড়ীর আস্তাকুড় মুখেও আসিতে দিতে নাই। তখন তর্ক দেখে কে ; এখন,—আমি যা বলেছি তাই খেটেছে।

গ্রামের গেজেট যশোদা বৈষ্ণবীও তখন ঐ পথে যাইতেছিল ;—তাহাকে দেখিয়া দত্ত বাবু অধিকতর হৃষ্ট হইলেন এবং ডাকিয়া বলিলেন,—"যশোদা ; শুনে যা—শুনে যা। মথুরবাবুর হেতো ছেলে কি করেছে শুনেছিস্।"

য। কৈ, না ; আমি ত কিছু শুনিনি, সে বাড়ী এখন বড় যাইও না।

হি। এই কাল রাত্রের ঘটনা।

যশোদা অনেকখানি চলিয়া গিয়াছিল,—উৎসুক চিত্তে ত্বরিত পদে

ফিরিয়া আসিয়া দত্ত বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছে বাবু?"

হি। আমার ছেলে—শশী,—অফিসের বড় বাবু—তিনি ভাবেন, তাঁর মত বুদ্ধিমান আর দূরদর্শী জগতে বড় একটা নাই! আমার উপরও চাল চালেন। দয়া তাঁর বড় বেশী। আরে বাবা; কুকুরকে ঠাকুর ঘরে যেতে দেওয়া কি দয়ার কাজ? ও সব আঁস্তাকুড়ের এঁটো খেয়ে জীবিত থাকে। ওর বাবা মাতাল—চোর জেলের কয়েদী,—ওর মা চরিত্রহীনা কুলের কলঙ্কিনী। ওকি কখনও ভাল হয় রে বাবা; কুকুরের পেটে ঘি ভাত কখনও সয় না।

য। আপনি কার কথা বলচেন বাবু?

হি। ঐ যে চোরের ব্যাটা—কি নামটা মনে আসছে না,—নির্ম্মল গো,—নির্ম্মল।

য। সে করেছে কি বাবু?

হি। এই দেখ; শশী টেলিগ্রাম করেছে।

য। আমি কি পড়তে জানি বাবু; আপনি বলুন আমি শুনি।

হি। তার বাবা চিরকাল যা করে আসছে, সেও তাই করেছে। আমার নাতনী কনকের হাতের সোণার কঙ্কণ চুরি করে কোন এক বেশ্যাকে দিয়ে ছিল, ধরা পড়ে জেলে গিয়েছেন।

য। জেল হয়ে গিয়েছে?

হি। হবে না ত কি ছেড়ে দেবে!

য। কত দিনের জন্য হয়েছে?

হি। টেলিগ্রামে তা লেখেনি।

য। আপনার নাতনীর হাতের কঙ্কণ তিনি কি করিয়া চুরি করিতে,

পারিলেন? শুনেছি তিনি থাকেন পাথুরে ঘাটায়,—আপনার মেয়ের বাড়ী বাগবাজারে।

হি। ঐ যে আমার নাতি অমিয়কে পড়াতেন! ঐ শশের কাণ্ড; গরীবের ছেলে কিছু পায়, তাই নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়েছিলেন। কম নয়রে কম নয়—সকালে এক ঘণ্টা সন্ধ্যায় একঘণ্টা পড়িয়ে মাসে কুড়ি টাকা পেত। আমার জামাই পূর্ণ, জানিস্‌তো,' কোলকাতার খুব বড় হাকিম। সে শশীর কথা খুব শোনে, আর আমার মেয়ে কৈলাস মোহিনী ত ভাই-অন্ত জীবন। কৈলাসীকে তুই দেখেছিস?

য। দেখেছি; এই ত আর বছর পূজোর সময় এসেছিলেন তার ছেলে পিলে সকলকেই দেখেছি; যে মেয়েটির কথা বললেন, তাকেও দেখেছি; রূপে গুণে সাক্ষাৎ লক্ষীই বটে।

হি। আমার ছেলে—মেয়ে, নাতি-নাতনী সবই ত দেখছি ভাল; সকলেই সুখ্যাতি করে—আশীর্ব্বাদ কর, বেঁচে থাক্। আর এক খবর শুনেছিস্? মথুর বাবুর দফা রফা, আর সেই হতভাগিনী দত্তবংশের কুলের কালী মাগীটার এইবার ঘটি ধরে ভিক্ষে করে বেড়ান ভিন্ন আর উপায় নাই!

য। কেন বাবু মথুরবাবুর কি হয়েছে?

হি। ওমা, তুই কিছুই জানিস্ না! এদিকে লোকে যে বলে তুই নাকি এগাঁয়ের গেজেট;—সব খবর রাখিস্!

য। ওটা আমার দুর্নাম বটে বাবু; কিন্তু আমি সাতেও না পাঁচেও না।

হি। মথুরবাবুর সঙ্গে বড়গাঁতি নিয়ে যে আমার মোকর্দ্দমা চলছিল; সে মোকর্দ্দমা আমি পাইয়াছি। ঐ গাঁতির মালিক ছিল এই গাঁয়ের নসিরাম মুখুয্যে, জানিস্? তার ছেলে বিবাগী হ'য়ে কোথায় চলে

গিয়েছে। কোথাকার কে দেন দায়ে নাকি তাই বিক্রয় করে,—আর মথুরবাবু নাকি লয়েন। এই সাত পোড়া দিয়ে 'পোষমবণী' এখন আমি যোগাড় যন্ত্র করে সেই জমা বাহির করিয়া লইলাম। ঐ গাঁতিই মথুরবাবুর আয়ের প্রধান উপায় হয়েছিল। এইবার খান কি শাক দেখা যাবে; এদিকে হেতো ছেলের আশা হ'য়েছিল,—বি এ পড়ছিল তাও শেষ হল—সব চুকে গেল। উড়ো পাখী শালা কোথা থেকে এসে এই কয় বৎসর আমাকে মামলায় মামলায় জেরবার করে তুলেছে, এইবার পেড়েছি,—এখনও হয়েছে কি; বুড়ো শালাকে জেলে দেব, আর ঐ মাগীটাকে এনে ঘোড়ার বিষ্ঠা ফেলাব, তবে আমার মনের রাগ যাবে।

যশোদা সে কথার কোন উত্তর করিল না। এতটি কথা শুনাইয়া দিয়া হিরুদত্ত তাহার ছুটী দিলেন।

সে চিন্তা করিতে করিতে হাটে চলিয়া গেল, এবং যতশীঘ্র সম্ভব হাটের কার্য্য সমাধা করিয়া ফিরিয়া আসিল ও সন্ধ্যার পরেই মথুর বাবুর বাড়ী গিয়া সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিল। মথুরবাবুর মোকদ্দমায় পরাজয় এবং বিষয় বিচ্যুতির কথা তাঁহারা জানিতেন, সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই তাহাতে চিন্তিত ও ম্রিয়মান হইয়াছিলেন, কিন্তু কলিকাতার সংবাদ জানিতেন না, সহসা বজ্রাগ্নির ন্যায় ঐ সংবাদ উত্তাপে তাঁহারা প্রতপ্ত হইয়া উঠিলেন। খিটখিটে স্বভাব মথুরবাবুর মোকদ্দমা পরাজয় ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আয়কর বিষয়টি হস্ত বিচ্যুত হওয়ায়, পূর্ব্ব হইতেই কেমন উন্মাদের মত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তদুপরি এই সংবাদ পাইয়া একেবারে যেন ক্ষেপিয়া উঠিলেন। চেঁচাইয়া চীৎকার করিয়া যাহাকে সম্মুখে পাইলেন তাহাকেই গালাগালি দিয়া বাড়ীখানা যেন মাথায় করিয়া তুলিলেন। আর হতভাগিনী বসন্ত কুমারী;—সেও মোকদ্দমা

পরাজয়ে বড়ই দুঃখিত হইয়াছিল, তাহার উপরে পুত্রের এই সংবাদ পাইয়া ঝটিকা বেগ মুখে লতিকা যেমন নিমেষ মধ্যে কম্পিত ও ছিন্ন মূল হইয়া ভূপতিত হয়, তেমনই হইল।

যশোদা তখন বুঝিল,—হঠাৎ তাহাকে কথাটা শুনাইয়া ভাল করে নাই। দুঃখ জীবনের একমাত্র ভরসা, নির্ম্মল তাহার জেলে গিয়াছে। সে কিছুই চিন্তা করিতে পারে নাই। বজ্রাগ্নি যেমন কোন চিন্তা করিতে না দিয়াই জীবকে মৃত্যু মধ্যে নিপতিত করে, এই সংবাদও বসন্ত কুমারীকে তাহাই করিয়াছে। যশোদা মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া একখানা তালপত্রের ব্যজনী দ্বারা তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিল, এবং তাহার কথা মতে একজন দাস একটি জল আনিয়া চখে মুখে ঝাপটা দিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, তারপরে জ্ঞান হইল,—বসন্ত উঠিয়া বসিল! দীনার্ত্তনয়নের অর্থশূন্য উদাস চাহনিতে চারিদিকে চাহিয়া যেন সমস্ত কথা মনে করিয়া লইল; তারপরে দীনার্ত্ত ব্যথিত করুণ স্বরে বলিল,—"যশোদা রে; কি সংবাদ দিলি। ঘর পোড়া আগুনে সব পুড়িয়া ছারে খারে গিয়াছিল—বাস্তু তৃণটি পর্য্যন্ত জীবিত ছিল না,—তারপরে সেই শূন্য গৃহ বাস্তুভূমির মাঝখানে ক্ষুদ্র একটি লতা কেবল গজাইয়া উঠিতেছিল; কে আমার সর্ব্বনাশ করিল—কে আমার সেই আশালতাটি সম্পূর্ণ তুলিয়া পোড়াইয়া দিল; ওরে যশোদা! বুক যে ফাটিয়া গেল—বাবা আমার জেল খাটিতেছে,-সত্যই আমার সেই চাঁদ, রাহুগ্রস্ত হ'য়েছে—সত্যই কি আমার নির্ম্মলচাঁদ কাল মেঘে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে? আহা হা চির দুঃখিনীর বাছা আমার ত' তেমন নয়।"

ঠিক এই সময় মথুরবাবু তাঁহার ক্রোধ-কণ্ঠস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে বলিতে আসিলেন,-কখনই নয়—কখনই সে চুরি করে নাই—চুরি,

করিতে সে জানে না—মিথ্যা কথা বলিতে জানে না—পাপ করিতে পারে না,—এ শালা হিরুদত্তর ষড়যন্ত্র! সে সরল—হিরের ছেলে শশে শালা এই ঘটাবে বলে তাকে বোনের বাড়ী ঢুকিয়ে নিয়েছিল। সব মিছে—সব মিছে; শুধু ষড়যন্ত্র—শুধু ষড়যন্ত্র; আমি তখনই বারণ করেছিলাম, বাপু হে; সে আমার চিরশক্র—যাহার সঙ্গে আমার মামলা মোকদ্দমা লাগিয়াই আছে, তাহার সংস্রবে যাইও না। বিপদ ঘটিতে পারে, তখন আমার কথা শোনা হল না! এখন,—সব শালা জেল খেটে, আমি আর কি করব।

বসন্তকুমারী ভাবিয়াছিল, এই ব্যাপারে ক্রোধন-স্বভাব বৃদ্ধ মথুরবাবু, হতভাগ্য নির্ম্মলকে নিশ্চয়ই দোষী বিবেচনা করিবেন এবং তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবেন। কিন্তু বৃদ্ধের কথায় তাহার একটু আশা হইল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে আলুথালু বেশে ছুটিয়া গিয়া বৃদ্ধের পায়ে জড়াইয়া ধরিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"কাকাবাবু, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে। হতভাগিনীর শিব-রাত্রিরের ক্ষীণ সলিতা নিবিয়া যাইতে বসিয়াছে; তুমি না রাখিলে আর কেহ রাখিবার নাই—আমার কি গতি হবে?"

ম। মৃত্যুই তোমার একমাত্র গতি; স্বামী তোমার চোর—মাতাল! পুত্রও সেই পথ ধরিলেন! তোমার গতি আমি কি করিব; ইচ্ছা হয় এখানে থাক, না হয় চলিয়া যাও। আমার মাথার ঘায় আমি অস্থির! শালা দত্ত আমার প্রধান গাঁতিটি ফাঁকি দিয়া কাড়িয়া লইয়াছে। কেবল মিথ্যা সাক্ষী—কেবল মিথ্যা সাক্ষীর বলে! উঃ,—আমার ধারণা ছিল, মিথ্যা কখনও সত্য হয় না; মিথ্যার বলে কেহ সত্য পরাজিত করিতে পারে না। এখন দেখিতেছি, সে ভুল! আমার সর্ব্বস্ব গেল মিথ্যা সাক্ষীর বলে; নির্ম্মলও জেলে গেল মিথ্যা সাক্ষীর বলে; তবে সত্যের সমাদর কোথায়?

বসন্ত কিঞ্চিৎ হটিয়া আসিয়া রকের ভিত্তিগাত্রে ঠেসান দিয়া বড় করুণ কণ্ঠে বলিল,—"কাকাবাবু, নির্ম্মল আমার জেলে! বুক ফেটে গেল কাকাবাবু! তোমার পায়ে ধরি, তাকে খালাস করে দাও; তারপরে বাড়ীতে স্থান দেওয়া যদি বিবেচনা না কর, তাড়িয়ে দিও। লোকের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে পোড়া উদর পোরাব। অনেক সয়েছি, কাকাবাবু; কিন্তু আর সইতে পারি না।"

মথুরবাবু বলিলেন,—"যাব একবার; দেখব, কি হয় না হয়; তবে বিশেষ কিছু যে হবে এমন বিবেচনা করিতে পারি না। হিরের ব্যাটা শশে, ভিজে বেড়াল; মুখে ভারি সরল,—কাজে বাপ কো ব্যাটা। ওর জামাইটা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কাজেই অনেক পুলিশের লোক হাতে আছে; তারা সকলে মিলে সেই সরল যুবকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। তাই যে আমি হঠাৎ গিয়ে সন্ধান করে উদ্ধার করে নিয়ে আস্‌ব, তেমন ভরসা করিতে পারি না।

ব। কাকাবাবু চল যাই, হাকিমের উপরও হাকিম আছে—পুলিসের উপরও পুলিস আছে। আমাকে চিনিয়ে দিও—দেখিয়ে দিও,—আমি কলজে ছিঁড়ে রক্ত বার করে, তাদের পায় ঢেলে দিয়ে, আমার বাছাকে খালাস করে আনব।

তারপরে নানা কথার আলোচনার পর স্থির হইল, তাঁহারা উভয়ে কলিকাতায় যাইবেন এবং গাঁতির জন্য হাইকোর্ট আপিল ও নির্ম্মলের উদ্ধারের চেষ্টা করিবেন। মথুরবাবু তখনই বহির্ব্বাটীতে গমন করিয়া ষ্টেশনে গমনের উপযুক্ত যানাদির বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মধ্যাহ্নের খর দিবাকরোত্তপ্ত ধরণী বক্ষে পড়িয়া পোষা কুকুর কেলো যখন তাহার সজল লেলিহান জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতেছিল এবং পূর্ণ বাবুর বাড়ীর মেড়ো ঝি একরাশ শকড়ী বাসন লইয়া, কলতলায় বসিয়া মাজিতেছিল, আর গুন্ গুন্ করিয়া,—"আঁখিয়া উদাস করি গেয়ো পরাণ হামারি" একটা গানের এই ছত্রার্দ্ধ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেছিল, তখন কনক কুমারী দ্বিতলের একটা নিজ্জন প্রকোষ্ঠের মেঝেয় পাতিত শীতল পাটীর উপর পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছিল, আর বড় অন্যমনস্ক ভাবে চিন্তা করিতেছিল। এই সময় পাশের বাড়ীর সুকেশী একখানা কি বই হাতে করিয়া সেই ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

ঘরে দরোজা ভেজান ছিল, সে তাহা ঠেলিয়া দিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল,—'শ্যাম গ্যাছে মথুরায়, রাধা পড়ি ধরায়, লোচনের নীরে ভাসে ধরণীর অঙ্গ।' তা কেঁদ না; শ্যাম আসিয়া সত্বরেই তোমার কুঞ্জ শোভন করিবেন, এখন ওঠ, বদন তোল, গুড়ুক খাও।' আমি বৃন্দে দূতী; মথুরাতে যাব, দাস খত দেখাইব, আনিব বাঁধিয়া শ্রীপতি '।—না উঠিতেই এক কাঁদি দিদি,—একেবারেই গলে গেলে, মানুষের ঘটনা চক্রে কখন কি ঘটে বলা যায় না, তার জন্য অত উতলা হ'লে চলবে কেন রাই সোনা। তবু ত এখনও সাত পাক ঘোরেনি।"

সুকেশীর গলার আওয়াজ পাইয়াই কনক উঠিয়া বসিয়াছিল এবং মেঘ ভরা আকাশের এক পাশ দিয়া যেন টানিয়া টুনিয়া চাঁদের আলো বাহির করিল। চিন্তা-কুঞ্চিত অধরপ্রান্তে একটু হাসির রেখা ফলাইয়া বলিল,—"মরণ আর কি, কে রাধা কে কৃষ্ণ—কার জন্য কে চিন্তা

করিতেছে,—নির্ব্বিবাদে আসিয়া একরাশ বক্তৃতা যে কয়িয়া ফেলিলে কথক ঠাকুর, তার দক্ষিণা মিলবে কোথায় ?”

সু। এক বর্ণও মিথ্যা বক্তৃতা করি নাই, যার উদ্দেশে বক্তৃতা, সেই দক্ষিণা দিবে।

ক। তবে কি আমার উদ্দেশেই এসব তীক্ষ্ণবাণ ছাড়া হইল ?

সু। ঘরে কে,---আমি দই খাইনি।

ক। এর দক্ষিণা এই দেখ।

কনক কিল দেখাইল।

সু। মিষ্টান্ন মিতরেজনাঃ---ও কার্য্যে ইতর জনের ভাগ্যে মিষ্টান্ন বই আর কিছু না। কিন্তু ও কিল আমার কাছে মিষ্ট লাগবে না, যার কাছে লাগিবে, আমি তাহাকে দক্ষিণাপ্রাপ্ত কিলটি বরাত করিয়া উহার বিনিময়ে, কিছু ভীম নাগের গোল্লা আদায় করিয়া লইব।

ক। খনার জিব খেগো টিকটিকি সুন্দরী !—জ্যোতিষ শাস্ত্র না পড়িয়াও ত খুব পণ্ডিত হইয়াছ দেখিতেছি। আপাতত আসন গ্রহণ কর, আমি অব্যাহতি পাই।

সুকেশী হাসিতে হাসিতে কনকের পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিল, এবং অদূরস্থিত একটা ছোট তাকিয়া বালিশ টানিয়া লইয়া যুগল উরুর উপর সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সমুন্নত বক্ষ দ্বারা চাপিয়া ধরিল ; তারপরে হাসিতে হাসিতে বলিল,—“এখন খবর কি বল্ দেখি ? বাস্তবিক আমিও বড় উতলা আছি কনক ; খবর জানতেই আমি তাড়াতাড়ি এসেছি।”

ক। কার খবর ?

সু। এ রে,—আমার কাছেও চাপতে চাস্ ; তা তুই কি জানিস্ না, আমি তোর সব জেনেছি—সব বুঝেছি ? তুই ত এ কথা ও কথার

সঙ্গে কত দিন আমার নিকটে ব'লে ফেলেছিস্ নির্ম্মলকে ভালবাসিস্, আজ এত লুকান কেন?

ক। কবে তোমার কাণ ধোরে আমি বল্‌তে গিয়েছি যে, একটা চোরকে আমি ভালবাসি? শুধু চোর নয় মাতাল,—বেশ্যাসক্ত! আমার হাতের সোণারকঙ্কণ চুরি ক'রে সে নাকি কোন্ বেশ্যাকে দিতে যাচ্ছিল, রাস্তায় পুলিসে ধরেছে।

সু। মিছে কথা।

ক। কি মিছে কথা; কঙ্কণ চুরি?

সু। হাঁ।

ক। তবে তার নিকট গেল কি করিয়া? কঙ্কণের ত আর পা হয় নাই যে ছুটিয়া গিয়া তাহার হাতে উঠিল; জীবনও হয় নাই যে, রূপ দেখিয়া তাহার বুকের পকেটের মধ্যে আপনার সর্ব্বস্ব লইয়া লুকাইয়া রহিল।

সু। সে যাহার হাতে ছিল, তাহার প্রাণও আছে পাও আছে।

ক। তবে কি আমি খুলিয়া দিয়াছিলাম;—বলিহারি তোমার বুদ্ধির।

সু। আমার বুদ্ধি খুব সূক্ষ্ম—

ক। এত সূক্ষ্ম, যে নাই বলিলেই হয়। ভেবু গঙ্গারাম,—আমি তাহাকে কেন দিতে যাব? আর সেই বা কোন সাহসে—কোন সম্পর্কে আমার হাতের এক গাছি কঙ্কণ লইয়া তাহার দুষ্ক্রিয়া সাধন করিতে গমন করিবে?

সু। দুষ্ক্রিয়াসাধন ব্যতীত বুঝি মানুষের আর কোন কাজ নাই? ধরিয়া লও, হয়ত তাহার এমন কোন আবশ্যক পড়িয়াছে যে, কাল সকালে কিছু টাকা না পাইলে তাহার কলেজের ক্ষতি হয়, অথবা মেসে থাকার ব্যাঘাত ঘটে; তাই তুমি খুলিয়া দিয়াছ; আপাতত

বন্ধক দিয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করিবে। তারপরে বাড়ী হইতে টাকা আসিলেই হউক, আর তোমাদের কাছে বেতন পাইলেই হউক, ঐ কঙ্কণ খালাস করিয়া আনিয়া দিবে।

ক। চুপ কর, চুপ কর, আর বুদ্ধির ছড়া দিস না— অত বুদ্ধি জানতে পারলে, লাট সাহেব ধরে নিয়ে গিয়ে আক্তা করে দিয়ে বড় গাড়ীতে বসতে দিবে। অত বুদ্ধির লোক খুঁজে মিলচে না। মূর্খ;— তার টাকার দরকার, তা আমারই বা কি, আর সে আমার সাক্ষাতে তা বলতেই বা আসবে কেন? সে আমার কে, আমিই বা তার কে?

সুকেশী হাসিল, হাসিয়া অনতি উচ্চৈঃস্বরে গাহিল,——

'আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই গো তাই গো,
তুমি ছাড়া এ জগতে আমার কেহ নাই গো নাই গো।'

যাক্; এখন সে বেচারার খবর কি বল দেখি?

ক। খবর ত' ঐ রকমই শুনেছি। বাবা সেই যেদিন, দিন ছিল; নিজে জামিন হয়ে খালাস করতে গিয়েছিলেন; শশধর কাকাও অনেক চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু হাকিম জামিনে ছাড়িয়া দেন নাই; তিনি বলিয়াছেন চুরির জিনিষ সমেত যখন ধরা পড়িয়াছে, তখন জামিনে খালাস হইতে পারে না; কাল আবার তাহার দিন আছে।

কচি কলার পাতে আগুনের তাপ দিলে তাহা যেমন শুকাইয়া উঠে, সুকেশীর মুখ খানাও তেমনই হইল। বালক-নখর-বিচ্ছিন্ন মধ্যাহ্নের পদ্ম যেমন বিবর্ণ হইয়া পড়ে, তেমনই তাহার গণ্ডদ্বয় বিবর্ণ হইল। সে একটু এদিক ওদিক করিয়া তারপরে জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা কনক, ঘটনাটা কি মনে হয় বল দেখি?"

ক। কি করে জানব দিদি; তবে ইহা সুনিশ্চয় যে তিনি চুরি করেননি।

সু। না, না, তিনি চোর—কেহই বিশ্বাস করে না; তবে তিনি স্বীকার করিতেছেন কেন যে আমি চুরি করিয়াছি। আর বেশ্যাপল্লীর নিকটেই বা কি করিতে গিয়াছিলেন!

ক। বাবাও তাই বলিতেছেন—মাও তাই বলিতেছেন! সকলেই বিস্মিত। যে চোর, সে সহজে চুরি স্বীকার করে না; মিথ্যা কথা বলিতেও তার আটকায় না। মায়ের নিকট বাবা সেদিন—বলিতেছিলেন: জীবনে অনেক চোর দস্যু, অনেক পাপী, অনেক দুষ্ক্রিয়ান্বিত লোকের বিচার করিয়াছি; অনেক ভদ্র যুবকেও পাপ কর্ম্ম করিয়া বিচারার্থ আনিতে হইয়াছে; তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও হাব ভাব দর্শন করিয়াছি; কিন্তু এমন দৃঢ়তা, এমন সহাস-সারল্য-মাখা মুখভাব কাহারও দেখি নাই। যখন হাজত ঘর হইতে তাহাকে আনিয়া আসামীর কাটগড়ায় দাঁড় করাইল, তখন তাহার দিকে চাহিতে আমার চিত্ত চমকাইয়া উঠিল; চক্ষুতে জল আসিল,—প্রাণের ভিতর একটা কাঁপুনী উপস্থিত হইল; কিন্তু তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম—তাহার যেন কিছু ঘটে নাই; সে যেন তাহার মাষ্টারের সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নির্দ্দোষ নিষ্পাপ যুবকের মত কথার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে লাগিল। সেই এককথা—চুরি করিয়া পলাইতেছিলাম: কিন্তু কোন বারবনিতাকে দিতে যাই নাই, বাসায় যাইতেছিলাম।

সু। সাক্ষী কিছু জুটিয়াছে?

ক। মর পোড়ার মুখী! আমি কি সেখানে গিয়েছিলাম?

সু। তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলে না কেন?

ক। আমি ত তোমার মত লজ্জা জিনিষটাকে এখনও বেহায়েমীর তীক্ষ্ণ খাঁড়ায় কণ্ঠচ্ছেদ করিতে পারি নাই যে, বাবাকে বিনাইয়া বিনাইয়া সব কথা জিজ্ঞাসা করিব।

সু। বিদগ্ধাননী; তবে যে বলিলে আমি তাকে ভাল বাসি না।

ক। বেশ কথা! এর মধ্যে ভালবাসার কথা উঠিল কোথা হইতে?

সু। সবই ভালবাসা মাথা; বাবার কাছে তার কথা যে বলতে পারলে না, এর হেতু কি বুঝিয়ে দাও ত? সে তোমার ভাইকে পড়ায়, এই যদি শেষ সম্বন্ধ হ'ত, তবে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা আসিবে কেন?—এর উত্তর দেও।

ক। অত উত্তর পূর্ব্ব আমার জ্ঞান নাই।

সু। এখন ন্যাকা! তিনটেয় গোণ্ডা গুণলে কার? তোমার পাঁচটায় কার? আমার! কেন অমন গুণলে? আমি ন্যাকা;—পালটে নাও,—মা বকিবে।

ক। হার মানিলাম; তোমার সঙ্গে কথায় পারে এমন কেউ নাই।

সু। কেবল হার মানিলে চলিবে না, আজ হইতে আমার নিকট স্পষ্ট স্বীকার করিতে হইবে, তাহাকে ভাল বাসিয়াছ এবং সে সম্বন্ধে যাহা যাহা প্রাণে উদয় হইবে—যে ভাব প্রাণের অন্তস্তলে অনুভব করিবে, আমাকে তাহা বলিবে; আমি তোমার আবাল্যের সহচরী,—আমাকে যদি এসব বার্ত্তা জানিতে না দিবে আমার আনন্দ হইবে কেন? আমি আমার প্রাণের ভাব তোমার নিকট গোপন করিব এবং তুমি তোমার হৃদয়ের গোপনপুরের গুপ্ত ভাব, বন-কুসুমের মত ফুটাইয়া ঝরাইয়া আঁধারে বিলুপ্ত করিবে, তবে আনন্দ আসিবে কোথা হইতে? আমি অনেকদিন হইতে তোমাকে অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছি;—অনেকদিন হইতেই তোমার কথার ভাব ভঙ্গিতে বুঝিয়া আসিতেছি; সীতাহার কুসুমের লতার মত তাহার ভালবাসা তোমার হৃদয় নিম্ব গাছটিকে আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে এবং গুচ্ছে গুচ্ছে তাহার শ্যামল পত্র মধ্য হইতে লোহিত শ্বেত পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া পড়িতেছে; তুমি দিনে দিনে তাহার নিতান্ত আপনার জন হইয়া পড়িয়াছ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কনক অনেকক্ষণ কোন কথা কহিল না; তাহার আকর্ণ বিশ্রান্ত ডাগর ডাগর চক্ষু দুইটি শুষ্ক লোহিত—উদাস—তরল; সে একদৃষ্টে সুকেশীর সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সুকেশী বলিল,—"কি ভাবছিস্ লো?"

ক। না, না; এমন কি কঠিন কথা ভাবছি, তবে—

কথার সমাপ্তি না হইতেই সুকেশী বলিল, "ভাল, কনক, যদি উঁহার চুরি অপবাদে জেল হয়, তুই কি করবি?"

ক। করব আর কি।

সু। আমার বিশ্বাস তা হ'লে আর তোর বাপ মা তাঁর সঙ্গে তোর বিবাহ দিবেন না!

ক। তা কি দেন! এমনই মা স্বীকার হন না বলেন, দেশে ওদের কিছু সম্পত্তি নাই, ঘর নাই দুয়ার নাই ওর মা এক বাড়ীতে থাকিয়া কোন রকমে ওকে মানুষ করিয়াছেন। বাবা দিতে চান; তিনি বলেন বংশ ভাল; ছেলেটাও লেখা পড়া শিখেছে; যদি বেঁচে থাকে ঘর দুয়ারেরও অভাব হবে না ভাতেরও অভাব হবে না। সুকেশী, সত্য বলিতে কি, আমি তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছি। বাবার ঐ কথার উপর নির্ভর করিয়াই বড় আনন্দে দিন কাটাইতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, তাঁহার সেবা করিয়া জীবনটা সুখে কাটাইব; কিন্তু হ'ল না সুকেশী, বিধি বাদ সাধিলেন। ঘটনাচক্রে যে কি ঘটিয়া গেল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। চন্দনতরু যে কেন কণ্টকবৃক্ষে পরিণত হইল, কেন যে তাঁহার মত নিষ্পাপ মানুষ এমন ঘটনাচক্রে পতিত হলেন, কিছুই

বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না; তবে এই বুঝিলাম, এই হতভাগিনীর অদৃষ্ট বিড়ম্বনাতেই ঐ সকল ঘটিয়া গেল; শীতল বলিয়া সিনান করিনু, সকলি গরল ভেল;

সু। একটা কথা সত্যি বল্‌বে কনক?

ক। কি কথা বল; আর লজ্জা করিব না; আমার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে, তুমি আমার ভগিনী হইতেও অধিক পরম আত্মীয়া হইতেও করুণাময়ী। আর তোমার কাছে গোপন বা লজ্জা করিব না; শ্মশানে লজ্জা থাকে না।

শুষ্ক নদীতে বান ডাকিল। কনকের শুষ্ক চক্ষু জলভারাকীর্ণ হইয়া পড়িল; কিন্তু চক্ষুর জল চক্ষুতে রাখিয়া কনক পুনরপি বলিল, "যাহা জিজ্ঞাসা করিবে, তাহারই উত্তর দিব। তবে আমার একটি কথা রাখিতে হইবে, আমি যাহা তোমার নিকট বলিব আর কাহারও নিকট তাহা বলিবে না।—এমন কি আমার মায়ের নিকটেও না।"

সু। ওমা, আমি কি পাগল! তুমি এ সম্বন্ধে আমার নিকট যাহা বলিবে, আমি তোমার মায়ের সঙ্গে বলিব! আমার কি জ্ঞান কাণ্ড একেবারেই নাই। যাক্; আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। যদিই ঘটনাচক্রে তাঁহার জেল হয়, আর যদি তোমার বাপ মা অন্যত্র তোমার বিবাহ দেন, তবে কি করিবে?

ক। তাঁহার জেল হইলে আমি বাঁচিব না; সুতরাং বিবাহও হইবে না।

সু। বাঁচবি না কি রকম? কথা শুনে আড়ষ্ট হয়ে মরে যাবি, না কি হবে? কত অন্ধের যষ্টি একমাত্র ভরসা ছেলে, মরে যায়, তারা বাঁচে। কত দুঃখিনীর সন্তানের জেল হয় তারা বাঁচে, জীবনের আশ্রয় স্থল স্বামীর জেল হয়, তারা বাঁচে। আর তোর চোখের দেখার

ভালবাসা 'হবু বরের' জেল হবে বলে! তুই মরে যাবি? মরণ কি এমনই গাছের ফল?

ক। মরণে বরণ করিয়া লইলে সেটা বড় সহজ জিনিষ: একটা আলপিনে একটু দড়িতে অথবা এক বিন্দু ঔষধে সে কার্য্য সমাধা হয়।

সুকেশী শিহরিয়া উঠিল। চমকচঞ্চল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে কি আত্মহত্যা করবে? তুই কি পাগল হয়েছিস্ নাকি; সকল দেশের সকল শাস্ত্রই বলে,—আত্মহত্যা মহাপাপ।"

ক। তুমিও বোধ হয় সকল দেশের সকল বইতেই পড়িয়াছ, স্ত্রীলোকের সতীত্বই সর্ব্বাপেক্ষা বড় জিনিষ; তাহাকে রক্ষা করিতে রমণীগণ সব করিতে পারে। আমি মনে মনে তাঁহার চরণে আমার প্রাণ-কুসুম ঢালিয়া দিয়াছি; দেওয়া জিনিষ ফিরাইয়া লইতে পারিব না; এখন অন্যের সহিত বিবাহ হইলে; আমি নিশ্চয়ই অসতী হইব, সুতরাং তাহার আগে যে প্রকারেই হউক, মৃত্যু পথের পথিক হইয়া সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইব।

সু। শোন, কনক, অত উতলা হইও না; আমাকে না বলিয়া কোন কাজ করিও না; শেষ না দেখিয়া, শেষ না বুঝিয়া হঠাৎ কাজ করিও না; যদিই তাঁহার জেল হয়; তথাপি যে বিবাহ হইতেই পারিবে না, এমন কথা নহে। তোমার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তোমার পিতা মাতা, শুনিতে পাইলে তিনি জেল হইতে খালাস হইয়া আসিলে তাঁহারই সহিত দিতে পারেন।

ক। না, না সুকেশী, আমার মাথা-খাও মরা মুখ-দেখ, একথা ঘূর্ণাক্ষরেও কাহাকে জানিতে দিয়োনা; বিন্দু বিসর্গ ও মা বাবার কাণে তুলিয়ো না। আমি জানি—প্রাণের সঙ্গে জানি—তিনি চুরি করেন নাই; কিন্তু অপরে বুঝিবে না; অপরে বলিবে—অপরে জানিবে, পূর্ণবাবু

চোরের সঙ্গে—জেলের কয়েদীর সঙ্গে,—জেলখাটা দাগীর সঙ্গে তাঁহার মেয়ের বিবাহ দিয়াছেন। সাধারণে আমাকে চোরের স্ত্রী বলিবে! কখনই না, আমি জীবন থাকিতে সে কথা সহ্য করিতে পারিব না। যদি তিনি নির্দ্দোষভাবে খালাস না হন, তবে বিবাহ হইবে না। আমি অপরকেও বিবাহ করিব না অতএব আমার মৃত্যুই নিশ্চয়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নাথের বাগানে দেশী সরাপের দোকান প্রভাত হইতেই খোলা হইয়াছিল; অনেক কুলী মজুর গৃহ মধ্যে ঢুকিয়া কতক ক্রয় করিয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছিল, কতক সেখানে বসিয়া পান করিয়া উন্মত্ত চিৎকার চেঁচানি ও কথা বার্ত্তায় সোরগোল পাকাইয়া তুলিতেছিল।

এই সময় হেম ঠাকুর একটা খালি বোতল হাতে করিয়া আট আনা পয়সার বিনিময়ে স্বহস্তের বোতল মধ্যে পূর্ণ করিয়া লইয়া চলিয়া গেল, এবং কিয়দ্দূর যাইয়া একটা মাঠের উপর রাধা চূড়া ফুলের গাছের তলায় উপবেশন করিল; অদূরে পঞ্চু তাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল; পঞ্চুর মাথায় একখানা মলিন গামছা জড়ান বাধা, পরিধানে ছোট একখানা ছিন্ন ও মলিন কাপড়। হেম ঠাকুরকে আসিয়া উপবেশন করিতে দেখিয়া সেও আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল, এবং হেম ঠাকুরের পার্শ্বে একেবারে পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িল। হেম ঠাকুর বলিল,—"কি বাবা, একেবারে সাত পোয়া দেখছি, চোদ্দ পোয়া হবে নাকি?"

প। চোদ্দ পোয়া হবারই মত,—কাল রাত্রি থেকে শরীরটা ভারি, ম্যাস্-মেসে হয়েছে।

হে। হবে না! আজ তিন দিন একাদশী চলছে,—তার উপরে তোতে আমাতে এই দারুণ বিরহ গিয়েছে। পাঁচ ছয় দিন দেখা সাক্ষাৎ ছিলনা; যদি ও কাল সন্ধ্যা থেকে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে কিন্তু নিরম্বু একাদশী,—তার উপরে আকাশে ও একটু মেঘ হয়েছিল, কাজেই শরীরটা ও রকম হয়ে পড়েছে যাক্ বাবা, এখন চালাও,—এক

বোতল ত এনে ফেলেছি,—চালাও—অনেক কষ্টের জিনিষ বাবা। দক্ষিণেশ্বরের বাগানে কালী বাড়ীতে পাঁচদিন ছিলাম; এই পাঁচদিন লোকের কাছে ভিক্ষে করে করে যা যোগাড় করে ছিলাম, তাই দিয়ে একটু আধটু কিনে খেয়ে কোন রকমে জীবন ধারণ করেছি এবং তোমাকে খাওয়াব বোলে আট আনা যোগাড় করে এনেছি; তোকে আমি বড় ভালবাসি, জানিস্ পঞ্চু মাণিক।

অতঃপর তাহারা পরপর দুই তিন খুলী করিয়া মদ্যপান করিল। উভয়েরই চক্ষুলাল হইয়া উঠিল,—কথা জড়াইয়া গেল এবং মত্ততা আসিয়া উপস্থিত হইল। হেমন্ত ঠাকুর বলিল,—"শোন, পঞ্চু মাণিক; একদিন দক্ষিণেশ্বরের কালী বাড়ী যাবি?"

প। কেন, বাবা হেমা খুড়ো; সেখানে চুরির কোন বিশেষ সুবিধা আছে নাকি?

হে। তাও আছে রে,—খুব আছে; কালী ঠাকুরের অনেকগুলি গহনা,—বাগাতে পারলে ঢের টাকা হয়।

প। রাণী রাসমণির ঠাকুর, নিতান্ত পাহারাশূন্য থাকে ব'লে মনে ক'রোনা প্রাণাধিক; বন্দুকের আগার তীক্ষ্ণধার ফলা ঘাড়ে করে শিখ বাবাজীরা ঘুরে বেড়ায়—তোমার বামুনে ভূঁড়ি টুকুর মধ্যে তা বসিয়ে দিলে মুরগী পাখীটির মতন ঝুলিয়ে রাখবে। খবরদার সেখানে ঐ কাম করিতে যেও না।

হে। তা জানি রে, জানি; তবু কিন্তু সুবিধে আছে; যেমন পাহারা আছে, তেমনই পলাবার অনেক পথও আছে।

প। তবে পারলিনে কেন?

হে। চেষ্টা করেছিলাম; দিন দিন তিনদিন করিয়াছি,—ঠাকুরের কাছ পর্য্যন্ত গিয়াছি, কিন্তু পারি নাই। কয়দিনই সেই পাথরের মূর্ত্তি আমাকে

নিষেধ কোরেছে—যেন সে মূর্ত্তি হাসিয়া আমায় বলিয়াছে পাপিষ্ঠরে ;—আর কতকাল মদের ঝোঁকে কাটাবি,—মৃত্যু যে শিয়রে আসিয়াছে,—আমি পিছাইয়া পড়িয়াছি। এ মন্দিরে এক সন্ন্যাসী আছে ; সেই ঠাকুরের পূজা করে ; সে একদিন সন্ধ্যাকালে আমাকে ডাকিয়া বলিল,—প্রাণের বন্ধু ; আমার নিকটে আয় ভাই। তুইও মাতাল ; আমিও মাতাল ; রাজা-মহারাজ —মেয়ে পুরুষ—দীন দুঃখী পশুপক্ষী—মুনি-ঋষি সবাই মাতাল। কেহ মদ খাইয়া মাতাল,—কেহ বিষয় লইয়া মাতাল,—কেহ জ্ঞান ভক্তি লইয়া মাতাল, —কেহ যশ লইয়া মাতাল,—কেহ ভক্তি লইয়া মাতাল,—কেহ কেহ আবার চুরি জুয়াচুরি জাল মামলা মোকর্দ্দমা লইয়া মাতাল—ফল কথা। মোহময় মদ খাইয়া সকলেই মাতাল। তাই সকলে মত্ত হইয়া সংসারে ঘুরিতেছে—ফিরিতেছে ; গর্ব্বের তাণ্ডব হাস্যে জগৎ পূর্ণ করিতেছে। অতএব তুমি লজ্জা করিও না—ভয় করিও না—সত্য করিয়া বল ভাই, কিসের জন্য তুই আজ কয়দিন ধোরে মায়ের মন্দিরে অবস্থান করিতেছিস্ ?"

প। রাখ বাবা তোর সন্ন্যাসী মহান্তর কথা ; খাচ্চিস্ মদ, গাচ্চিস্ খোদার নাম। ঢাল—ঢাল মদ ঢাল ; একখুলী মদ দিয়ে এক মন্বন্তর কাটান, ভাল নয় ; চালাও চালাও বাবা চালাও—নেশা ধরে যাক।

হে। কেন, মাণিক ; আজ অত তাড়াতাড়ি কেন ?

প। তাড়াতাড়ি আছে রে, হেমা খুড়ো ; আজ আমার দশটার মধ্যে ছ্যান—বিশ্ টের মধ্যে আহার—অন্তে অফিসে গমন।

হে। হেতু—প্রিয়তম ?

প। আজ সেই যুবকের বিচারের দিন।

হেমন্ত মদ্য ঢালিয়া পঞ্চুকে দিল এবং তৎপরে নিজে পান করিল। তারপরে বলিল,—"তাই কি প্রাণেশ্বর তুমি আমার, ওকালতী গ্রহণ করেছ ? কোন পক্ষে ওকালতী নিয়েছ মীরজাফর খাঁ বাহাদুর ?

প। এর মধ্যে শালা মাতাল হোয়ে গেছিস্; এখনও অর্দ্ধেক মাল বোতলে বিরাজিত !

হে। তবে নে, আর একখুলী খা; খেয়ে প্রাণের কথা খুলে বল, আজ মরণে কেন পুলিস কোর্টমুখো টেনে নিয়ে যচ্চে তোমায়—

ওহে প্রাণধন;
ইন্দ্রজিৎ মোর
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে
বধিবে নিশ্চয়,
আজ লক্ষ্মণ তোমারে।
পাঠাইবে ভীষণ জেলেতে—
পরাইবে গলদেশে
লৌহ-বিনির্ম্মিত পদক একখানি।
পতঙ্গ যেমতি মরিবারে যায়,
আলোক দর্শনে আগুনের কাছে
বিনা ওয়ারেণ্টে অথবা পুলিসের
বিনা ধাক্কা খেয়ে
যেতেছ তেমনি বাবা !
লাল বাজারের সেই বিভীষণ কোর্টেতে।

প। হেমা খুড়ো,—হেমা খুড়ো;—জানি আমি আজ আমার নিশ্চয়ই জেল ! আজ আমি নিশ্চয়ই স্বাধীনতাপূর্ণ জগৎ ছাড়িয়া অধীনতার নিগড় পুরীতে কোর্টে যাইব। কিন্তু হেমা খুড়ো, না যাইয়া পারিব না; সেই নিষ্পাপ সরল সুন্দর যুবক আমার জন্যে জেলে যাইবে,—আমি চোর,—চুরি করিয়া পলাইতেছিলাম; সে ধরিয়া অপহৃত দ্রব্য কাড়িয়া লইয়া বাসায় যাইতেছিল,—পথে পুলিসে ধরিয়াছে—সে সত্য বলিলে নিষ্কৃতি

পাইবে না; আমার নামও জানে না—কোথায় থাকি তাও জানে না—কাজেই সে নিজের স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া লইয়াছে।

হে। এসব খবর কোথায় পেলে মাণিক?

প। এই কয় দিন ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করেছি।

হে। কিন্তু বারে বারে নিষেধ করিলে দ্বাদশ বর্ষীয় বাদল আমার যেও না হে দ্রোণাচার্য্য রচিত চক্র ব্যূহ মাছে আর আসিবে না ফিরে। অভাগিনী মাতা তোর দুঃশাসন কাছে শোন হতভাগা পঞ্চু. মরে মরুক সে ছোক্‌রা, সে মরুক, তার বাবা মরুক তার চৌদ্দ পুরুষ মরুক, তোমার আমার কি মাণিক? সে শালা বরং কাজের হস্তারকই হয়েছিল, সে শালার বেটা শালা দুর্য্যোধনের বেটা উরুভঙ্গ, যদি সোণার কঙ্কণ গাছটা কেরে নিয়ে না যেত, বেচে নেহাৎ পঞ্চাশ টাকাও পাওয়া যেত। কেননা, আমাদের জিনিষ যেথানেই বেচতে যাওয়া যাক্, আসল মূল্যের দুআনা অংশের অধিক দেয়না, তা হলে আমাদের কত দিন—কত দীর্ঘ দিন, রাজার বেটা পঞ্চু দত্তের মত মদ আর মুড়ি ভোজন চলিয়া যাইত।

অতঃপর তাহারা পুনরপি মদ্য পান করিল, সুরাটুকু প্রায় তখন শেষ হইয়া গিয়াছে, উভয়ের চক্ষু লোহিত, মস্তকের কেশ উর্দ্ধে উত্থিত এবং সমস্ত দেহ টলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কথা জড়াইয়া আসিয়াছে, বেলাও তখন প্রায় দশটা বাজে বাজে। পঞ্চু বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল, সুরারুণ চক্ষুর উন্মাদ-দৃষ্টিতে একবার আকাশের দিকে চাহিয়া তারপরে হেমন্তের দিকে চাহিল, তারপরে ব্যথিত করুণ গানের সুর করিয়া বলিল,—"যাবার সময় হল আমার, বেঁধ না আর মায়াজালে।" শোন হেমন্ত, চলিলাম, বুঝি আর দেখা হইবে না, সত্যই আমি নিজ ইচ্ছায় পতঙ্গের মত আগুনে ঝাঁপ দিতে যাইতেছি, শত নিষেধে ও আর

থাকিতে পারিব না, না জানি কোন আকর্ষণে আমার এমন গতি হইল। তুই কত দিন থিয়েটারের কত বক্তৃতা আমার সাম্‌নে করেছিস্, পকেট মারার জন্য কতদিন থিয়েটারে ঢুকে কত বক্তৃতা শুনেছি' চুরি করিবার জন্য কত বড় লোকের বাড়ী কথকের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু কখন ও প্রাণের মধ্যে সে ভাব প্রবেশ করিতে পায় নাই। বুঝি প্রাণের দুয়ারে চুরি করা উদ্দেশ্য রূপ সিপাহী জাগিয়া বসিয়া থাকিত, তাই সেই দুয়ার গলাইয়া আর কিছুরই প্রবেশাধিকার রহিত না। এই কয়দিন হইতে সারা প্রাণ উদ্দেশ্য হীন ধূ ধূ প্রান্তর পড়িয়া রহিয়াছে। কাল সন্ধ্যার সময় গঙ্গাতটে এক বালকের মুখে একটী ছোট গান শুনিয়া তাহা যেন ব্রজের বাঁশরীর স্বরাকর্ষণ হইতে ও আমার কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্ম মাঝে প্রবেশ করিয়াছে। ভাবিস্ না হেমাখুড়ো, আমি মাতাল হয়েছি, তোর এত মদে—মদের বিষ আমার শিরায় শিরায় উঠিয়াছে বটে, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ টলিতেছে বটে, কিন্তু আমাকে মাতাল করিতে পারে নাই, কথা জড়াইয়া আসিয়াছে, কিন্তু প্রাণের জ্ঞান ঠিক আছে, উদ্দেশ্য হীন হই নাই, বালক তাহার মধুর স্বরে গাহিতেছিল—

মা আর নাই মোচন পিতা ত্রিলোচন
বসলেন শর মধ্যে আমার জীবন বধ্যে

তাহার পুরাতন গানের এই ছত্র কে জানে আমার মর্ম্ম মাঝে প্রবেশ করিয়া বড় কাতর করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার গান শুনিতে শুনিতে আমি জগৎ ভুলিয়া গেলাম—আপন ভুলিয়া গেলাম, সব ভুলিয়া গেলাম, দেখিলাম—সেই ভীষণ হাজত ঘর,—হাজত ঘরের মধ্যে সেই যুবক একা তাহার দুই চক্ষু দিয়া ঝর ঝর জল ঝরিতেছে আর করুণ স্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া গাহিতেছে,——'মা আর নাই মোচণ পিতা

ত্রিলোচন বসলেন শরমধ্যে আমার জীবন বধ্যে' কেন এমন হইল হেমন্ত খুড়ো, বলিতে পারিস্? থাক্ থাক্, আর বলতে হইবে না, সময় হইয়াছে, এতক্ষণ তাহার বিচার আরম্ভ হইয়াছে।

পঞ্চু আর মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল না, সে টলিতে টলিতে চলিয়া গেল। তাহার গমনে হেমন্ত বাস্তবিকই অত্যন্ত ব্যথিত ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, বিশেষতঃ তাহার যাইবার সময়ের কথাবার্ত্তা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া শুনিয়া, তাহার ও মন যেন কেমন উদাসবিহ্বল হইয়া পড়িল, সে অবশেষে মস্ত টুকু বোতলের কানায় ঢক্ ঢক্ করিয়া গিলিয়া ফেলিল। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইল।

এই সময় এক পাহারাওয়ালা তাহার বেশসজ্জিত সশরীরে আসিয়া হেমন্তের নিকটে দাঁড়াইল, কোমরে কোমরবন্ধের সঙ্গে যথারীতি এক গাছি রুলও ঝুলিতেছিল।

সে আসিবা মাত্রই হেমন্ত যেন চমকিয়া উঠিল,—বলিল,—"জনাব খোদাবন্দ; অধীনের সেলাম গ্রহণ কর বাবা; তোমার ঐ ভীষণ হরিতকী কাষ্ঠ বিনির্ম্মিত রুলগাছটী সম্বরণ কর, কয়দিন কালীবাড়ীর খাবার খেয়ে খেয়ে একে পেটে অসুখ জন্মে গিয়েছে, তার উপরে ঐ হরিতকীকাষ্ঠ বিনির্ম্মিত মহাযন্ত্রের দুই একটা গুতা মারলে এখনই মেথর ডাকতে হবে বাবা; তা না হয়ে পথ দেও, আমি সুর সুর করে চলে যাই বাবা।"

পাহারাওয়ালা সাহেব পশ্চিম দেশীয় মুসলমান, জনাব, খোদাবন্দ, প্রভৃতি উচ্চ সম্বোধনে নিতান্ত প্রীত ও গর্ব্বিত হইয়া বাম হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা তাহার মুখের অবিরল শুভ্র গুলিতে মোড়া দিয়া বলিলেন,—

"তোম্ বহুত মাতোয়ারা হুয়া।"

হে। তাতে তোমার কি জনাব? দিন দুপুরে আমার উপর তোমার কোন অধিকার নাই খোদাবন্দ, যতক্ষণ 'পপাত্তি ধরণীতলে

না হচ্চি, ততক্ষণ থানায় নিয়ে যেতে পার না, তবে তোমরা হুনিয়ার মালিক, যা কর তাই সাজে বাছা হনুমান, কোথা রাজা বর্দ্ধমান—কোথায় লাগেন হায়দ্রাধিপতি বা আমাদের সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড। যাওত যাদু, পথ ছাড়; চলে যাই। ওমূর্ত্তি সামনে থাক্‌লে, 'শিহরে কদম্ব ফুল, দাড়িম্ব বিদরে'।

পা। তোমত ভদর আদমী থা, ইস্‌মাফিক কাম্ কাঁহে কর্‌তা হায় ?

হে। চিনেছ বাবা ঠিক চিনেছ; আমি ভদর আদমী থা, তবে আর ছেড়ে দিতে 'ইতস্ততঃ কর কেন যাদু, একটু পথ দেও, খসে পড়ি।

পা। হ্যামরা বাৎকো উত্তর দেও, কাঁহে ইস্‌মাফিক কাম করতে থা ?

হে। কি কহিব রণের বারতা, তোমার সাক্ষাতে; দশানন, প্রাণধন, ওহে মহম্মদ খাঁ।

দেশে পাহারাওয়ালা সাহেবের নাম মামুদ খাঁ, মহম্মদ খাঁ, বলায় তিনি ভাবিলেন, এই ব্যক্তি কোন বড় চাকুরে হইতে পারে এবং তাঁহার নাম ধামও জানে, মামুদের পরিবর্ত্তে মহম্মদ বলিয়া সম্বোধন করিতেছে, তিনি আর ও গর্ব্ব অনুভব করিলেন, তথন নিজের উচ্চ ও গর্ব্বিত স্বর কিঞ্চিৎ নম্র ও বিনীত করিয়া বলিলেন,—"হামতো আপকো আচ্ছা বাৎ বোলা হায়; দারুপিনসে বহুৎ লোক বাউরা হো গিয়া; কাঁহে আপ ইস্‌মাফিক কাম কিয়া ?

হে। কাঁহে কিয়া ?

মহম্মদ ;—মহম্মদ শোন তবে বলি—
দেখেছ কি নির্জ্জন শশ্মান,
দেখেছ কি নিদাঘ, নিশিথে তাহা পড়িয়া থাকিতে একা ?
শুধু ধূ ধূ চিতায় আগুণ ভরা।
মনে কর মনে কর মহম্মদ,

নাহি সেথা পুতি গন্ধ,
নাহি সেথা মরণের উচ্চ কোলাহল,
নাহি সেথা ক্রন্দনের আকুল বারতা
শব নাই, শিবা নাই, নাই কুক্কুর শৃগাল সেথা ;—
নাই গৃধিনী শকুনি
আছে শুধু হু হু করা নিশার বাতাস।
দেখেছ কি মহম্মদ তেমন শ্মশান নিশীথ—দৃশ্য,
তা'হ'লে বুঝিতে পার পাবে কাঁহে কিয়া দারু পান।
কোন ব্যথা, কি যে জ্বালা, জুড়াবার তরে
ছিনু আমি প্রথমে দারুপান করে
বলিবার নাহি কেহ ? ত্রিজগতে মহম্মদ চলিলাম।
সেলাম করিয়া তব হরিতকী বিনির্ম্মিত
লগুড়ের পায়ে, গৃহে কাঁদিতেছে মা
যশোদা নর্ম্মদা সুন্দরী, পড়িয়া তাঁহার
কোলে, নিদ্রা যাব সুখে।

মহম্মদ তাহার একবর্ণও বুঝিলেন না, তবে এই মাত্র বুঝিয়া লইলেন, লোকটা নামজাদা থিয়েটারের এক্‌টার হইবে, নতুবা এমন বক্তৃতা করিবে কি প্রকারে। একদিন তাঁহার নেকার বিবির প্রথম পক্ষের খসমের চাচাত ভাইকে থিয়েটার দেখাবার আবশ্যক আছে। ইহার দ্বারা বিনা পয়সায় সে কার্য্য হইতে পারে। বলিলেন,—"আপ্‌তো থিয়েটারকো আদমী হ্যায়"।

হে। ঠিক ধরেছ বাবা ; এইবার ঠিক ধরেছ। তুমি থিয়েটার দেখতে যাবে যাদু ? আপাততঃ আমার পথ ছেড়ে দেও ; আমি খসে পড়ি, তারপর শনি মঙ্গল. বার দেখে একদিন ষ্টার থিয়েটারে গিয়ে আমাকে খুঁজো, আমি তোমাকে থিয়েটারে বসিয়ে দেবো।

পা। হামারা সাৎ আউর একঠো আদমি যানে হোগা।

হে। আচ্ছা, তোমরা তিন পুরুষ একত্র হয়ে যেও, রাস্তা হতে আমার নাম করে ডেকো। কত সমাদরে তোমাদিগকে থিয়েটারের মধ্যে ঢুকিয়ে দেব।

পা। আপ্‌কো কিয়া নাম হ্যায় বাবু?

হে। হামারা নাম হ্যায় ট্যাংসি চন্দ্র ভট্টশালিনী। যেও, যেও, বাবা সকাল সকাল যেও।

পাহারাওয়ালা সাহেব, সেলাম জানাইল, হেমন্ত কুমার খালি বোতলটা কুড়াইয়া লইয়া বাম বগলের তলে রাখিল, তারপরে গঙ্গার দিকে চলিয়া গেল। পাহারাওয়ালা সাহেব নিজ মুখস্থিত দাড়িগুলাকে পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিতে করিতে ধীর পদক্ষেপে রাস্তার উপর গমন করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বেলা এগারটা, লাল বাজারে পুলিশ কোর্টে লোকে লোকারণ্য। নিম্নে বহুবাজার ও চীৎপুর রোডের রাস্তার সঙ্গম স্থলে বহুপ্রকারের অশ্বযান সকল আরোহী শূন্য অবস্থায় দণ্ডায়মান। ঘেঁসা-ঘেসি ঠেসা-ঠেসি, মিশামিশি, তাহার মধ্য দিয়া পথিকগণের যাতায়াত দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। লোহিত বর্ণের সেই প্রকাণ্ড প্রাসাদের সিঁড়ি দিয়া বহু লোক উঠিতেছে নামিতেছে, সকলেই ব্যস্ত; সকলেই উন্মনা। প্রাসাদমধ্যে লোকে লোকারণ্য;—উকীল, উকীলের মুহরী, ব্যারিষ্টার, পুলিশের দৌড়া-দৌড়ি ছুটাছুটী এবং কতক কতক কম্পিত হৃদয় ধীর মন্থর গামী দর্শক ও মোকর্দ্দমাকারীর পক্ষীয় লোক চলিতেছে, ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে আপন আপন সাক্ষী ডাকিতেছে, হাঁকিতেছে, উকীল কৌন্‌সলি খুঁজিতেছে। ত্রিতলের উপর বিচারক গণ কক্ষে কক্ষে বিরাজমান। প্রতিকক্ষেই পুলিশ পাহারার কড়াকড়ি তাড়া তুড়ি; উকীল কৌন্‌সলির ছড়াছড়ি এবং বিচারার্থী জনসঙ্ঘের ও তৎপক্ষীয় তদ্বিরকারীগণের তথা সাক্ষীগণের কম্পিত হৃদয়ে গমনাগমন হইতেছিল।

এই সময় হাজত গৃহ হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ নির্ম্মলকে লইয়া তিনজন কনষ্টবল তৃতীয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করিল। পঞ্চু মাতাল আগে হইতেই আসিয়া দ্বিতলের বারেণ্ডায় বসিয়াছিল, নির্ম্মলকে যদি ও সে, সেই একরাত্রে একবার দেখিয়াছিল, কিন্তু তাহার ছবি খানি হৃদয়মধ্যে সে বেশ করিয়া আঁকিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু তথাপি নিঃসন্দেহ হইতে পারিল না। সে ধীরে ধীরে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া প্রবেশ দ্বারে দাঁড়াইল।

কনষ্টবলগণ নির্ম্মলকে আসামীর কাটগড়ায় দাড় করাইয়া দিয়া শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া লইল। নির্ম্মলের বিচার আরম্ভ হইল; পুলিশ পক্ষের উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন,--"তোমার নাম কি?

নি। নির্ম্মল চন্দ্র দত্ত।

উ। এখানে কোথায় থাক?

নি। পাথুরিয়া ঘাটা।

উ। কি কর?

নি। রিপণ কলেজে বি, এ ক্লাসে পড়িতাম।

ম্যাজিষ্ট্রেট বাঙ্গালী, তিনি একবার নির্ম্মলের দিকে চাহিলেন; তারপরে উকীলসরকারের দিকে চাহিলেন।

উ। তুমি বাগবাজারের পূর্ণ বাবুকে চেন?

নি। হাঁ, চিনি; আমি তাঁহার পুত্র অমিয়কে আজ তিন বৎসর হইতে পড়াইতেছি।

উ। কত করিয়া মাসিক বেতন পাও।

নি। অমিয় যখন ফোর্থ ক্লাসে পড়িত, তখন বার টাকা পাইতাম;- আমি ও তখন এফ এ ক্লাসে পড়িতাম, তারপরে ষোল টাকা হয়, এখন সে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিয়াছে এখন কুড়ি টাকা করিয়া পাই।

উ। তুমি পূর্ণ বাবুর কন্যার হাতের কঙ্কণ চুরি করিয়াছ?

নি। হাঁ,--করিয়াছি।

উ। রূপো গাছি তোমার একটী রক্ষিতা বেশ্যা আছে?

নি। না হুজুর, আমি নিতান্ত গরীবের ছেলে, পরের অনুগ্রহে কোন রকমে একটু লেখা পড়া শিক্ষা করিতেছি। মা আমার, অতিকষ্টে দিন কাটান, তাহার দৈন্য অবস্থা দূর করাই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, আমি কোন নিকৃষ্ট বৃত্তির দাস নহি, নরকের কীট নহি, দেশে

মা আমার দাসী বৃত্তি করিতেছেন, আর আমি কলিকাতায় আসিয়া বেশ্যাসক্ত হইব, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

হাকিম নির্ম্মলের মুখের দিকে পুনরপি চাহিলেন, দেখিলেন, তাহার চক্ষু জলভারাকীর্ণ, যেন আষাড়ের মেঘ, জল ভারে টল মল করিতেছে। সরকার পক্ষীয় উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি জন্য বেশ্যা পল্লীতে গিয়েছিলে ?"

নি। ঐ পথ দিয়া বাসায় যাইতেছিলাম।

উ। বিশ্বাস হয় না, শ্যামবাজার হইতে পাথুরিয়াঘাটায় যাইবার সে পথ নহে।

হাকিম পুলিশ পক্ষের সাক্ষী তলব করিতে আদেশ করিলেন। আলী-পুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্ণবাবুর প্রথম সাক্ষী। তিনি সাক্ষীর কাটগড়ায় উঠিয়া কোর্টকে সেলাম করিলেন, হাকিম তাঁহাকে চিনিতেন, উভয়েই সমান পদস্থ, মন্দ মন্দ হাসিয়া উভয়ে উভয়ের প্রীতি সম্পাদন করিলেন, তারপরে যথারীতি হলফ পড়িলে সরকার পক্ষীয় উকীল সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এই যুবককে চিনেন ?"

পু। হাঁ চিনি, তিন বৎসর হইতে আমার ছেলেকে পড়াইতেছে।

উ। উহার চরিত্র কেমন জানেন ?

পু। খুব ভাল বলিয়াই জানি এবং এখন ও বিশ্বাস করি, উহার দ্বারা এ চুরি হয় নাই।

উ। ও নিজে স্বীকার করিয়াছে, আমি চুরি করিয়াছি।

পু। তাহা ও শুনিলাম, কিন্তু তথাপি ও চুরি করিয়াছে বলিয়া আমার মন বিশ্বাস করে নাই।

উ। গতদিনে আপনার কন্যার জবানবন্দী লইতে আপনার উপর ভার দেওয়া হইয়াছিল, আপনি ও ম্যাজিষ্ট্রেট, তিনি আপনার সাক্ষাতে কি বলিয়াছেন ?

পু। সে বলিয়াছে, আমি চোর চিনিতে পারি নাই। আমি অন্য মনস্ক ভাবে একহাতে একটা জিনিষ লইয়া অপর হস্ত ঝুলাইয়া দিয়া ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহিরে যেথানে স্ত্রী-আহার হইতেছিল, সেইখানে যাইতেছিলাম, কে আসিয়া পশ্চাৎ হইতে নিমেষ মধ্যে আমার হাতের কঙ্কণ ছিনাইয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছিল।

উ। নির্ম্মলের উপর তিনি সন্দেহ করেন কিনা?

পু। না, না, সে কিছুতেই বিশ্বাস বা সন্দেহ করে না।

উ। কঙ্কণ চুরী যাইবার পরে, আর কেহ নির্ম্মলকে দেখিয়াছিল বলিয়া আপনি শুনিয়াছেন কি?

পু। না; আমার বাড়ীর চাকর চাকরাণী, আমার স্ত্রী কন্যা বা পুত্র কেহই উহাকে আর দেখিতে পায় নাই।

হাকিম নির্ম্মলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'তোমার উকিল কৌন্‌সিল কিছু আছে বা এই বাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে?'

নির্ম্মল নতবদনে বড় অন্যমনস্ক ছিল, সেকথা তাহার কর্ণে পঁহুছিল না। উকিল ধমক দিয়া পুনরপি সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। চমক ভাঙ্গা চঞ্চল নয়নে উকিলের দিকে চাহিয়া সে কথার উত্তরে বলিল,—"না"।

উ। কি না? উকিল কৌন্‌সলি নাই, না জিজ্ঞাসা করিবার নাই?

নি। উভয়ই নাই।

এই সময় বঙ্গের খ্যাতনামা একজন ব্যারিষ্টার উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "উহার পক্ষে আমি আছি, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। তিন বৎসর নির্ম্মল আপনার বাড়ী যাতায়াত করিতেছে, আপনার টাকা কড়ি অলঙ্কার লইবার সুযোগ আর কখনও উহার ঘটিয়াছে কি?"

পু। বহু দিন; ও আমার সন্তানের ন্যায় বাড়ীর মধ্যে যাতায়াত করিয়া থাকে; ঘটনার দিনও দুপুরের সময় যখন বিবাহের বাড়ী যাইবে বলিয়া

বস্ত্রালঙ্কার বাহির করিতেছিল, তখন একছড়া নেকলেস্ মূল্য অনুমান পাঁচশত টাকা, পরিত্যক্ত বস্ত্রের মধ্যে জড়াইয়া গিয়াছিল, তাহা আমার স্ত্রী বা কেহই দেখিতে পায় নাই। অপ্রয়োজন বিধায় তাহার অনুসন্ধানও তখন হয় নাই; ঘরে চাবি দিয়া রাখিয়া সকলে বিবাহবাড়ী চলিয়া যায়, ঘটনার কিছু পূর্ব্বে সহসা নেকলেসের কথা আমার স্ত্রীর মনে হয়, এবং তাহা তুলিয়া রাখিয়া যান নাই একথা স্মরণ হওয়ায় তাড়াতাড়ি নির্ম্মলকেই বাড়ী পাঠাইয়া দেন। নির্ম্মল বাড়ী আসিয়া, নেক্লেস্ খুঁজিয়া লইয়া গিয়া আমার স্ত্রীর নিকট পঁহুছিয়া দেয়।

হাকিম কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন এবং হস্তে মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে ব্যারিষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন কি?"

ব্যারিষ্টার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—"না"।

হাকিম সরকার পক্ষীয় উকিলের দিকে চাহিলেন; তিনিও বলিলেন, "না ইহাকে জিজ্ঞাসা করিবার আর কিছু নাই। অপর সাক্ষী আছে।"

নির্ম্মল জনসমুদ্রের মধ্যে চাহিয়া দেখিল, কে তার আপন জন আছে, কে তাহার পক্ষে এই বিখ্যাত ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়াছে। দেখিল ব্যারিষ্টারের পশ্চাৎ ভাগে বৃদ্ধ মথুর বাবু চিন্তাক্লিষ্ট বদনে একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট, সে তখন লজ্জায়, ক্ষোভে ও মাতার কথা স্মরণ করিয়া বড় ম্রিয়মান হইয়া পড়িল। এবং এই সময় ধৃতকারী পাহারাওয়ালা আসিয়া সাক্ষীর কাট্‌গড়ায় উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রকৃত কথাই সমস্ত বলিল।

তখন সরকারপক্ষীয় উকিল নির্ম্মলের পক্ষীয় ব্যারিষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার মক্কেলের পক্ষে সাফাই সাক্ষী দিবেন কি?"

ব্যারিষ্টার বলিলেন,—"না।"

সরকারপক্ষীয় উকিল বক্তৃতায় যাহা বলিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই;—

"এই নির্ম্মলচন্দ্র এই অলঙ্কার যে, চুরী করিয়াছে, তাহা মহামান্য কোর্টে নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছে এবং প্রথম ধৃর্ত্ত কারীর নিকট অপহৃত দ্রব্য স্বেচ্ছায় দেখায় নাই, ছুটিয়া পলায়ন করিতেছিল, ধৃত করিয়া লুকান স্থান হইতে বাহির করিয়াছে এবং আসামী নিজেও তাহা স্বীকার করিয়াছে। অতএব অন্য সাক্ষী থাক বা না থাক, ইহাতেই এ দণ্ড পাইবে সুনিশ্চিত।"

তাঁহার বক্তৃতা-অন্তে নির্ম্মলের পক্ষীয় ব্যারিষ্টার নানারূপ বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া যাহা বলিলেন, তাহা এই যে;—

"যাহার জিনিষ, তিনি চোর চিনিতে পারেন নাই, তিনি বা তাহার আত্মীয়স্বজন কেহই উহার চরিত্রে সন্দেহ করেন না; অভাবে স্বভাব নষ্ট; ধরিয়া লইলেও সেই দিবসই সন্ধ্যা কালে পাঁচশত টাকার মূল্যের অলঙ্কার লইয়া গিয়া তাঁহাদিগকে দিয়াছে; পাই নাই বলিলেই সকল গোল চুকিয়া যাইত। অতএব সে যে চুরী করে নাই, ইহা নিশ্চিত; অতএব চুরী অপরাধে যুবক অপরাধী হইতে পারে না, ইহার ভিতর অন্য কোন রহস্য আছে বলিয়াই জ্ঞান হয় এবং সে রহস্য পুলিস্ কর্ম্মচারির দ্বারায় ভেদ হওয়া উচিত ছিল, অতএব আসামী নির্দ্দোষ খালাস পাইবার উপযুক্ত।"

সরকার পক্ষীয় উকীল বলিলেন,—"আসামী নিজমুখে অপরাধ স্বীকার করিয়াছে এবং অপহৃত দ্রব্য তাহার নিকট পাওয়া গিয়াছে এবং আর এই কঙ্কণ চুরি গিয়াছে, তাহাও সত্য। অতএব আসামী যে চৌর্য্যাপরাধে দোষী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বিচারক কি বলিতে যাইতেছিলেন, বলা হইল না। স্খলিত পদে টলিতে টলিতে পঞ্চু আতাল গৃহ প্রবেশ করিয়া, একেবারে আসামীর কাঠগড়ায় নির্ম্মলের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল, কনেষ্টবলেরা দ্রুত আগমনশীল পঞ্চুকে ধমক দিয়া নামাইতে গেল, পঞ্চু নামিল না এবং বলিল,—

"থাম বাবা সকল; আসামী আমি, হাকিম বাহাদুরকে আমার কিছু বলিবার আছে।"

তারপরে সেলাম করিয়া হাকিম বাহাদুরের মুখের দিকে চাহিয়া অতি সুন্দর ইংরেজী ভাষায় যাহা যাহা বলিয়াছিল, আমরা তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে লিখিয়া দিলাম, যেহেতু বাঙলা উপন্যাস, ইংরেজিতে উত্তর প্রত্যুত্তর বড় মিশ খাইবে না এবং অনেকের অসুবিধাও হইতে পারে।

প। আমার নাম পঞ্চু মাতাল,—আমি কলিকাতার একজন বিখ্যাত বদমায়েস, অনেকবার এই এজলাসে আসিয়াছি, জেলে ও গিয়াছি। বর্ত্তমান এই চুরি—যাহার জন্য এই নির্দ্দোষ যুবক জেলে যাইতে বসিয়াছে, তাহা আমা কর্ত্তৃকই ঘটিয়াছে।

হাকিম তাহার মুখে ঐরূপ সুন্দর ইংরেজী ভাষা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। তাহার বেশ ও শরীরের অবস্থা দেখিয়া, নিকৃষ্টবৃত্তিশালী মাতাল বলিয়াই বিশ্বাস করিলেন, কিন্তু সে যেরূপ ইংরেজীতে কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিল, তাহা উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন অপরে সম্ভবে না।

হা। তুমি এরূপ ইংরেজী বলিতে কোথায় শিখিলে?

প। হুজুর, আমি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় অনারে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম।

হা। তারপরে এত অধঃপতন কিসে?

প। মদে। শুনুন হুজুর, আমি একবর্ণ ও মিথ্যা বলিব না, ঐ নিষ্পাপ যুবককে জেলে দিবেন না, পাপ করিয়াছি আমি, দণ্ড আমাকে দিন্।

হাকিম ভারি অন্যমনস্ক ভাবে কি চিন্তা করিলেন, যেন অনেক দিনের কোন পুরান স্মৃতি স্মরণ পথে টানিয়া আনিলেন, তারপরে

জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি পঞ্চানন দত্ত, তুমি কি বোর্ডিংএ থাকিয়া পড়িতে, তোমার আমলে কি মিষ্টার বুথ ম্যাথামেটিক্ প্রফেসার ছিলেন? গৌরীশঙ্কর দাদা কি তোমার একসঙ্গে এক্‌-জামিন দেন?"

পঞ্চু শিহরিয়া উঠিল।

বলিল হাঁ। হুজুর এ সকল সংবাদ কি করিয়া পাইলেন?

হা। হতভাগ্য;—আমিও তোমার সহাধ্যায়ী ছিলাম, আমিও তোমার একসঙ্গে বি, এ এক্‌জামিন দিয়াছিলাম, আমার নাম রাম কানাই বসু; মনে পড়ে?

পঞ্চু ঘাড় হেঁট করিল, তারপরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "না না সে সব কিছু মনে পড়ে না, আমি সে পঞ্চু নই, আমি বিএ পাশ করি নাই, আমি বুথ সাহেবকে চিনি না গৌরীশঙ্কর দেকেও চিনি না, তোমাকে ও চিনি না। চিনি মদ, চিনি চুরি, চিনি কোন পথিকের পকেটে কি আছে। যাক্ যাহা বলিতে আসিয়াছি, তাই শুনুন।" সে চুরির বিষয় যথারীতি বর্ণনা করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সে কথা শুনিলেন এবং ঘন ঘন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বেদনার ক্ষুদ্র শ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

হাকিম ও পঞ্চুতে যে কথা হইল, তাহা শুনিয়া নির্ম্মল আকুল হইয়া উঠিল। হায়; কোথায় অঙ্কশাস্ত্রবিৎ গৌরীশঙ্কর দে, কোথায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব? আর কোথায় তাহার পিতা! হায় সুরা, হায় অসৎসঙ্গ, তুমি দেবতাকে নরকের কীট করিতে পারে। তাহার বাবা যদি মদ না ধরিতেন, এমন অধঃপতনের তমোময় গুহায় প্রবেশ করিতেন না, শুনিলাম বাবা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অনারে পাশ করিয়াছিলেন, তিনি অঙ্কশাস্ত্রে অদ্বিতীয় বুথের শিষ্য, এই সকল নাম

জাদা উচ্চ পদারূঢ় ব্যক্তি তাহার সহাধ্যায়ী বন্ধু বাবা। বাবা; কি করিয়াছ! তোমার স্ত্রী হইয়া আমার মা পরের দাসী—পথের কাঙালিনী তাহার চক্ষু দিয়া জল ঝরিল। সরকারপক্ষীয় উকীল উঠিয়া বলিলেন হুজুর; অনর্থক আদালতের সময় নষ্ট করিবার জন্যই এই ব্যক্তি এখানে আসিয়া জুটিয়াছে, নিশ্চয়ই ইহাকে টাকা বা মদ্যাদি দিয়া বশীভূত করিয়া ঐ যুবকের দোষ তাহার স্কন্ধে চাপাইয়া যুবককে খালাস করিবার জন্য ষড়যন্ত্র ঘটাইয়াছে।"

নির্ম্মল চক্ষুর জল কোচার কাপড়ে মুছিয়া হাকিমের দিকে চাহিয়া বলিল, "সত্যই তাই, চুরি আমি করিয়াছি, আমাকেই জেলে দিবন। এই ব্যক্তি যাহা বলিতেছে তাহা মিথ্যা।"

পঞ্চু সুরা-রক্ত আঁখির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "এই না মাণিক, তুমি মিছে কথা বলনা; বুঝেছি সে দিন সেই জঙ্গলে ঢুকে, কোন একটা ব্রহ্মদৈত্যের দৃষ্টি তোমার উপর পড়েছে, তাই তুমি স্বইচ্ছায় জেলে যেতে চাচ্চ, বাবা, জেলটা সুখের জায়গা নয়? একবার ঢুকলে জানতে পারবে, সে কি ভীষণ নরকার্ণব। পঞ্চু হাড়ে হাড়ে সে সকল অবগত আছে।

তারপরে সে, নিজের মস্তক হইতে জড়ান ছিন্ন গামছা খুলিয়া হাতে লইল এবং তাহার অগ্রভাগ হইতে খুলিয়া একখানি রুমাল বাহির করিয়া বলিল,—"দেখত বাপধন এ কাহার রুমাল।"

নির্ম্মল দেখিয়া বলিল, "হাঁ এ আমার রুমাল।"

পঞ্চু হাকিমকে সে রুমাল দেখাইয়া বলিল, "হুজুর আমি থাবা দিয়া যে রুমাল কাঁড়িয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছি, এই মাত্র যাহা আপনাকে বলিলাম এই দেখুন সেই রুমাল আমার হাতে।"

নির্ম্মল মনে মনে বলিল বাবা! তুমি আমার স্বর্গ, তুমি আমার

ধর্ম্ম, তুমি আমার সকল দেবতার বড়, তোমাকে আমি কখনই জেলে দিতে পারিব না, তোমাকে বাঁচাইবার জন্য যে মিথ্যা বলিব, তাহা আমার ধর্ম্ম। জেলের কষ্ট প্রত্যক্ষ করি নাই বটে, কিন্তু অনুমান করিতে পারি! যেখানে নরঘাতক, দস্যু তস্কর ও বিবিধ প্রকারের অপরাধীগণের বাসস্থান, প্রায়শ্চিত্তের পাপনিকেতন, সে যে কি প্রকার স্থান, তাহা অনুভব করিয়া লইতে পারি। কিন্তু তুমি পিতা, আমি পুত্র; তোমাকে সেখানে পাঠাইয়া আমি স্বাধীনতা সুখেরপথে বিচরণ করিব, ইহা অসম্ভব; আমি তোমাকে চিনি; তুমি আমাকে চেন না।

হাকিমের ইঙ্গিতে পেস্কার বাবু পঞ্চুর হাত হইতে রুমাল লইয়া হাকিমের সম্মুখে টেবিলের উপর সংস্থাপন করিলেন, হাকিম দেখিলেন, তাহার এককোণে সুচীশিল্প দ্বারা একটী অপরাজিতা ফুল অঙ্কিত এবং তাহার মধ্যে ইংরেজী হরফে একটী "কে" লেখা আছে। হাকিম নির্ম্মলের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রুমালের কোণে অপরাজিতা ফুলের মধ্যে "কে" লেখা কেন?"

নির্ম্মল আসল কথাটা চাপিয়া গেল, তাহার মুখের ভাব ও অপর কথা শুনিয়া, হাকিম তাহা বুঝিতে পারিলেন। সে বলিল, জানি না হুজুর, এই রকমই কিনিয়াছিলাম।

হা। সত্যই কি পঞ্চু তোমার হাত হইতে কয়টী টাকা ও রুমাল লইয়া পলাইয়াছিল?

নি। না হুজুর, উহার সহিত আমার সে দিন দেখাসাক্ষাৎই হয় নাই।

হা। তবে এই ব্যক্তি তোমার রুমাল কোথায় পাইল?

নি। আমি তা বলিতে পারি না।

উকীল সরকার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"যাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া এখানে আনিয়াছে ইহাকে তাহারাই উহার হাতে এই রুমাল দিয়াছে অতএব আর আদালতের মূল্যবান সময় এইরূপ রঙ্গালয়ের অভিনয়ে না কাটাইয়া যে চোর, তাহাকে দণ্ড দেওয়া হউক।

পঞ্চু একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উকীল সরকারের মুখের দিকে চাহিল। তারপরে অত্যন্ত জড়িত স্বরে বলিল,—"কেন বাবা, তোমার এত তাড়াতাড়ি কেন? কোন যায়গায় ফলারের নেমতন্ন আছে নাকি, একটা লোককে সাঁই সাঁই জেলে ঢুকিয়ে দিয়ে—ঘাড়ের বোঝা নামিয়ে, সেই কাজে চলে যাবে?"

উকীল রাগিয়া উঠিলেন। রক্ত চক্ষুতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, সাবধান!—এ মদের দোকান নয়, মাতলামর জায়গা নয়, ইহা বিচারালয়—পুলিস কোর্ট।"

প। তা চিনি বাবা, পঞ্চুর এখানে এই প্রথম আগমন নয়, তুমি যেমন আইন পোড়ে পোড়ে বে আইয়েনী কথা বোলতে পার না, আমি তেমন মাতলামি করে করে মাতলামর কথা না বলে থাকতে পারি না, বেরিয়ে পড় বাবা, মাতালের মুখে দু একটা বেছুট কথা শুনে রাগ কর না উকীল সাহেব। আপাতত এই চুরীর কি হয় ঠাউরে নিয়ে আসল কথা হাকিমকে শুনিয়ে দাও, নিষ্পাপ যুবককে জেলে পাঠিয়ে কোন ফল হবে না। ও ব্যাটার ছেলের ঘাড়ে কোন বেহ্মদত্যি চেপে বোসেছে। আহা! বখর আইবুড়ো ছেলে সেই রাত্তিরে জঙ্গলের ভেতর ঢুকেছিল, বেহ্মদত্তির দৃষ্টি পড়েছে, তাই এই মতিচ্ছন্ন ধরেছে, আমি কি ওর বাপ—না ঠাকুরদাদা, তাই আমার দোষ নিজে ঘাড়ে নিয়ে, জেলে যাবার এই ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা। সত্য কথা, আমি চুরি করিয়াছি, সেই পূর্ণ বাবুর মেয়েটা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত গমনে চলে যাচ্ছিল, তার হাতে কি জিনিষটা ছিল, আমি বলতে পারি, ও আগে বলুক ত।"

হাকিম বলিতে বলিলেন, নির্ম্মল ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, বলিতে পারিল না। পঞ্চু বলিল, "আমি বলিব ?"

হা। বল।

প। শ্রী—আপনি শ্রী চিনেন ?

হা। চিনি, বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতিতে চাউলের গুঁড় দ্বারা নানাবর্ণে সজ্জিত করিয়া মেয়েরা মন্দিরাকারে প্রস্তুত করে।

উ। ইহাও নির্ম্মলের পক্ষীয় লোকগণ শিখাইয়া দিয়াছে ?

প। তবে আমি যাহা বলিব, তাহাই তাহারা শিখাইয়া দিয়াছে। সত্যের সম্মান হইবেনা, অসত্যের জয় হইবে, চুরি করিল পঞ্চু মাতাল, সাজা পাবে নির্ম্মল চন্দ্র, বাহবা বিচার তোমার উকিল সাহেব।

উ। মাননীয় আদালতের সমক্ষে আমি পুনঃ পুনঃ এই নিবেদন করিতেছি যে, একটা মাতালের কথায় অনর্থক সময় নষ্ট না করিয়া, স্বীকৃত অপরাধী চোরকে দণ্ড দিয়া এই মোকর্দ্দমার চূড়ান্ত করা হউক।

প। আপনাকে যিনি সরকারি উকীলের ভার দিয়াছেন, তাহার বুদ্ধিকে ও ধন্যবাদ দিতে হয় বাবা; চুরি করে নগণ্য মাতালে,—না বি এ ক্লাসের ছেলে; ওর ঘাড়ে বেহ্মদত্যি চেপে বসেছে তাই অমন চেঁচামেচি করিয়া মরিতেছে। হাকিম চিন্তা করিলেন, তারপরে নির্ম্মলের ব্যারিষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বলিতে চাহেন ?"

ব্যা। আমি যে কি বলিব, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না হুজুর; উভয়েই দৃঢ়তার সহিত চুরি স্বীকার করিতেছে, উভয়ের সঙ্গে উভয়ের পরিচয় আছে, ইহা উভয়ের কথায় বুঝিতে পারা যায় না এবং উভয়ের অবস্থা ও কার্য্য মনে করিলে একশ্রেণীর নহে তাহাও জানা যায়। অতএব কে দোষী, কে নির্দ্দোষী তাহা বলিতে পারি না। মোকর্দ্দমা

বুঝিয়া লইবার সময় ঘুণাক্ষরেও পশ্চাদাগত এই ব্যক্তির কথা শুনিতে পাই নাই।

হাকিম অনন্য মনে অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, তারপরে বলিলেন,"—মোকর্দ্দমার রায় কাল দিব, আজ উভয়েই হাজতে থাকিবে।"

আদেশ শুনিয়া কনষ্টবলগণ উভয়কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল। পঞ্চু বলিল, "চল মাণিক, একা এসেছিলে; এখন দুজনে যাই। যেন দুই বাপ ব্যাটায় নেমন্তন্ন খেতে যাচ্চি।"

কনষ্টবলেরা তাহাদিগকে লইয়া চলিয়া গেল। উকিল ব্যারিষ্টার অনেকে উঠিয়া গেলেন। নির্ম্মলের পক্ষীয় ব্যারিষ্টার চলিয়া গেলেন। পূর্ণ বাবু অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছিলেন, মথুর বাবু বড় চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে ধীরপদক্ষেপে গৃহ হইতে বাহির হইয়া সিড়ি ভাঙ্গিয়া একেবারে রাস্তায় নামিয়া গেলেন। তাঁহার জন্য একখানা ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী অবস্থান করিতেছিল, তাহাতে উঠিয়া বসিলেন, সঙ্গে একজন ভৃত্য ছিল, সে কোচম্যানের কাছে গিয়া বসিল; গাড়ী ছুটীয়া বহুবাজার ষ্ট্রীট অভিমুখে চলিয়া গেল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

মথুর বাবু যখন বাসায় পৌঁছিলেন, তখন বেলা চারিটা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি কলিকাতায় আসিয়া, চাঁপাতলা অখিল মিস্ত্রির লেনে দুই মাসের জন্য একটী ছোটখাট বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন। মথুর বাবু, বসন্তকুমারী, যশোদা বৈষ্ণবী, হরে চাকর ও আর একজন দাসী আসিয়া সেই বাড়ীতে বাস করিতেছিল। মথুরবাবু নির্ম্মলের মোকদ্দমায় গমন করিলে, বসন্ত যখন আহ্নিক করিয়াছিল, সে সময় সে যত ঠাকুর-দেবতার নাম জানিত, সকলকেই স্মরণ করিয়া নির্ম্মলের মুক্তির জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা করিয়াছিল, এবং সকলকেই তাঁহাদের নিজ নিজ প্রীতিসম্পাদক দ্রব্য উপহার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। কেবল যে, হিন্দুর দেবতার কাছে প্রার্থনা করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, তাহা নহে। প্রাণের বেদনায় মুসলমানের পীর-পয়গম্বর, জৈনের পরেশনাথ, খৃষ্টানের যীশুখৃষ্ট, কাহাকেও বাদ দেয় নাই। সে দিবস সে অন্ন মুখে দেয় নাই, যশোদার নিতান্ত যত্নে কেবল গোটা দুই সন্দেশ গিলিয়া এক ঘটি জল পান করিয়াছিল মাত্র, আর এই দীর্ঘ সময়টা উন্মুক্ত জানালার ধারে বসিয়া, রাস্তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া অতিবাহিত করিয়া দিয়াছে। যখন মথুর বাবু নির্ম্মলকে সঙ্গে লইয়া বাসায় আসিলেন, তখন নির্ম্মলের মুখ দেখিয়া ব্যথিত-বেদনাভরা বুক জুড়াইবে।

গাড়ী আসিয়া দুয়ারে লাগিল, মথুর বাবু একা নামিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। উন্মুক্ত জানালায় বসিয়া বসন্ত তাহা দেখিতে পাইল, কুক্কুরীর বক্ষ হইতে তাহার শাবক কাড়িয়া লইয়া শৃগাল প্রস্থান করিলে, সে যেমন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে, মৃগশিশু ব্যাঘ্র কবলস্থ হইলে মৃগী

যেমন চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করে, বসন্তকুমারীও তেমনই কাঁদিয়া উঠিল। সে বুঝিল, তাহার নির্ম্মল জেলে গিয়াছে, তাহার দণ্ড হইয়াছে; তাই মথুর বাবু একা ফিরিয়াছেন। সে কাঁদিতে কাঁদিতে উন্মাদিনীর ন্যায় মথুর বাবুর পায়ের তলে আছাড় খাইয়া পড়িল। মথুর বাবু তখন সবে মাত্র বাড়ীর উঠানে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। বসন্তকুমারীর কেশরাশি উন্মুক্ত, পরিধানের বস্ত্র আলু-থালু, মূর্ত্তি সম্পূর্ণ শোক-বিহ্বল। সে কাঁদিয়া বলিল, "কাকাবাবু, কাকাবাবু; আমার নির্ম্মল কৈ; নির্ম্মলকে কি কিছুতেই আনিতে পারিলে না; সে কি জেলে গেল, বাবা আমার কবে আসিবে, কবে তাহার মুখ দেখিব? বল কাকাবাবু; আর সহ্য করিতে পারি না।"

মথুরবাবু বলিলেন,—"আঃ, থামনা; জেল হয় নাই।"

ব। তবে সে কৈ, কোথায় আমার কাঙালিনীর ভিক্ষার ভাঁড়?

ম। মোকদ্দমা শেষ হইয়াছে, কিন্তু রায় প্রকাশ হইল না, কাজেই আজ খালাসও হইল না।

ব। কবে রায় প্রকাশ হবে কাকাবাবু; কবে নির্ম্মল বাড়ী আসিবে?

ম। কাল রায় প্রকাশ হবে।

ব। কাকাবাবু; নির্ম্মল খালাস পাবে ত?

ম। সব বলচি, ঘরে চল।

বসন্ত উঠিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। দাসী রকের উপর মথুরবাবুর বস্ত্রাদি ও হস্ত-পদ প্রক্ষালনের জল লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, মথুরবাবু বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া হাত-মুখ ধুইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহমধ্যে জলখাবারের আয়োজন ছিল, দাসী একখানা আসন পাতিয়া দিল। মথুরবাবু তাহাতে গিয়া উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন, "ক্ষুধা-তৃষ্ণা উভয়ই হইয়াছে।"

উন্মাদ আকৃতিতে অসম্বরিত কেশপাশে মথুরবাবুর সন্নিকটে আসিয়া বসন্ত বসিল এবং করুণার্ত্ত স্বরে বলিল,—"কাকাবাবু, তোমার নিকট আমি শত অপরাধে অপরাধী। তোমার এই বৃদ্ধ বয়সে কোথায় সেবা-শুশ্রূষা করিয়া সুখী করিব, তাহা না হইয়া আরও জ্বালাইতেছি। সকলই আমার অদৃষ্ট।"

ম। তুমি কিছু খাইয়াছ?

ব। পোড়া পেট বোঝে না, খেয়েছি বৈকি কাকাবাবু!

যশোদা নিকটে ছিল, সে বলিল,—"ছাই খেয়েছেন। দুটো সন্দেশ, আর এক ঘটি জল খেয়ে এ'ত বড় দিনটা কাটাচ্ছেন।"

ম। খাওয়া ত্যাগ করে কি করিবে বসন্ত; এই সংসারটা নিত্য সুখের আগার নহে,—আমার জ্ঞান হয়, এখানে সুখ চেয়ে দুঃখই অধিক, দুঃখের কশাঘাত সহ্য করিতেই বুঝি জগতে আসা।

ব। সে দুঃখের জ্বালা আমি খুব জানি কাকাবাবু এবং এও জানি, দুঃখটা যখন প্রথম আসে, তখন যত পাগল করিয়া তোলে, তারপরে হয়ে গেলে দিনকতক ছিন্নকণ্ঠ পাখীর মত ছট্‌ফট্ করে করে সয়ে নিতে হয়। কাকাবাবু, যারা পাপ করে না, পরের ভালতে হিংসে করে না, পরের অনিষ্ট করিতে একবিন্দুও চেষ্টা করে না, তারাই কি কষ্ট বেশী পায়?

ম। হাঁ, তাই ঠিক।

ব। তবে কি ধর্ম্ম নাই,—ভগবান নাই, পাপ-পুণ্যের বিচারও নাই?

ম। সোনা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, দামী এবং মূল্যবান,—লোকে বুঝি তাই তাকে ঘন ঘন পোড়ায়, টুকরো টুকরো করে, আর বাক্সে পূরিয়া কৌটায় পূরিয়া না হয় মাটিতে পুতিয়া কষ্টে রাখে। আর লোহা অল্প মূলের জিনিষ, অসুন্দর, তার জিনিষে মানুষের কণ্ঠচ্ছেদ হয়, বক্ষ বিদীর্ণ হয়, যেখানে পড়ে সেখানে ভাঙ্গিয়া চূরমার করে, তাই তাহাকে টুকরা করে না, বেশী পোড়ায়

না এবং স্বাধীন বায়ুতে রাখিয়া থাকে। সোনার পরিমাণ বুনো কুকুরের সঙ্গে স্থির করে, আর লোহার পরিমাণ লোহারই সঙ্গে করিয়া থাকে।

ব। নির্ম্মলের বিচার শেষ হয়ে গিয়েছে ?

ম। হাঁ, হয়েছে।

ব। কি রকম বুঝলে কাকাবাবু; সে আমার খালাস হবে ত ? আমাদের ব্যারিষ্টার কি বলিলেন।

ম। তিনি কিছুই বলিলেন না।

ব। তুমিও ত একজন কম লোক নও, মামলা মোকদ্দমাও বেশ বোঝ. তোমার কি জ্ঞান হইল কাকাবাবু ?

ম। তত সোজা হলে হাকিম আজই রায় প্রকাশ করিত, আর এক কথা বলিব, বেশী কান্নাকাটী করিয়া যেন অস্থির হইও না।

একটু অধিকতর ব্যস্ত ও উতলা হইয়া বসন্ত বলিল,—"আমার নিরর্থক কান্নায় আর কি হবে কাকাবাবু ? সারা জীবনই কাঁদিলাম, কাঁদিয়া কখনই ফল পাই নাই, কান্নায় কোন ফলই হয় না, তা আমি জানি কাকাবাবু; হৃদয় পাষাণ হইয়া গিয়াছে, তবে নিরাশার বড় আঁধারে নির্ম্মল আমার একটু ক্ষুদ্র আলোরূপে কেবল উঠিতেছিল ; হায়! তাহাও নিবিয়া গেল। বল কাকাবাবু, যাহা বলিবার আছে, বলিয়া ফেল ; কিছু গোপন করিও না।"

ম। নির্ম্মল নিজ মুখে ত চুরি স্বীকার করিয়াছে, সাক্ষী তাহার বিপক্ষে কিছুমাত্র নাই, পূর্ণ বাবু এবং তাহার মেয়ে, তাহার স্ত্রী নির্ম্মলের পক্ষে খুব ভাল সাফাই সাক্ষী দিয়াছেন, তবে নিজের মুখে অপরাধ স্বীকারকরা এবং তাহারই নিকটে চুরির জিনিষ পাওয়া এই যা। কিন্তু আর এক কথা, যখন প্রায় তাহার বিচার শেষ হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময় পঞ্চু কোথা হইতে টলিতে টলিতে কাটগড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং সে বলিল,—আমি চুরি করিয়াছি, ও চুরি করে নাই, আমাকে জেলে পাঠান।

বসন্ত চমকিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কি এখনও জীবিত আছেন, কাকা বাবু?"

ম। হাঁ, চাক্ষুষ দেখিয়া আসিলাম, সেই মূর্ত্তি, সেই রকম কাপড় পরা, সেই সবই। ভাল, বসন্ত; নির্ম্মল কি পঙ্কুকে চিনিত?

ব। আমি ঠিক বলিতে পারি না কাকা বাবু; তবে আজ কয় বৎসর হইল, আমরা মায়ে-পোয়ে আপনার বাড়ীর পশ্চাতের বাগানে ছিলাম। বাগানের রাস্তা দিয়া তিনি টলিতে টলিতে যাইতেছিলেন, আমি নির্ম্মলকে চিনাইয়া দিয়াছিলাম।

ম। তবেই হয়েছে; পঙ্কুই চুরি করে দৌড় মারিতেছিল, নির্ম্মল পিছু পিছু ছুটিয়া যায়, এবং পথিমধ্যে ধরিয়া সোণার কঙ্কণ কাড়িয়া লয়, ফেরবার সময় পথে পুলিশে ধরিয়াছে, পঙ্কুও সেই কথা বলিয়াছে, কিন্তু নির্ম্মল বলিতেছে, তা নয়, আমিই চুরি করিয়াছি। পিতাকে বাঁচানই তাহার উদ্দেশ্য।

বসন্ত আঁচলে চক্ষুর জল মুছিল, তারপরে বলিল,—"তিনি কি নির্ম্মলকে চিনিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল কাকাবাবু?"

ম। না, তেমন বোধ হইল না।

ব। তবে তিনি নিজ ইচ্ছায় পুলিশের নিকট আসিয়া কেন দোষ স্বীকার করিতেছেন?

ম। প্রদীপ হইতে যেমন প্রদীপ ধরাইয়া লয়, তেমনই আত্মা হইতে আত্মা জন্মগ্রহণ করে, এমন আত্মিক টান—রক্তের ভালবাসা, আর কিছুতেই নাই। যখন পঙ্কু শুনিতে পাইল, তাহারই জন্য যুবক জেলে যাইতেছে—তাহারই জন্য নিষ্পাপ যুবক কারাদণ্ড ভোগ করিতে যাইতেছে, অপর হইলে তাহার কিছুমাত্র দুঃখ হইত না; কারণ, তাহার আত্মা অত্যন্ত মলিনতা মাখা। কিন্তু পুত্রের উপরের টানে থাকিতে পারে নাই।

ব। নিষ্পাপ নির্ম্মল আমার যদি মানব-সমাজে পরিত্যক্ত ও ঘৃণ্য পিতার জন্য জেলে যায়, তবে তাহারও জীবনের উপর দাগ পড়িবে। আর লেখা-পড়ার আশা থাকিবে না,—ভাল চাকুরী হইবে না—ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশিতেও পারিবে না, এ কথা নির্ম্মলকে কি কোন প্রকারে বলা যায় না, কাকাবাবু?

ম। আর বলিয়া কোন ফলই নাই, সে অপরাধ স্বীকার করিয়াছে, সাক্ষী-সাবুদ সব শেষ হইয়া গিয়াছে, হাকিমের রায় মাত্র বাকি। তবে এ কথা ঠিক জানিও বসন্ত; আমার মনে হয়, নির্ম্মল কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছে, বাপকে চিনিয়া, তাহার দোষ নিজস্কন্ধে লইয়া জেলে যাইতেছে, ইহা তাহার পুরুষত্বই হইয়াছে।

ব। কাকাবাবু; আমি চিরদুঃখিনী—হতভাগিনী—আমার মুখের দিকে একবার চাহিল না কেন? আমি যে বড় আশায় বুক বাঁধিয়া তাহাকে মানুষ করিলাম, আমার যে আর কেহ নাই।

মথুরবাবু জলযোগ করিতে করিতে নানারূপ প্রবোধ বাক্যে বসন্তকে প্রবোধিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পরে হাজত গৃহের মধ্যে সে দিন পঞ্চু ও নির্ম্মল দুইজনমাত্র অপরাধীরূপে বন্দীকৃত ছিল। পঞ্চু এতক্ষণ অন্য দিকে ছিল, এখন ঘুরিয়া আসিয়া যেখানে নির্ম্মল বসিয়া চিন্তা করিতেছিল, তথায় উপবেশন করিল। স্বভাবজড়িত স্বরে বলিল,—"কি বাপধন, বসে বসে ভাবছ কি, বিয়ে থাওয়া হয়েছে! শ্বশুর বাড়ী আদর-টাদর জান; এই কয়দিন হাজত বাস করছ, এত. শ্বশুর বাড়ীর যাওয়ার পথে, বাজারের দোকানে বিশ্রাম করার জায়গা মাত্র। কাল এতক্ষণ বোধ হয় দুজনকেই শ্বশুরবাড়ীর সেই রাঙ্গা বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে হবে। যদি বিয়ে হয়ে থাকে, শ্বশুরবাড়ীর সমাদর মনে আছে, জেলের মধ্যে ঢুকে তেমনই আদর পাবে, শালা-শালিতে এসে কেউ গলায় তক্তি পরাবে, কেউ কুর্ত্তি পরাবে, কেউ বেত লাগাবে, কেউ পাতিয়া দিবে কম্বলের বিছানা, শুইবার তরে আহা সহস্র ছারপোকা মাখা। তারপরে হয় ঘানিগাছে যুড়বে, নয় যাঁতা ঘুরিয়ে ময়দা বের করে নেবে, নয় জমি কুপিয়ে নেবে; চারিদিক থেকে সুখ অসীম বাবা; এ প্রেসিডেন্সি কলেজ নয়—প্রেসিডেন্সি জেল। মনে করেছ বুঝি, রিপন-কলেজ ভাল নয় ওখানে যাব, তা নয় মাণিক—তা নয়। আচ্ছা গোড়া থেকেত তোমার সুবিধাই ছিল—চুরী অস্বীকার করলেই পারতে, এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন? একেবারেই বোকাচন্দ্র; তোমার জন্য আমাকেও ধরা দিতে হত না, তোমার বিপক্ষে একটাও সাক্ষী নাই, বেকসুর খালাস হয়ে যেতে।"

ঘরে একটা আলো জ্বলিতেছিল, নির্ম্মল পিতার চরণ হইতে একবার মস্তক পর্য্যন্ত চাহিয়া দেখিয়া লইল, তারপরে বলিল,—আমি না হয় বোকামী করিয়াছি, কিন্তু তুমি আবার আসিয়া যুটিলে কেন?"

প। বাহবা রে বুদ্ধি, চুরী করিলাম আমি; জেলে যাবে তুমি?

নি। এমন মায়া, এমন দয়া—আর কখনও কাহারও উপর তোমার হইয়াছে কি?

পঞ্চু চিন্তা করিল, অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিল, চিন্তা গাঢ় ও গম্ভীর বোধ হইল, নির্ম্মলের এ কথাটি কোন দেবতার—কোন ঋষির পুণ্য কমণ্ডলু হইতে পূত মন্দাকিনী সলিলরূপে, তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলে পৌছিয়া তাহার আত্মাকে স্নান করাইয়া দিল। আযৌবনের দুষ্ক্রিয়াপঙ্ক-পূতিগন্ধ-বিলেপিত তাহার আত্মা সেই গঙ্গোদকে স্নান করিয়া যেন সেই মুহূর্ত্তে নবীন ও পবিত্র হইয়া দাঁড়াইল। সেই পবিত্রতা তাহার স্থূল দেহে বিকাশ পাইল, পাপ-পরিম্লানমুখে যেন সৎপ্রবৃত্তির সুন্দর জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইল। কুঞ্চিত শিরা সকল এক মুহূর্ত্তে যেন প্রসারিত হইয়া পড়িল, মুখভাব প্রসন্ন হইল, গণ্ড রক্তাভ ধারণ করিল, চক্ষুর দৃষ্টি প্রশান্ত হইল, অনেকক্ষণ পরে বলিল,—"না যুবক; আর কখনও এমন হয় নাই। কত শিশুর হস্ত হইতে বালা টানিয়া ছিনাইয়া লইয়া পলাইয়াছি, কত পথিকের পকেট কাটিয়া পাথেয় তুলিয়া লইয়াছি, কত দুঃখিনীর রক্তোর্জ্জিত সঞ্চিত অর্থ অপহরণ করিয়াছি; কিন্তু কখনও কাহারও উপর এমন দয়া হয় নাই, তুমি কি কোন যাদুমন্ত্র জান বাবা?"

নি। সে দিন জঙ্গলে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—আজ আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কি এ পাপপথ পরিত্যাগ করিতে পার না?

প। তুমি যদি সত্য করিয়া বলিতে পার, আমি এ পাপপথ পরিত্যাগ করিলে তোমার কি হবে, তবে না হয় চেষ্টা করিয়া দেখি।

নি। এ পথ পরিত্যাগ করিলে তোমার সুখ বৈ দুঃখ হইবে না, তুমি একজন জ্ঞানী মনুষ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত। তোমার কি এরূপ ঘৃণ্য পথ অবলম্বন করা উচিত? কি শুনিলাম,—ভারত বিখ্যাত

অঙ্ক-শাস্ত্রে ও বঙ্গভাষায় অভিজ্ঞ গৌরীশঙ্কর দে তোমার সতীর্থ ও বন্ধু; ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তোমার সহাধ্যায়ী ও বন্ধু,—এইরূপ কতজনই উচ্চ সম্মানে সম্মানিত তোমার বন্ধু-বান্ধব আছে, তুমি কেন এই ঘৃণ্য পথ অবলম্বন করিয়া নরকের কীট হইয়া গিয়াছ? এখনও এ পথ ত্যাগ কর, আবার মানুষ হইবে, আবার লোকে ডাকিয়া কথা কহিবে।

প। লেকচার ছাড় মাণিক,—তোমার চেয়ে আমি ভাল লেকচার দিতে পারি, বয়সও অনেক বেশী—ঘুরেছিও অনেক দেশ—জেলও খেটেছি অনেক-বার। আমার হেমা খুড়োর বক্তৃতা যদি শোন; তবে অমনি 'থ' হয়ে যাও। ওসব ছাড়ান দেও, আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তারই উত্তর কর; আমার ভাবনা ভেবে—আমার ভাল হবে ভেবে, তোমার কোন ফল হবে না। জিজ্ঞাসা করি, আমি এ পথ ছাড়লে, তোমার বা তোমার বাবার কি উপকার হবে?

নি। আমার বাবা প্রেত-যোনী হইতে উদ্ধার হইয়া মনুষ্যরূপ ধারণ করিবেন, আর আমি পিতৃহারা—পিতৃ-স্নেহ-করুণায় বঞ্চিত; আমি মহাসুখে সুখী হইব।

প। কি মাণিক; আমাকে বাবা বানাইয়া নিবে নাকি?

নি। যদি বলি, হাঁ?

প। আমি বলিব,—না; আমার মতন বাবা যেন মানুষের আস্তাকুঁড়েও যায় না, তা হলে সে ছেলে ত ছেলে, তার চোদ্দপুরুষেও ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে পারবে না।

নি। বাবা, বাবা; তুমি আমায় চেন না' আমি তোমায় চিনি, এক দিন আমাদের গ্রামের রাস্তায় মথুর বাবুর বাড়ীর পার্শ্ব দিয়া তুমি যাইতেছিলে, মা তোমাকে চিনাইয়া দিয়াছিল, তারপরে আর একদিন তোমাকে দেখিতে পাই। পিতৃ-মূর্ত্তি, ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি, আমার হৃদয়ে আঁকান ছিল, কিন্তু হঠাৎ

তুমি চলিয়া যাওয়ায় তোমাকে সে দিন ধরিতে পারিয়াছিলাম না। তারপরে গত দিবসে যেরূপ অবস্থায় সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, তাহাতে পরিচিত হওয়া সুবিধাজনক ছিল না।

পঞ্চু বসিয়াছিল, লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; বোধ হইল, যেন কোন মহৎ উত্তেজনা শক্তি তাহার পদতল হইতে উঠিয়া মস্তকের কেশরাশি পর্য্যন্ত ধাবিত হইল; সারা জগৎ যেন তাহার সম্মুখে জ্যোৎস্নাভরা নিশীথের নৈশ ফুল্ল কুসুমগন্ধ মাখিয়া শান্তির নিকেতনরূপে দণ্ডায়মান। আর কোন দেববালা যেন আকাশ হইতে স্নেহের পারিজাতরেণু হাতে করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তিগুলির উপর মাখাইয়া দিল। পঞ্চুর গলা ধরিয়া গেল—বাষ্প দ্বারা স্বর অবরুদ্ধ হইল, গলা ঝাড়িয়া বলিল,—"তুই কি আমার সেই পুঁটে?"

তাহার চক্ষু দিয়া জল ঝরিল। নির্ম্মলও বিচলিত হইল, তাহারও গলা জড়াইয়া আসিয়াছিল, ধরা গলার ভরা আওয়াজে বলিল,—"বাবা আমি তোমার সেই পুঁটে।"

পঞ্চু বসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিল, তারপরে বলিল,—"শোন বাবা পুঁটে; আমার অনুরোধ রাখিস্; আমি চুরী স্বীকার করিয়াছি, তুইও স্বীকার করিয়াছিস্, একজনকে জেলে যাইতেই হইবে, কিন্তু কাল আমার স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া তুই বাড়ী যা। আমার ঘৃণ্য জীবন —কলঙ্কিত জীবন; নূতন কলঙ্ক কি হইবে; অনেকবার জেল খাটিয়াছি, এবারেও কিছুদিন খাটিব। তারপরে যদি বাঁচিয়া থাকি, তোর সঙ্গে গিয়া সাক্ষাৎ করিব, তুই যা বলবি তা'ই শুনিব। কিন্তু তুই আমার নিষ্কলঙ্ক,—নিষ্পাপ; তোর উপর এই চুরীর অপবাদ আর জেল হইলে—ভবিষ্যৎ আশা সমুদয় নষ্ট হইবে।

নি। তা কি কেহ পারে বাবা? পিতাকে জেলে পাঠাইয়া নিজের সুখের

জন্য ঘরে ফিরিয়া শান্তিতে দিন কাটায় এমন কেহ বোধ হয় জন্মে নাই।

প। বি-এ ক্লাসে পড়িতেছিলি বলিলি, বি-এ পরীক্ষা ত ও মাসে হইয়া গিয়াছে, এবার কি তুই একজামিন দিয়াছিলি?

নি। হাঁ বাবা, দিয়াছিলাম, আজিও সংবাদ বাহির হয় নাই।

প। তোরা এখন কোথায় থাকিস্?

নি। মথুর বাবুর বাড়ী।

প। তোর মা জীবিত আছে?

নি। আছেন; তিনিও মথুর বাবুর বাড়ী থাকেন। শুনিয়াছি, আমাদের ঘর দুয়ার সব তিনু দত্তরা কিনিয়া লইয়াছিল এবং মাকে ও আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল। মা আসিয়া মথুর বাবুর বাড়ী আশ্রয় লয়েন, মথুর বাবু তারপরে মোকদ্দমা করিয়া আমাদের বাড়ী উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু এ সময় মধ্যে ভাঙাবাড়ী পড়িয়া চুরমার হইয়া গিয়াছিল।

প। না, বাবা; আমি আর ফিরিব না, আর তোর সঙ্গে বাড়ী যাব না; সে সকল দৃশ্য ও দেখিব না। মথুর বাবু;—শালা, বজ্জাৎ।—

নি। না বাবা; তিনি দেবতা। যদিও কর্কশ ভাষী, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের বৃত্তি সমস্তই উঁচু, মা তাঁহাকে কাকাবাবু বলিয়া ডাকেন—আমার মাকে তিনি মা ভিন্ন কথা কহেন না এবং আপন কন্যার মত স্নেহের ধারে প্রতিপালন করেন, আমাকে ঠিক আপনার দৌহিত্রের মতই দেখেন, এত দিনের এই দীর্ঘ দিনের অধ্যয়নে আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি, মথুর বাবু নির্দ্দোষ শিব-চরিত্রের মানুষ; আপনি তাঁহার উপর কেন, সন্দেহ করেন? আমি তোমার ছেলে, আমি তোমার সাক্ষাতে শপথ করিয়া বলিতে পারি, মথুর বাবু খুব ভাল লোক। তিনি আপনাকে পাইলে, ঠিক জামাইয়ের মত আদর-যত্ন করিয়া প্রতিপালন করিবেন।

প। আপাতঃ তুই আমার ঘাড়ে দোষটাত চাপিয়ে খালাস হয়ে

যা। আমি চলে যাই; ঘুরে এসে, তোর সঙ্গে দেখা করব, তারপরে যা হয়, হবে।

নি। না, বাবা; আমি ত তাহা পারিতামও না, এখন উপায়ও নাই; মোকদ্দমার বিচার সারা হইয়া গিয়াছে, রায় মাত্র বাকি; বলিবার-কহিবার, আর কিছু নাই।

প। তাও ঠিক; হয় ত বাপ-বেটারই এক সঙ্গে জেলের মজা লুটতে হবে রে; তোর মার ভাগ্যের বহরটা খুব বেশী দেখছি; স্বামী এই,—ছেলেটারও গতি বেশ হলো। তবে সবই যে, আমা কর্ত্তৃকই ঘটিল, ইহা নিশ্চিত।

পঞ্চুর চক্ষু হইতে জল ঝরিল। নির্ম্মলও না কাঁদিয়া থাকিতে পারিল না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

পূর্ণ বাবু আফিসে যাইবেন, পূর্ব্বাহ্ন সাড়ে নয়টা বাজিতেই আহার করিতে বসিয়াছেন; তদীয় গৃহিণী তৎপার্শ্বে বসিয়া এ কথার ও কথার পরে বলিলেন,—"তুমি আজ একবার লালবাজারে পুলিস কোর্টে যাবে না? আজত নির্ম্মলের মোকদ্দমার রায় প্রকাশের দিন।"

পূ। আমি গিয়া আর কি করিব; হতভাগ্য, নিজে চুরি স্বীকার করিয়াছে, দণ্ড কিছু হইবেই।

গৃ। চোর বলিয়া যদি দণ্ড হয়, তবে ত আর তাহার সহিত মেয়ের বিয়ে দেওয়া চলিবে না।

পূ। তা আর চলিবে কি প্রকারে; উহার ভবিষ্যৎ-আশা এই শেষ। আহা; ছেলেটার পরিণাম ভাবিয়া দুঃখ হয়, যে রকম বুদ্ধিমান ছেলে—পরীক্ষায় নিশ্চয়ই পাশ করিবে, কিন্তু চুরির জন্য শাস্তি পাইলে, সি ক্লাসের দাগী হইলে, বি এ পাশের কোন ফলই ফলিবে না।

গৃ। তোমার মেয়ে কিন্তু মারা যাইবে, আগে জানিতাম না—ঘুণাক্ষরেও অবগত ছিলাম না যে, সে নির্ম্মলকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া বসিয়াছে, এবং বিবাহ না হইতেই সমস্ত প্রাণখানা দিয়া তাহাকে ভাল বাসিয়াছে।

পূ। এখন কি করিয়া বুঝিলে?

গৃ। সুকেশীর নিকটে জানিতে পারিলাম। সেও কি বলে,—অনেক কৌশলে, ভাব-ভঙ্গিতে, কথার ছলে, বুঝিয়া লইয়াছি। এখনকার মেয়েরা ভারি চাপা।

প। এই জন্যই হিন্দু সমাজে বাল্য বিবাহ ছিল, সকাল সকাল

মেয়ের বিবাহ দিলে, আর এমন গোল পাকায় না। দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় মরে;—তবে একটু চিন্তার বিষয় বটে। কনকের নিজমুখে কিছু শুনিতে পাও নাই?

গৃ। না, সে বড় চাপা;—তবে তার মুখ-ভঙ্গিতে, সর্ব্বদা অন্যমনস্ক ভাবে, আর খাওয়া দাওয়ায় অনিচ্ছা প্রভৃতিতে বোধ হইতেছে,—সে যেন মরমে মরিয়া রহিয়াছে।

এদিকে ঘড়িতে ঢঙ ঢঙ করিয়া দশটা বাজিবার শব্দ ঘোষিত হইল, পূর্ণবাবু আহার সমাপ্ত করিয়া উঠিয়া অফিসের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন; তারপরে গৃহিণীর নিকট বিদায় লইয়া বাটীর বাহির হইলেন। বিদায় কালে গৃহিণী বলিয়া দিলেন,—আসিবার সময় জানিয়া আসিও নির্ম্মলের ভাগ্যে কি ঘটিল।

মথুর বাবুও নিজের বাসা হইতে দশটার সময় আহার করিয়া লালবাজার পুলিস কোর্ট গমন করিলেন। সে দিবস তাঁহাদের পক্ষীয় ব্যারিষ্টার আসেন নাই। কোন প্রয়োজনও ছিল না, একজন সাধারণ উকীল মাত্র তাহার পক্ষে দেওয়া ছিল। দশটা হইতে তিনটা বাজিয়া গেল, কত মোকদ্দমা হইল, কত বিচার শেষ হইল, কিন্তু নির্ম্মলের রায় প্রকাশ হইল না। ক্রমেই মথুর বাবু বিচলিত হইয়া উঠিলেন; উকীলের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। উকীল বলিলেন,—"দিবসের শেষ বেলাতেই প্রায় পূর্ব্ব বিচারের ফল প্রকাশ হইয়া থাকে; এই এখনই হইবে।" হইলও তাহাই। চারিটার সময় নির্ম্মলও পঞ্চুকে হাজত হইতে যথারীতি হাত কৌড়ি লাগাইয়া কনষ্টবল লইয়া আসিল এবং আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া দিল। বিচারক রায় পাঠ করিলেন, তাহার খুব সংক্ষেপ মর্ম্ম এই;—"ঐ সোণার কঙ্কণ চুরি বলিয়াই আমার বিশ্বাস হইল না, যে রুমালখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোণে 'কে' লেখা আছে; এই 'কে' পূর্ণবাবুর কন্যা এবং

সোণার কঙ্কণের অধিকারিণী কনক কুমারীর নামের মাধ্যক্ষর। আমার বিশ্বাস, নির্ম্মলও কনক কুমারীর বিবাহ হইবে এই সম্বন্ধ স্থির হওয়ায়—যাহা কনক কুমারীর পিতা পূর্ণ বাবুর সাক্ষীতে আভাষ পাওয়া গিয়াছে, উভয়ের মধ্যে ভালবাসা ঘটিয়া গিয়াছে, নির্ম্মলের বিশেষ কিছু টাকার আবশ্যক হওয়ায়, কনক ঐ সোনার কঙ্কণ খুলিয়া দিয়াছে এবং তাহা লইয়া সে বাসায় যাইতেছিল, পথে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হয়, পাছে কনকের পিতা মাতা এই সূত্রে তাড়না করেন—ধমক দেন, এই জন্য নির্ম্মল চুরি বলিয়া স্বীকার করে, অবশেষে পূর্ণবাবু আসল কথা সমস্ত জানিতে পারেন, তাই তিনিও নির্ম্মলের আত্মীয় স্বজন একত্র হইয়া রাস্তার একজন মাতালকে ধরিয়া নির্ম্মলের মুক্তির জন্য তাহাকে এই চুরি স্বীকার করিবার হেতুতে আদালতে লইয়া আসিয়াছেন। নতুবা পূর্ণ বাবুর নিজ মুখেও পুলিসের রিপোর্টে যতদূর জানা যায়, তাহতে এই যুবক চুরি করিতে পারে, বা করিয়াছে, এরূপ কোন আভাষ পাওয়া গেল না। ইহাতে এই উভয় ব্যক্তির উপরই চুরির অপরাধ চাপান যায় না, অতএব আমি উভয়কেই বেকসুর খালাস দিলাম।"

রায় শুনিয়া মথুরবাবু আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কনষ্টবলেরা সসম্মানে কাট গড়ার দ্বার ছাড়িয়া দিল, পঞ্চু ও নির্ম্মল নামিয়া গেল। দর্শকও শ্রোতাগণের মধ্যে অনেকে বলাবলি করিল, এই অব্যাহতির মধ্যে পূর্ণবাবুর অনুরোধ ছিল, কেহ কেহ বলিল পঞ্চু হাকিমের বাল্যবন্ধু বলিয়া এরূপ ঘটিল, কিন্তু কেহই প্রকাশ্যে কিছুই বলিল না। বলিবার প্রয়োজনও কিছু ছিল না। বাহিরে মথুর বাবুর ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া করা দ্বিতীয় শ্রেণীর অশ্বযান অপেক্ষা করিতেছিল, মথুর বাবু, নির্ম্মল ও পঞ্চুকে সঙ্গে লইয়া মিলনের আনন্দ-হাসি, হাসিতে হাসিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিজে লম্ফ দিয়া গাড়ীতে চাপিয়া বসিলেন এবং নিজের বামভাগে

স্থান দেখাইয়া দিয়া হাসিমুখে বলিলেন,—"নির্ম্মল ; তুই এইখানে ব'স, ভাই।"

নির্ম্মল মথুর বাবুকে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কিছু না বলিতেই মথুর বাবু বলিলেন,—"আমি চিনিয়াছি নির্ম্মল ;—আমি চিনিয়াছি, আমার জামাই আমি চিনি না। এস বাবা পঙ্কু ; তুমি সামনের এই ধারে বস।"

পঙ্কু অন্যমনস্কভাবে কি চিন্তা করিতেছিল ; তারপরে অন্তস্তল ভেদী এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"না, আমি যাব না ; আমি কোথায় যাব। আশ্রয়হীন, কর্ম্মহীন, রাস্তার মাতাল আমি,—আমার রাস্তা আমার জন্য খালি রহিয়াছে, আমি সেই স্থানে ঘুরিগে।"

নির্ম্মল বলিল,—"বাবা ; আর কেন, অভাগা সন্তানের উপর দয়া কর, ঘরে চল ; মা আমার চির দুঃখিনী—মা আমার স্বামী-করুণা বঞ্চিতা অভাগিনী, আপনি ঘরে গেলে তিনি মহাসুখী হ'বেন। আমি তোমার হতভাগ্য সন্তান, পিতৃ স্নেহের অপার্থিব ভাবে হৃদয় পূর্ণ করিয়া কখনই বাবা বলিয়া ডাকি নাই, আমার সে সাধ পূর্ণ করিতে দাও বাবা, বাড়ী চল।"

প। আমার মনে কত সন্দেহ-প্রেতের তাণ্ডব নৃত্য শব্দ হয়, তুই অবোধ কি বুঝবি বল্।

নির্ম্মল কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বাধা দিয়া মথুর বাবু মেঘ-মন্দ্র স্বরে বলিলেন,—"আমার মেয়ের মত সতী বোধ হয়, নাই ; বসন্ত আমার সাবিত্রীর চেয়েও সতী—বসন্ত আমার অপর নহে, আমার আপন সহোদর দাদার মেয়ে ; সুতরাং আমারও কন্যা। তবে এতদিন পরিচয় দিই নাই, তাহার অনেক কারণ আছে, সবই বাসায় যাইয়া বলিব।"

নির্ম্মল অবাক্ হইয়া গেল, পঙ্কু বলিল,—"ইহা কি সত্য ?"

ম। মিথ্যা বলিবার আমার কারণ কি ; আমিই উহাদিগকে খাইতে পরিতে দিয়া প্রতিপালন করিতেছি—উহাদিগের প্রতিপাল্য আমি নহি।

তখন পঙ্কু হৃষ্ট চিত্তে গাড়ীতে চাপিয়া বসিল।

এই সময় খবরের কাগজ বিক্রেতা এক খোট্টার ছেলে "অমৃত বাজার চাই, বেঙ্গলি চাই, ডেলি নিউস চাই, বি, এ পাশের খবর আছে।" বলিয়া হাঁকিল। মথুর বাবু পকেট হইতে পয়সা বাহির করিয়া একখানা ডেলি নিউস ক্রয় করিলেন এবং নির্ম্মলের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন,—"অত ছোট লেখা আমি দেখ্‌তে পাই না, দেখ দেখি ; পাশ হ'লি কি না।"

এই সময় গাড়োয়ান বলিল,—"বাবু ; হাঁকাই ?"

মথুর বাবু আজ্ঞা করিলেন,—"হাকাও।"

গাড়ী হটাইয়া লইয়া কোচম্যান বহুবাজার অভিমুখে অশ্ব চালনা করিল।

নির্ম্মল কাগজ খুলিয়া বি, এ, পরীক্ষার ফল দেখিবার জন্য বড় একাগ্র-চিত্তে নামের পর নাম অনুসন্ধান করিতে লাগিল এবং তৃতীয় পেজে যখন সে পাশের সংসাদের উপর চক্ষু স্থির রাখিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল,, তখন গতিশীল গাড়ীর ঝাকুনিতে কাগজখানি সম্পূর্ণ রূপে কাঁপিতে ছিল বৃদ্ধ মথুর বাবুও সেই দিকে চাহিয়া ছিলেন। তিনি দেখিলেন, তৃতীয় পেজের, শেষ কলমের শীর্ষদেশে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, মহেন্দ্রনাথ বসু—আপনি কোথায় আছেন ; আপনার এলাহবাদের বাসার ঠিকানায় টেলিগ্রাম করিয়া সন্ধান মিলে নাই, যেখানেই থাকুন আমাদের অফিসে সত্বরেই আসিবেন। বিলাত আপিলে মোকর্দ্দমা পাওয়া গিয়াছে এবং সরকার পক্ষের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত আশীলক্ষ টাকা আপনাদেরই প্রাপ্য হইয়াছে। মোকর্দ্দমার খরচার বাবদ আমাদের টাকা মিটাইয়া দিয়া, আপনার সমুদয় টাকা আপনি লইয়া যাইবেন, শীঘ্র আমাদের অফিসে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, নতুবা ঐ টাকা পাইবার একাকী অধিকার আপনার হইবে না, আপনার দাদার কন্যা যদি জীবিত থাকেন তাঁহাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবেন। ইতি আপনাদের পক্ষীয় এটর্ণীগণ।

লেখা অবশ্য ইংরেজি কাগজে ইংরেজি ভাষাতেই প্রকশ হইয়াছিল। মথুরবাবু কাগজের সেই পেজ পড়িয়া লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে যাইতে ছিলেন, বোধ হইতেছিল, তিনি অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন, পঞ্চু ধাঁ করিয়া হাত চাপিয়া বসাইয়া দিল এবং বলিল,—"করেন কি ; এখন দাঁড়ান কেন, পড়িয়া যাইবেন যে, প্রয়োজন থাকিলে বলুন গাড়ী দাঁড়াক, নামিবেন।"

ঠিক এই সময় আনন্দোৎফুল্ল-স্বরে নির্ম্মল বলিয়া উঠিল,—"পাশ করিয়াছি দাদামহাশয় ; এই দেখুন। প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় হইয়াছি। আপনি যে তাড়াইতেন, আর বলিতেন, এইবার আমার কষ্ট সঞ্চিত টাকা গুলো তুই মাটী করবি ; মাটি করি নাই দাদামহাশয়—মাটী করি নাই, এখন যা 'হুকুম হয়' বলুন।"

মথুরবাবু বাহু প্রসারণে নির্ম্মলকে জড়াইয়া ধরিলেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিতেছিল, বলিলেন,—"ভাইরে ; একসঙ্গে এত সুখের—এত আনন্দের সংবাদ প্রাপ্তি মানুষের ভাগ্যে বুঝি ঘটে না। চল্ বাসায় যাই, সব শুনতে পারবি।"

গাড়ী যেমন দৌড়িতেছিল, তেমনই দৌড়িতে লাগিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ক্রমে গাড়ী গিয়া অখিল মিস্ত্রির লেনে উপস্থিত হইল এবং মথুরবাবুর বাসা বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। আনন্দোচ্ছল চিত্তে মথুর বাবু সর্ব্বাগ্রে গাড়ী হইতে নামিলেন, তৎপরে নির্ম্মল নামিল,—পঙ্কু কিন্তু নামিতে পারে না; তাহার যেন জ্ঞান হইতেছিল, সে আজীবন যে অপরাধ করিয়াছে, আজ যেন তাহার সমস্ত শাস্তির দিবস উপস্থিত। কিন্তু শাস্তি দাতা কে, এবং সেই গুরু অপরাধের শাস্তিই বা কি, সে প্রশ্ন একবার মনে হইতেছিল না, মনে হইবার কারণ ও কিছু ছিল না। তথাপি তাহার প্রাণে আতঙ্ক—দেহের শিরায় শিরায় সে সে আতঙ্কের প্রবাহ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার কপাল ঘামিয়া উঠিতেছিল, এবং সর্ব্বাঙ্গ মৃদু মৃদু কাঁপিতেছিল।

মথুর বাবু প্রসন্নমুখে স্নেহভরা স্বরে বলিলেন,—"এস বাবা; নেমে এস। আজ তোমাকে এমন সংবাদ শুনাইব, যাতে তুমি সকল সন্দেহ দূরীকৃত করিয়া মহা আনন্দ উপভোগ করিতে হইবে। আর আমাদের কাহাকেও চাকুরি বাকুরি করিয়া খাইতে হইবে না, জমিদারী কিনিয়া তাহার আয় হইতে রাজ সম্মানে দিন কাটাইতে পারিব।"

নির্ম্মল হাসিয়া বলিল,— "আমি এবার বাড়ী থেকে এলে, দাদা মহাশয় কি কোন নেশা টেশা ধরেছেন নাকি? হঠাৎ এই রকম বোল্ চাল নইলে আসে কোথা থেকে।"

মথুর বাবু নির্ম্মলের কাণের কাছে হাত লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোর কাণ ছেড়ে দেবো, "চলত শুনবি! আমি আজ কি আনন্দের নেশার বিভোর হয়েছি।"

পঞ্চু ধীরে স্খলিতপদে গাড়ী হইতে নামিল, তাহার তখনও সেই পূর্ব্ব বেশ, মাথায় একখানা গামছা বাঁধা এবং পরিধানে একটু ক্ষুদ্র বস্ত্র মথুর বাবু অগ্রে চলিলেন, মাঝখানে পঞ্চু এবং পশ্চাতে নির্ম্মল।

বসন্ত কুমারী, সে দিনের মত আজ আর উন্মুক্ত জানালার পথে বসে নাই। সে মথুর বাবুর মুখে শুনিয়াছিল, তাহার স্বামী, পুত্র; দুই-ই চুরি অপরাধ স্বীকার করিয়াছে, সুতরাং এক জনের জেল হইবেই নিশ্চয়, বসন্তের পক্ষে উভয়ই সমান সুতরাং সে অতিশয় শোকোচ্ছ্বল হৃদয়ে গৃহের মেঝেয় শুইয়া, পড়িয়া ভাবিতেছিল, মথুর বাবু আসিয়া কি সংবাদ প্রচার করিবেন। মথুর বাবু প্রাঙ্গণ হইতে ডাকিলেন, "মা বসন্ত বাহিরে আয়; আমরা আসিয়াছি।"

আমরা আসিয়াছি, কথা শুনিয়া, বসন্তের মনে হইল; নির্ম্মল আর কাকা বাবু আসিয়াছে ত, তাহার স্বামীরই জেল হইয়া গিয়াছে, সে ছুটিয়া বাহিরে আসিল কিন্তু দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে যেন কি এক বিদ্যুৎবেগে সংস্তারিত হইয়া গমনের শক্তি হারাইয়া ফেলিল, সে একখানা দরজা চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, স্বামী পুত্র ও মথুর বাবু তিন জনেই আসিয়াছেন, আনন্দ-আবেগে তাহার হৃৎপিণ্ড অতিদ্রুত প্রচালিত হইয়া, তাহার জ্ঞান নষ্ট করিতেছিল, মথুর বাবু বলিলেন, "মা, যে দৃশ্য দেখিতেছিস' ইহা হইতে ও সুখবর পাবি। তোর পক্ষে এমন সুখের দিন বুঝি, কথনও আসে নাই, আজ যেন কোন দেবতার সাধন করিয়া, তাহার অভয় হস্তের বর দানে, তুই অনন্ত ঐশ্বর্য্য, অনন্ত সুখ, অনন্ত শান্তি প্রাপ্ত হলি। হার কোথায়?"

বসন্ত কিয়ৎক্ষণ কথা কহিতে পারিল না, তারপরে থামিয়া মুখ চোখ লাল করিয়া, গলা ঝাড়িয়া, ধরা গলায়, ভরা আওয়াজে বলিল,

"আপনার জলযোগের মিষ্টি আনিতে তাহাকে দোকানে পাঠাইয়াছিলাম, সে অনেকক্ষণের কথা; কিন্তু এখন ও ফিরিল না।"

ম। হরে; সে, যে রকম বোকা, পথ ভুলিয়া অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছে, যশোদাকে পাঠালিনে, কেন মা?"

যশোদা সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল, সে বলিল,—"কে জানে বাবু মিন্‌সে মানুষ যে অত ন্যাকা হয়, তা আমি আগে বুঝতেই পারিনি। ঐত, ও রাস্তার উপর সন্দেশের দোকান, আমি দুই তিন দিন সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিইছি—দেখিয়ে এনেছি, একটা পাঁচ বছরের ছেলে গিয়েও আন্‌তে পারে।

ম। যশোদা, মা; রোয়াকের উপর মাদুর পেতেছে, হাত পা ধোয়ার জল এনেছে, আর জামাইকে আগে একখানা কাপড় এনে দেত।

এত কাল পরে আজ পঞ্চুর পরিধানের কাপড় জন্য বড় ঘৃণা বোধ হইতেছিল। সে বাম হাত দ্বারা ধীরে ধীরে মাথায় জড়ান গামোছা খানা খুলিয়া ফেলিয়া দিল, বসন্ত তাহা দেখিল, পঞ্চুও ফিরিবার সময় সলাজ চাহনিতে স্থিরদৃষ্টিতে একবার চাহিয়াছিল,—কত অতীত দীর্ঘকাল পরে সেই প্রৌঢ় প্রৌঢ়ার চারিচোখে মিলিত হইল,—বয়সে তাহারা প্রৌঢ় হইলেও এই শুভ মুহূর্ত্তে তাহাদের সে জ্ঞান ছিল না। কিশোর কিশোরীর নবানুরাগ মাখা নবীন নূতন মিলনের চক্ষুর দৃষ্টির মত, মিলনের বিনিময় দৃষ্টি তাহাদের উভয়ের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিল। উভয়েরই সে ভাব বিকাশ পাইল এবং উভয়েই দাম্পত্য-মিলনের সলাজ হাসির মৃদু রেখা, ওষ্ঠ প্রান্তে ফলাইয়া লইয়া ঈষন্নত বদন হইল।

যশোদা একটা লম্বা মাদুর ও বসন্তের পরিধেয় একখানা কাপড় গৃহ হইতে লইয়া আসিল এবং মাদুরটা র'কের উপর বিস্তৃত করিয়া পাতিয়া দিয়া বস্ত্রখানি তাহার উপরে রাখিল।

এই কথা গুলা গুছাইয়া চলিতে আমাদের যতক্ষণ সময় লাগিল, সেথানে কিন্তু ততক্ষণ সময় 'অতিবাহিত হয় নাই, কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যেই ঐ সকল কার্য্য সম্পাদিত হইয়া গিয়াছিল।

নির্ম্মল ছুটিয়া গিয়া, তাহার মাতৃচরণের ধূলি লইয়া, সর্ব্বাঙ্গে মাখিল। তারপরে বলিল, "মা, মা ; তোমার মনে বড় কষ্ট দিয়েছি, তুমি যে এখানে এসেছ, তা আমি ধারণা করি নাই। কিন্তু এখন বুঝিলাম, মঙ্গলময় বিধাতা যা করেন, সবই মঙ্গলের জন্য। এইসমুদয় ঘটনার মূলে বুঝি, আমার ভাগ্য ফিরিবার আজিকার এই শুভ মিলনের বীজ প্রোথিত ছিল। বাবা গৃহে ফিরিবেন, আমি আবার বাবা বলিয়া ডাকিব ; আবার বাবার স্নেহ-করুণায় সুখে সংসার করিব ; ইহা কল্পনায় কথনও আনিতে পারি নাই ; আমার ভাগ্যে যে এরূপ শুভ সংযোগ ছিল, ইহা ধারণায়ও আনিতে পারি নাই। আর এক সুখবর শোন মা ; বাহিরে কাকা বাবুর কাছে যে কাগজ খানা পড়িয়া আছে, আসিবার সময় ঐ খানা কিনিয়া দেখা গেল, আমি বি, এ পাশ করিয়াছি।"

বসন্ত কুমারী কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু বলা আর হইল না, অতি ত্বরিত গতিতে সেই কাগজ খানা কুড়াইয়া লইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে মথুর বাবু তাহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, "আমি আর এক সুখবর শুনাইতেছি, যাহা শুনিলে তোমরা আনন্দে মুগ্ধ হইয়া যাইবে।

তারপরে বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, পঙ্কু বস্ত্র পরিত্যাগ করিতেছে। বলিলেন,—"কাপড় ছাড়িয়া ঘরে এস বাবা ; তোমাদিগের অতি মঙ্গল জনক সংবাদ শুনাইব।"

পঙ্কু কাপড় ছাড়িয়া গৃহে প্রবেশ করিল। বসন্ত অঞ্চল মস্তকে দিয়া একটু পিছাইয়া বসিল।

ম। বস বাবা; ঐখানে বস! অনেক কথা বলিতে হইবে।

এই সময় যশোদা আসিয়া বলিল, "কৈ এখনও'ত হরের খোঁজ নেই। আমি রাস্তা পর্য্যন্ত দেখব নাকি?"

ম। কেবল রাস্তায় নয়, আশে পাশের গলি-ঘুজি একটু খুঁজে দেখে আয়,—সে বোকা, কোথা দিয়ে কোথায় ঢুকে পড়েছে, তার ঠিক কি।

যশোদা চলিয়া গেল।

মথুরবাবু পঙ্কুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আমার প্রপিতামহ উমাকান্ত বসু কলিকাতার সুতানটী—এখন যাহাকে হাটখোলা বলে, ঐ স্থানে রেশম ও সুতার কারবার করিতেন এবং শুনিয়াছি মুর্শিদাবাদে তাহার দুইটী রেশমের কুঠী ছিল, টাকা ও তাঁহার অনেক ছিল। পরে তাহার মৃত্যু হইলে আমার পিতামহ ঐ সকল সম্পত্তির ও কুঠীর অধিকারী হন। তিনি লক্ষ্মীপুর ঘোষদের বাড়ী বিবাহ করেন, আর তাঁহাদের গ্রামে পল্লী ভবন প্রস্তুত হয় এবং আর তিনজন কোথায় বিবাহ করেন আমি ঠিক জানিনা। এই সময় কলিকাতায় একবার মহামারী হয়, তাহাতে আমার পিতামহ ও অপরাপর সকলেই মারা পড়েন। পিতামহী সেই সময় গর্ভাবস্থায় পিত্রালয়ে থাকেন। তাঁহার সেই গর্ভে আমার পিতার জন্ম হয়; তারপরে তিনি ঐ বালককে লইয়া আমাদের পল্লী ভবনে চলিয়া যান, কিন্তু ঐ সময় ঐ আড়তের এক কর্ম্মচারী আড়তের প্রধান অংশীদার বলিয়া দাবী করেন, পিতামহীর পক্ষে ও লোক দাঁড়ায়। এটর্ণী ও নিযুক্ত হয়, উভয় পক্ষে মোকদ্দমা আরম্ভ হইলে গবর্ণমেণ্ট নিজের তত্ত্বাবধানে লয়েন এবং কারবারে লোকসান দেখিয়া সমুদায় টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত করা হয় এবং মোকদ্দমা শেষ না হইলে, উভয় পক্ষের কেহই টাকা পাইবেন না, এই বন্দোবস্ত হয়, ক্রমে আমার পিতা বয়ঃপ্রাপ্ত হন, তাঁহার বিবাহ হয়, আমার পিতার দুই পুত্র আ

ও আমার দাদা, আমার দাদার নাম যোগেন্দ্র নাথ ও আমার মহেন্দ্র নাথ। দাদার একটী মাত্র কন্যা হয়, সে তুমি বসন্ত; আমি বাল্যকাল হইতে উদাসীন। বিবাহ করি নাই।

বাঙলা দেশের চির শান্তি অপহরণ জন্য; যেবার সর্ব্ব প্রথম ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর প্রথম আগমন হয়,—সে বৎসর গদখালি, উলা, শ্রীনগর, প্রভৃতি তাহার বুভুক্ষু জঠরানলে জীর্ণ হইয়া যায় এবং সমগ্র বাঙ্লার পল্লীই তাহার বিষ দন্তে নিস্পেষিত হয়, সেবার আমাদের পরিবারবর্গও মৃত্যুমুখে পতিত হন। আমার পিতা মাতা দাদার স্ত্রী সকলেই মরিয়া যান, একে আমি উদাসীন, তাহাতে এক সঙ্গে এতটী ঘটনাতে আমি একেবারে ভাঙিয়া পড়ি। তখন আমি এলাহবাদে ছিলাম, আমাদের এটর্ণী, পর পর সমস্ত সংবাদ রাখিতেন এবং তাহাদের রেজেষ্টারি বহিতে এ সংবাদ পরপরই লিখিতেন, শুনিলাম, এই সময় সেই গ্রামের বাড়ীখানি ভূমিকম্পে পড়িয়া যায়। ইহার প্রায় তিরিশ বৎসর পরে আমি একবার কলিকাতায় আসি এবং আসিয়া শুনিলাম, কেবল আমার দাদা জীবিত আছেন। তিনি ঐ মহামারীর সময় কলিকাতায় ছিলেন বলিয়া বাঁচিয়া গিয়াছিলেন, অনেক দিন তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন না, পরে বৃদ্ধ বয়সে শুশ্রূষার নিতান্ত অসুবিধা হওয়ায়, এক দরিদ্রের বয়স্থা কন্যার পাণি গ্রহণ করেন, আমি যাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি, কিছু দিবস তাহার সহিত বসবাসও করি, তারপরে আমি, আমার স্বস্থানে চলিয়া যাই, এই সময় দাদার মুখে শুনিয়াছিলাম এবং লক্ষ্মীপুরে যে কুটুম্ব ছিল, তাহারা সম্পূর্ণ নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছে, ইহার পর আর কুড়ি বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আমি আবার কলিকাতায় আসিলাম, আসিয়া শুনিলাম আমার দাদা মরিয়া গিয়াছেন। ভ্রাতৃবধূটীও মরিয়া গিয়াছেন, তাহাদের একটীমাত্র কন্যা হইয়াছিল। তাহার বিবাহও হইয়াছে, জামাইটীও খুব ভাল, বি এ পাশ,

সে জামাই তুমি পঞ্চু ; এর্টণী অফিসে জানিলাম, আমাদের মোকদ্দমা তখনও শেষ হয় নাই, কতকাল ব্যপী মোকর্দ্দমা বিলাতে চলিতেছে—মোকদ্দমায় টাকা প্রাপ্তির আশায় আমি অনেক দিনই নিরাশ হইয়াছিলাম ; তাহাতে কিছুই আসে যায় নাই। কিন্তু আমি অনুসন্ধানে জানিলাম, দাদার জামাইয়ের চরিত্রে দোষ ঘটিয়াছে, তিনি মদ্যপান আরম্ভ করিয়াছেন, তখন আমার ভ্রাতষ্পুত্রীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বিচলিত হইয়াছিলাম, এই সময় এর্টণীর অফিস হইতে একটী যুবকের এক গাঁতী জমা বিক্রয় হইতেছিল, তাহার আয় বার্ষিক দুই হাজার আড়াই হাজার টাকা, ভবিষ্যতে দাদার কন্যার গ্রাসাচ্ছাদন চলিবার আশায়, ঐ সম্পত্তিটী আমার নিজের টাকা দিয়া ক্রয় করিলাম, তারপরে সেই সম্পত্তি দখল লইয়া আবার এলাহবাদে ফিরয়া গিয়াছিলাম। ইহার দশ বার বৎসর পরে ফিরিয়া আসি। কলিকাতায় আসিয়া জামাতার কোন সন্ধান না পাইয়া তাঁহার বাসস্থানও আমার সেই খরিদা জোতের নিকটবর্ত্তী স্থান—লক্ষ্মীপুর গমন করি। আমি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম, সেখানে গিয়া জানিতে পারিলাম ঘটিয়াছেও তাহাই। জামাতাটী সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তখন আমার পরিচয় সেখানে, দেওয়া কোন একটী গুপ্ত কারণে সঙ্গত বলিয়া মনে করি নাই। তাই মথুরামোহন নামে পরিচিত হই এবং সেই ক্রীত জোত, জমায় ভোগ দখল আরম্ভ করি—যে বাড়ীতে আমি এখন বাস করি ঐ বাড়ীটী আমার পিতামহের শ্বশুর বাড়ী। তাহাদের কেহ না থাকায় আমরা উহা উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এর্টণী অফিসে গেলেই ঐ সমুদয় সংবাদ জানিতে পারিবে। এই কাগজের এই বিজ্ঞাপন দেখ, এই অতীত দীর্ঘকাল পরে দুই তিন পুরুষ অন্তরে, আমাদের মোকদ্দমার জয় হইয়াছে; এর্টণীগণ টাকা লইতে নোটীশ দিয়াছেন। অনুমান আট দশ লক্ষ টাকা মোকদ্দমায় খরচ হইয়া গিয়াছে, আমি

জানিতাম, আশী লক্ষ টাকা আমাদের ব্যাঙ্কে জমা আছে, যদিও দশ লক্ষ টাকাও এটর্ণীগণের পাওনা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও বর্ত্তমানে আমরা সত্তর লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইব। কালই দশটার পর এটর্ণীগণের অফিসে গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া টাকা লইবার চেষ্টা করা যাইবে। পঙ্কু;—তুমি আমার জামাতা, বসন্তও আমার দাদার মেয়ে, সুতরাং আমারও মেয়ে, নির্ম্মল আমাদের দৌহিত্র, নির্ম্মল আমাদের উত্তরাধিকারী, আর কেহ নাই। নির্ম্মল লেখাপড়া শিখিয়াছে, কিন্তু চাকুরী আর করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কয়েকখানি মৌজা, জমিদারী কিনিয়া সুখে বাস করা যাইবে। শ্রীভগবানের কৃপায় আমাদের সুখের দিন আসিয়াছে, তাই এ শুভমিলন সংঘটন হইয়াছে।

সকলেই নির্ণিমেষ নয়নে মহেন্দ্রবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে কথাগুলি শুনিতেছিল, এতক্ষণে তাহারা হাঁপ ছাড়িল। সকলেই বুঝি ভাবিতেছিল, ইহা বাস্তব জগতের ঘটনা—না, স্বপ্নের মোহ রাজ্য। এই সময় যশোদা হরেকে সঙ্গে লইয়া বকিতে বকিতে গৃহমধ্যে আগমন করিল এবং হস্তস্থিত একঠোঙা সন্দেশ বসন্তের সম্মুখে নামাইয়া দিয়া বলিল,—"এমন লোকও কি সঙ্গে আসে, আস্ত পাগল, সন্দেশ আনিতে যাবে আমহার্ষ্টষ্ট্রীটে, তা না গিয়েছে জেলেটোলার গলির মধ্যে, আর চিনিতে পারিতেছে না, একটা বাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতেছিল, আমি একজন পথিকের নিকট জানিতে পারিলাম, একজন লোক খুব সম্ভব পথ হারাইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে, সে তাহার বাসার ঠিকানাও বলিতে পারিতেছেনা, শুনিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গেলাম, গিয়া ধরিয়া আনিলাম। ও হতভাগা মিন্‌সে মানুষ কেন হয়েছিল জানি না।"

যশোদার এতখানি বক্তৃতা ও হরেকে খুঁজিয়া আনায় কেহ তাহার ধন্যবাদ প্রদান করিল না এবং সন্দেশগুলিও তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইতে

দেখিল না, অধিকন্তু দেখিল, সকলেই নীরব—নিস্তব্ধ ; যেন পাথরে গড়া মূর্ত্তি, বিশেষ। তখন সে পুনরপি বলিল,—"তোমাদের আবার হল কি ? জামাই-বাবু ঘরে এল, নির্ম্মল নির্দ্দোষ হ'য়ে বাড়ী ফিরে এল, এমন শুভদিনে আবার বসে কি ভাবছ ; জলটল খাও, আনন্দ কর। তোমাদের কি সেই জোতের জমার মোকদ্দমার গোল হ'য়েছে ?"

মথুরবাবুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি একবার যশোদার উপর পতিত হইল, তিনি বলিলেন,—"না যশোদা ; সে মোকদ্দমার এখনও শেষ হয় নাই, আগামী পরশ্ব বিচারের দিন আছে।"

নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল—সে আবার কি মোকর্দ্দমা দাদাবাবু ? সেই দেশে হিরু দত্তর সঙ্গে, যে মোকদ্দমা হইতেছিল, তাহাই না কি ?"

ম। হাঁ।

বসন্ত সন্দেশগুলি লইয়া উঠিয়া গেল

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

পর দিবস পূর্ব্বাহ্নে দশ ঘটিকার মধ্যেই তাড়াতাড়ি আহারাদি সম্পন্ন করিয়া মহেন্দ্রবাবু জামাতা ও দৌহিত্রকে সঙ্গে লইয়া, এক গাড়ীতে চাপিলেন, আর একখানা গাড়ীতে বসন্ত এবং যশোদাকে চাপাইয়া লইয়া এটর্ণী অফিসে গমন করিলেন, ও নিজের পূর্ব্বকার সমস্ত দলিল দস্তাবেদ দেখাইয়া তাহাদের সহিত হিসাব মিটাইলেন। এটর্ণীগণের প্যাওনা বাদে একাত্তর লক্ষ বার হাজার তিনশো টাকা তাঁহাদের প্রাপ্য হইল। তখন তাঁহারা তিনটী ব্যাঙ্কের উপর ঐ টাকার চেক লইয়া ফিরিলেন এবং আসিবার সময় নিজের, জামাতার ও নির্ম্মলের জুতা, জামা, ছাতা প্রভৃতি ক্রয় করিলেন। বসন্তের জন্য মূল্যবান শাড়ী দুইখানিও সর্ব্বদা পড়িবার জন্য কয়েক খানি শাড়ী ক্রয় করিয়া লইলেন। যশোদা বৈষ্ণবী এবং হরে চাকরও বাদ গেল না, তাহাদের জন্য ও এক এক জোড়া ক্রয় করিয়া লইলেন, বেলা তিনটার সময় তাঁহারা বাসায় ফিরিয়াছিলেন।

বাসায় আসিয়া কাপড় জামা জুতা প্রভৃতি পরিধান করিয়া এক গাছি ছড়ি হাতে করিয়া, পঙ্কু ভ্রমণে বহির্গত হইল। একদিনের ভদ্র ভাবে থাকায় ও মনের গতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছিল। পঙ্কু একেবারে গঙ্গাতীরে চলিয়া গেল, তখন বেলা পাচ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; নিদাঘকাল, সন্ধ্যা হইবার তখনও প্রায় দুই ঘণ্টা বিলম্ব ছিল। সমস্ত দিবস পৃথিবীকে প্রখরকরোত্তাপে স্থাবর, জঙ্গম উত্তপ্ত করিয়া সূর্য্যদেব নিস্তেজ হইয়া অস্ত গমনোন্মুখ হইয়াছিলেন। পশ্চিমাকাশপ্রান্ত লোহিত রাগ রঙে রঞ্জিত হইয়া, গঙ্গাবক্ষে শোভায়মান হইতেছিল।

নীর সমীরান্দোলিত হইয়া, গঙ্গা বক্ষস্থ তরঙ্গ গুলি ধীরে ধীরে নৃত্য করিতেছিল, বাণিজ্যপণ্য পূর্ণ জাহাজ বৃহৎ ক্ষুদ্র তরণীতে প্রসারিত জাহ্নবী কুল. পরিপূর্ণ। তত্ত্বতটে বণিক ভৃত্য সকল পণ্য লইতে ব্যতিব্যস্ত ছিল। পথিক গমনাগমনও যথেষ্ট ছিল।

পঞ্চু আপন মনে সেই রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

একটা উড়িয়া ব্রাহ্মণ, তিলক তুলসী ও পৈতার দোকান পাতিয়া গঙ্গার ঘাটের চাঁদনীর মধ্যে বসিয়াছিল, এবং হেমন্ত মাতাল তাহারই অদূরে একটা বোতলে দেশীয় সরাপ ও শাল পাতার টোঙায় চারিটি মুড়ী, দুইটা কাঁচা লঙ্কা, একটু লবণ ও দুইখানি খুলী লইয়া যেন কাহার আসিবার আশায় বসিয়াছিল। অনেকক্ষণ অন্তর এক একবার যেন মনে হইতেছিল, কৈ সে আসিল না, বুঝি আসিবে না; বুঝি আসিবার শক্তি আর তাহার নাই; বুঝি ধরা দিয়া নিজে জেলে গিয়াছে। আর সে আসিবে না।

তাহার মনে হইতেছিল পঞ্চু কেন গেল,—কেন সে সত্য আবিষ্কার করিতে গিয়া, পরকে বাঁচাইয়া, নিজের দোষ, নিজে স্বীকার করিয়া জেলে গেল।

তাহার মনে হইল, পাপ পরিপূর্ণ হইলেই বুঝি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তাহার বুঝি সেই কাল আসিয়াছে। ধ্বংসের মধ্য দিয়া নূতন অঙ্কুর হইল, এ বীজ কোষ পচিয়া যাইবে অঙ্কুরের দ্বারায় নূতন বৃক্ষ সৃষ্টি হইবে, তদাদি বীজে আবার বৃক্ষ পুষ্প আবার ফল হইবে, এই রকমেই বুঝি ধ্বংস ও সৃষ্টি হইয়া থাকে। আমার মহাপাপের কি এখন ও পূর্ণতা আসে নাই? কে জানে তাহার প্রাণ যেন বড় বিচলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে আর চিন্তা করিবার অবকাশ দিল না। বোতল হইতে ঢালিয়া পর পর দুই খুলি মদ্য পান করিল এবং এক মুঠো মুড়ী মুখে দিয়া

চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করিল। ঠিক এই সময় পঞ্চু তাহার সম্মুখে রাস্তা দিয়া, ধীর পদক্ষেপে মন্থর গমনে চলিয়া যাইতেছিল। হেমন্তও পথের দিকে চাহিয়াছিল, সহসা তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল না। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই পারিল এবং ডাকিয়া বলিল,—"পঞ্চু, পঞ্চু; ফিরে এস। মান করে চলে যেওনা সখা, ওগো তুমি ফিরে এস।

আমি ও কুঞ্জ মাঝারে, বিছায়ে আঁচল
সারা নিশি আছি বসিয়ে
তুমি কেন যাও সখা নির্ম্মম হইয়া
আমার পরাণ দলিয়ে
প্রভাতে এসেছ করেছ ভাল,
মুখের কাপড় খোল।
প্রভাতে দেখিলে ও চাঁদ বয়ান
দিন যাবে আজি ভাল।
হরি এ কিরূপ আজি দেখি,
তোমার পরিধানের শাটি কোথায় ফেলে
পরিয়াছ নীল শাটি।
নয়নের কাজর মুখেতে মেখেছ,
সিঁতের সিন্দুর মুখে।
মৃদু মৃদু হাসি শঠতার রাশি.
পরকাশে দুটী চোখে॥
আমি বোতলে করিয়া রেখেছি সরাপ,
ঠোঙায় রেখেচি মুড়ী।
তুমি চরণে ঠেলিয়া, যেওনা চলিয়া,
ওগো আমার সহচরী॥

বহুদিনের পরিচিত হেমন্তের গলা ও কবিতা শুনিয়া পঞ্চু জানিল, হেমন্ত তাহাকে ডাকিতেছে, সে তাড়াতাড়ি তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। হেমন্ত মদ বিহ্বল নয়নের তীক্ষ্ণ অথচ উদাস-দৃষ্টিতে একবার পঞ্চুর আপদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "একি পঞ্চু মাণিক, ভেলকি-চা'ল্ কেন বাবা; কি মতলব এটেছ বল ত? ফাঁকি দিও না বাবা; তোমার আমার জয়েন্টষ্টক কোম্পানী, কোন বড় লোকের সর্ব্বনাশ করবে নাকি? বেশ; এই দেখ আমিও এই কয় দিনে যা পকেট মেরে সংগ্রহ্ করতে পেরেছি, তোমার জন্য তা নিয়ে বসে আছি, একাউণ্টে ফাঁকি ঝুকি নাই, গোণ; দুটী লঙ্কা আছে, দু পয়সার মুড়ী আছে, আর ঐ বোতলে সরাপ আছে আমি দুখুলী বেশী খেয়েছি, তুমি দুখুলী খাও, আর এক মুঠা মুড়ী খেয়েছি, তুমি ও খাও। ফাঁকি দিওনা বাবা; একাউণ্ট ঠিক রেখো; আমি কিন্তু ঠিক রেখে যাচ্চি।"

পঞ্চু বলিল,—"হেমন্ত খুড়ো; আর আমি ওতে নই, আমি মদ ত্যাগ করিয়াছি ওপাপ-পথ পরিত্যাগ করিয়াছি।"

হে। একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে,
ওহে রাজা দুর্য্যোধন;
ফুল-দল দিয়া বিধাতা কাটিল কি শাল্মলি তরুবরে?
সরাপ ছাড়িয়া দিল পঞ্চু মাণিক আমার,
পিতৃহীণ হলো শুঁড়ি মামা, দোকান হইল তার
রাজা হীন রাণী। হাহাকার হলো আজি
পথিক বৃন্দের পকেট, পঞ্চুর সুকোমল হস্ত স্পর্শ বিনা।
কহ বাপ পঞ্চুদত্ত;
এ দুর্ম্মতি ঘটিল তোমার কিসের কারণে?

প। শোন হেমখুড়ো, যে কারণেই হোক, আমি মদ ছাড়িয়াছি, ও পাপপথ ত্যাগ করিয়াছি। আশা করি, তুই ও পথ ত্যাগ করবি। ওতে সুখ নাই, বহুদিন করিয়া দেখিয়াছি, তুইও বহুদিন করিয়া দেখিলি, সুখ কিছু পেলি কি ?

হে। হ্যাঁরে পঞ্চু ; সুখ কিসে আছে, কোথায় সুখ পেলি আমায় বলে দে, আমি আজই এ পথ ত্যাগ করতে পারি, আমি একদিনে সুখ সম্পত্তি সমুদয় হারাইয়া তবে এ পথ অবলম্বন করিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম, বুঝি ইহাতেই সুখ পাইব, কিন্তু পাই নাই। বজ্রদগ্ধ তরুকে যেমন দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়, আমিও তেমনি এ পাপ পথে চলিয়া যাইতে হয়, তাই যাইতেছি, বলে দে ভাই ; কোথায় সুখ পেলি ?

প। সুখ পাইয়াছি কিনা ঠিক বলিতে পারি না, তবে পুত্র পাইয়াছি, স্ত্রী পাইয়াছি, শ্বশুর পাইয়াছি,—আর অতুল ধন সম্পত্তি পাইয়াছি। তাহাতেই মন বসাইয়া শ্রীভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া এ পাপ পথ পরিত্যাগ করিয়াছি।

হে। ব্রেভো, কোথায় পেলি পঞ্চু মাণিক ; তুইও ত, আমার মত রাস্তার মাতাল, জুয়াচোর, পকেট কাটা, নামজাদা মাতাল। হঠাৎ তোর এ সকল কোথা হইতে জুটিল ?

পঞ্চু তখন তাহার নিকটে বসিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত ধীরে ধীরে বর্ণনা করিল। তচ্ছ্রবণে হেমন্ত বলিল,—"ভাইরে ; তোর এ সুখ-মিলনে আমি মহা আনন্দিত হইলাম এবং যথার্থই প্রাণের সহিত নিষেধ করিতেছি, আর এ পথে আসিস্ না ; যদি ত্যাগ করিয়াছিস্—ত্যাগ করিয়া চলিয়া যা। এখন আমি কি করি, বলিয়া যা ভাই ! এক পুকুরে এক জোড়া মাছ ছিল তুই জাল ছিঁড়িয়া চলিয়া গেলি, আমাকে বলিয়া যা, আমি কি করিয়া জাল ছিঁড়িব ?"

প। শোন হেমন্ত; আমার চেয়েও তোর জ্ঞান বেশী; যদিও তুই মাতাল, তবু তোর মত্তাবস্থায়ও তোর আসল জ্ঞানের লুপ্তাবস্থা কখনও জানিতে পারি নাই। আমি বলি কি; শরাপের বোতল গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দে, তোর মুড়ীর ঠোঙা, লঙ্কা, লবণ গঙ্গায় ভাসাইয়া দে। আমার নিকট দশটা টাকা আছে, চল তোর কাপড় চোপড় জামা জুতা কিনিয়া দেই। আজ আমাদের বাসায় গিয়া থাকবি, কাল তোর দক্ষিণেশ্বরের সন্ন্যাসীর নিকট দু জনে যাবা; তিনি যা বলেন, তুই সেই রকম করিস, এ পথ পরিত্যাগ কর, ইহা অসুখের বৈ সুখের নয়।

হেমন্ত তাহাতে স্বীকৃত হইল—এবং মদ্যাদি সমস্ত গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিয়া তাহারা দুইজনে বড়বাজার অভিমুখে চলিয়া গেল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরের কালী বাড়ীর উত্তরাংশের উদ্যান নানাবিধ বৃক্ষে সুশোভিত। উদ্যানের পশ্চিমাংশে পূতসলিলা ভাগীরথী, কল কল নাদে সমুদ্রাভিমুখে প্রেমাভিসারে চলিয়াছেন। দিবা অবসানোন্মুখ,—সূর্য্যদেব লোহিত বর্ণে পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়িয়াছেন, উদ্যানস্থ বৃক্ষ-বৃক্ষে, বহু পক্ষীর কলনাদ মানবের প্রাণে সুধা বর্ষণ করিতেছে, উদ্যানের উত্তর পূর্ব্বাংশে এক বিল্ব বৃক্ষমূলে ইষ্টক বেদিকার উপরে এক সন্ন্যাসী উপবিষ্ট, সম্মুখে পঞ্চুদত্ত ও হেম ঠাকুর বসিয়া শিষ্যের মত—নিতান্ত অবুঝ বালকের মত প্রশ্ন করিতেছিল, সন্ন্যাসীর নিকট উত্তর পাইয়া তর্ক করিতেছিল এবং কখনও বা অতি গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাস্যবিষয় বুঝি চিন্তা করিয়া লইতেছিল। অনেক কথার পরে এবার পঞ্চুদত্ত জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে কি আপনার মতে, গৃহস্থ আশ্রমটা কিছুই না?"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া তদুত্তরে বলিলেন,—"না, কি হাঁ, তাহা আমি বলিতে পারি না, তবে আমার মনে হয়, কি জানিস্। বেঙাচির লেজ খসিলেই সে ব্যাঙ হয়। মানুষও বুঝি বিবিধ প্রলোভন পূর্ণ সংসার ত্যাগ করিতে পারিলে আপনার স্বরূপ ধারণ করিতে পারে ও যদি ছেড়ে যেতে পারে আর ওকে বাঁধা কেন।"

প। আমার মনে হয় কি জানেন,—'কখনও নেই নন্দোৎসব, একেবারেই দুর্গোৎসব' তা' ভাল নয়। ছিল হেমন্ত মাতাল, একেবারে সন্ন্যাসী সাজিয়া, বনে গিয়া, মুনি ঋষি হওয়া উচিত নয়; বনে গিয়ে একা বসে চিন্তা করিতে করিতে, আবার কাল বোতল ও শালপাতের ঠোঙার কথা মনে জাগিয়া বসিতে পারে। তা না হয়ে, এখন নগরে বসিয়া মন্দির

বানাইয়া তার মধ্যে মাতৃমূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া নিত্য ধূপ ধূনায় অর্চ্চন করিতে করিতে যখন জ্ঞান বেশ পাকা রকম হ'য়ে যাবে, তখন জঙ্গলে ঢুকা ভাল।

স। তা বলা যায় না বাপু; জগাই মাধাই একদিনে উদ্ধার হইয়াছিল। রত্নাকর দস্যু এক মুহূর্ত্তে বাল্মীকি মুনি হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম নিয়ে কথা, যাক অত খুটি নাটীতে দরকার নাই। হেমন্তের যাহা প্রাণের টান তাহাই করিতে দাও; মানুষের জীবনে এমন শুভ মুহূর্ত্ত—এমন অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণ আগমন করিয়া থাকে, যখন তাহার নব জীবন সম্পূর্ণ নূতন পথ অনুসরণ করিয়া ফিরে, তখন তাহাকে তাহার ইচ্ছা মত পথে ছাড়িয়া দেওয়া মন্দ নয়। হেমন্ত; তোর কি মত রে?

হে। আপনি যাহা বলিলেন, তাহাও মনে লাগিতেছে, আর পঞ্চু যাহা বলিতেছেন তাহাও যে একেবারে না শুনিবার কথা তাহাও নয়। বয়স নাই যে, আবার বিয়ে থাওয়া করে জালে জড়াব। জীবনের এই দীর্ঘকাল মদ থাইয়াছি, পথে পথে ঘুরিয়াছি, শৃগাল কুকুরেরও অধম হইয়া জীবন কাটাইয়াছি, কিন্তু কখনও স্ত্রীলোকের রূপে মুগ্ধ হই নাই, আর সুখ সচ্ছন্দ ইন্দ্রিয় পরিপোষণের কোন আশাই মনে জাগে নাই; শুধু ধূ ধূ—শুধু নিরাশা—শুধু ত্যাগ লইয়াই ফিরিয়াছি, এক রাস্তায় তাড়া খাইয়া অপর রাস্তায় পলাইয়াছি, কাহারও প্রহার খাইয়া, কখনও হাত তুলি নাই, কাহারও ভাল দেখিয়া—কাহারও সর্ব্বেন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিকর সুখৈশ্বর্য্য দেখিয়া, তাহা পাইবার আশা করি নাই। ফল কথা, যশ; মান, ভোগ এ সকল প্রবৃত্তিগুলা অনেক দিন হইতেই মরিয়া পচিয়া খাখ হইয়া গিয়াছে; এখন মনে করিয়াও আর তাহাদিগকে হৃদয়ে জাগাইতে পারি না। তাই ইচ্ছা; কিছুদিন সমাজে থাকিয়া, মাতৃমূর্ত্তি পূজা করি; তারপরে জঙ্গলে যাইব।

স। সে উত্তম ব্যবস্থা—নিজের রোগও নিজে চিনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ব্যাধি আরোগ্য শীঘ্রই হয়। এখন সন্ধ্যা হইয়াছে, মায়ের মন্দিরে শঙ্খ—কাঁসর বাজিতেছে, আমি আরত্রিক করিতে চলিলাম। তোমাদের যদি ইচ্ছা হয়, রাত্রে এখানে থাকিয়া প্রসাদ পাইতে পার।

"না ঠাকুর, আমরা কলিকাতায় গেলাম—"

এই কথা বলিয়া পঞ্চু ও হেমচন্দ্র পার্শ্বের পথ ধরিয়া বহির্গমনের দরোজার দিকে চলিয়া গেল এবং সন্ন্যাসী মন্দিরাভিমুখে গেলেন।

তাহারা যখন মথুর বাবুর বাসা বাড়ীতে উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে; বাহিরের ঘরে একটা ফরাসের উপর মথুরবাবু বসিয়াছিলেন, নির্ম্মল নিম্নে দাঁড়াইয়া, বৃদ্ধের সহিত কথা কহিতেছিল। কথাগুলা এইরূপ :—

নি। রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে, আপনাকে কয়েক বার ডাকা সত্বেও আপনি বাড়ীর মধ্যে যান নাই। সন্ধ্যা আহ্নিক বা কখন করিবেন, আর একটু জল মুখেই বা কখন দিবেন! অত চিন্তা করিতেছেন কিসের?

ম। এ বুড়ো বয়সে আর কিসের চিন্তা করিব পাজি; আমি ত আর কারু কঙ্কণ নিয়ে পলাই নি। আমি ভাবছি সেই মোকর্দ্দমাটার কথা। একেবারে ডাঁহা ঠকে গেলাম রে।

নি। সে মোকর্দ্দমার কি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে? বিপক্ষের কেউ আসিল না, উকিল কৌন্সলি নিল না, প্রথম দিনেই শেষ হইয়া গেল?

ম। হাঁ শুনানির দিনই নিম্ন আদালতের আপিলের রায় বজায় রহিয়া গেল।

নি। বাগ্‌ গে, আপনি যে অগাধ টাকা পাইয়াছেন, তাহাতে অমনি

কত বিষয় হইবে, এই আনন্দের সময় সামান্য বিষয় লইয়া মামলা মোকদ্দমা করা উচিত নয়।

ম। মোকর্দ্দমায় ঠকা যে কি বেদনা তা তোর মতন প'ড়ো মানুষে কি বুঝবে বল্।

পঞ্চু ও হেমন্ত সে সময় গৃহমধ্য আসিয়াছিল। পঞ্চু জিজ্ঞাসা করিল, "কি মোকর্দ্দমার হার হইয়াছে?

ম। আমি দেশে একটা গাঁতি জমা কিনিয়াছিলাম, অনেক দিন আগে, বোধ হয় কুড়ি বৎসর হইতে পারে, এটর্ণী অফিসে এক ব্রাহ্মণ যুবকের সম্পত্তি কিনিয়াছিলাম। বর্ত্তমানে হিরু দত্তের সঙ্গে মোকর্দ্দমায় নিম্ন আদালতে জিতিয়াছিলাম। তারপরে জেলার আপিল আদালতে হিরু দত্ত জিতিল, আমি হাইকোর্ট আপিল করিয়াছলাম, আপিলে শুনানির দিনই হারিয়া গিয়াছি।

প। কি অজুহতে আপনার হার হইল?

ম। আমি ভালরূপ প্রমাণ করাইতে পারি নাই সে যুবক কে, তাহার আত্মীও স্বজনের দ্বারা সাক্ষী ও দেওয়াইতে পারি নাই এবং দলিল দস্তাবেদ ও বিশেষ কিছু দাখিল করিতে পারি নাই। হিরু দত্তেরা সে লোকটাকে এবং তাহার আত্মীয় স্বজনকে ও অনেকগুলি দলিল দস্তাবেদ হাজির করিয়া দিয়াছিল এবং হিরু দত্ত যে সেই লোকটার নিকট লইয়াছে, তাহাও প্রমাণ করাইয়াছিল।

প। তবে নিম্ন আদালত আপনার পক্ষে জয় দিলেন কি প্রকারে?

ম। রায়ে পড়িয়াছিলাম হইতে পারে হিরু দত্তের মনিব লোকটী ঠিক—হইতে পারে দস্তাবেদ ও ঠিক, আত্মীয় স্বজন যাহারা সাক্ষী দিল তাহারা ও ঠিক কিন্তু ইহার পূর্ব্বে বা পরে এই সম্পত্তির যে এটর্ণী অফিসে বিক্রয় হয় নাই তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

অতএব মথুর বাবু কিনিয়াছেন একথা সত্য না হইবে কেন?

প। আর আপিলের হাকিমেরা কি বলেন।

ম। তাঁহাদের মত এই যে, এটর্ণী সমেত যে কোন প্রতারকের চক্রান্তে প্রতারিত হইয়া প্রকৃত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতেও তাহার সম্পত্তি বিক্রয় করেন নাই এমন হইতে পারে না। হিরু দত্ত যাহার কাছে ঐ সম্পত্তি জমা লইয়াছে, সে বলিতেছে সম্পত্তি আমার, আমি কখনও বিক্রয় করি নাই। উহার দলিল দস্তাবেদ ও ঐ ব্যক্তি দেখাইয়াছে, তাহার আত্মীয় স্বজনেরও মধ্যে দুই তিন জন তাহাকে সেনাক্ত করিয়াছে এবং ঐ গাঁতি জমা দুইজন মাতব্বর প্রজা সাক্ষী দিয়াছে যে এই ব্যক্তি আমাদের বাস্তবিক মনিব ও গাঁতিদার।

পঙ্কু আর কোন কথা কহিল না। পার্শ্বের দরজা গলাইয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। হেমন্ত ততক্ষণ পরিধানের জামা জুতা খুলিয়া বৈঠক খানার মধ্যেই যথা স্থানে রাখিতেছিল এবং মনোযোগ সহকারে কথোপকথন শুনিতেছিল। নির্ম্মল ও তখন চলিয়া গিয়াছিল, বোধ হয় সে পিতা ও পিতৃ-বন্ধুর আহারাদির বন্দোবস্ত জন্যই বাড়ীর মধ্যে গিয়াছিল। হেমন্ত একটু উৎসাহের সহিত মথুর বাবুর পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার ঐ গাঁতি জমা কোন্ গ্রামে?"

মথুর বাবু গ্রামের নাম করিয়া তারপরে বলিলেন,—"আপনি চিনিতে পারিবেন না। সে আমাদের দেশে।

হে। ঐ মোকর্দ্দমায় বোধ হয় আমি আপনাকে জিতাইতে পারিব, কিন্তু গোড়া হইতে আবার মোকর্দ্দমার রুজু করিতে হইবে, সেই বিক্রেতা লোকটার নাম কি বলুন দেখি?

ম। হেমন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, পিতার নাম নসিরাম মুখোপাধ্যায়।

হে। সে হতভাগ্য আমি।

মথুর বাবু লাফাইয়া উঠিলেন, বিস্ময় সূচক স্ফূর্ত্তি স্বরে বলিলেন,—"সত্যই আপনি প্রমাণ করাইতে পারিবেন ঐ গাঁতি আপনাদের ছিল ?

হে। তা পারিব না উহার কাগজ পত্র জমিদারের চিঠা দাখিলা সমুদয়ই আমার কাছে ছিল তারপরে আমার ভরাডুবি হইয়া গেলে আমি সুরাপায়ী দলের মধ্যে মিশিয়া উচ্ছনের পথে দাঁড়াইয়া অনেক দেনা করি, দেনার দায়ে এটর্ণি অফিস হইতে আমার মহাজন উহা বিক্রয় করিয়া লয়েন। আমার এক মামা ঐ সকল কাগজ পত্র লইয়া গিয়া, তাহার বাড়ী রাখেন। তিনি জীবিত নহে, তাঁর ছেলেদের কাছে আছে।

ম। যাক্ বাপু, যদি ঐ সম্পত্তি তোমার দ্বারা উদ্ধার হয়, তোমার সম্পত্তি তোমাকেই দিব নিশ্চয়ই ; আমি উহা গ্রহণ করিব না, আমার টাকা কড়ির অভাব নাই। দু পাঁচ হাজার ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইব না।

হে। সম্পত্তি আমাকে দিবেন, অথচ মোকর্দ্দমা করার যন্ত্রণা ও অত টাকা খরচ করিবেন ইহাতে আপনার লাভ ?

ম। লাভ, মোকর্দ্দমায় হঠাৎ ব্যথা দূর হবে ; আর শালা হিক দত্তের মুখে কালি চূণ পড়িবে !

হায়, আসুরিক প্রবৃত্তি হৃদয়ে জাগরূক হইলে মানুষকে এই রকমই জ্বালাইয়া তুলে। তারপরে হেমন্ত ও মথুর বাবুতে যে সকল কথোপকথন হইল, তাহার সার ভাগ এই যে,—ঐ গাঁতি হেমন্তের পুরুষানুক্রমে ভোগ দখলিকৃত। উহার কাগজ পত্র সমস্তই আছে আর সাক্ষী সাবুদ সমস্তই পাওয়া যাইবে। মথুর বাবু ইহাও স্থির

বুঝিয়া লইলেন। হিরু দত্ত, যে লোক উপস্থিত করিয়াছিল সে জাল, তাহার কাগজ পত্র জাল, সাক্ষী সাবুদও সব জাল। অতএব মোকর্দ্দমায় তিনি জয়লাভ করিবেন এবং সেই লোকগুলি সমেত জাল করা অপরাধে হিরু দত্তকে জেলে পাঠাইবেন। তিনি হেমন্ত কুমারকে সমধিক আশা দিয়া যত্ন করিয়া নিকটে রাখিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

ইহার দুই মাস পরের ঘটনা বলিব।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মহানীল সাগরের মত মাথার উপর অনন্ত বিস্তৃত নীলাম্বর শোভা পাইতেছিল; কোন্ দেববালা যেন সন্ধ্যা হইতেই হীরার ফুল তুলিয়া আনিয়া, তাহাতে ছড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছে; কোন দূরান্তর দেশ হইতে ধীর মলয় পবন আসিয়া প্রবাহিত হইতেছে। রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো গৃহস্থের গৃহে গৃহে উজ্জ্বল আলো আর দরিদ্রের পর্ণ কুটীরে কুটীরে টীন বা মৃন্ময় আধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলো জ্বলিয়া কলিকাতা মহানগরীকে আলোকোজ্জ্বল-সমুদ্ভাসিত মহৎ-শ্রীসম্পন্ন করিতেছিল। পূর্ণবাবু অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। তাঁহার বাড়ীর কক্ষে কক্ষে কাচধারের মধ্যে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল এবং প্রায় সমুদয় শয়ন-কক্ষ গুলি সান্ধ্য-ফুল্ল ফুল রাশিতে সুশোভিত ও সুগন্ধিকৃত ছিল। তাহারই এক কক্ষে বসিয়া একাকিনী কনক কুমারী, একটা ছোট হারমোনিয়মে তিলক কামোদের আওয়াজ বাহির করিতেছিল।

এই সময় ভেজান দুয়ার ঠেলিয়া এক যুবতী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং উন্মুক্ত দুয়ার ভিতর হইতে পুনরপি বন্ধ করিয়া দিয়া একেবারে গিয়া বসিয়া পড়িল। কনক কুমারীর হারমোনিয়মের পার্শ্বে। বিনা বাক্যব্যয়ে, বিনা অনুরোধে হারমোনিয়মের সুরের সঙ্গে নিজের কণ্ঠের সুর মিলাইয়া হাসিতে হাসিতে গান ধরিল এবং দুই হাতে হারমোনিয়ম বাদ্য নিপুণা কনকের মধ্যাহ্ন রবিকর প্রফুল্লশ্রী মুখখানি চাপিয়া ধরিয়া নিজ তরুণারুণ কিরণ সংস্পৃষ্ট-অর্দ্ধোদ্ভিন্ন-নবনলিন-সম্পুট অধরোষ্ঠ দু'খানি প্রচলিত করিতে লাগিল।

গানটা কিছু তাড়াতাড়িই হইতে লাগিল। আসিতে আসিতে সে গান রচাইয়া আনিয়াছিল, নয় গাহিতে গাহিতেই বাঁধিয়া লইতেছিল।

গাহিল ;—

এসেছে সোণার কঙ্কণ চোর ;
রাখ্ লো পূরে হৃদয়-কারায়,
ভেজিয়ে দিয়ে ভক্তি-দোর।
প্রহরী রাখিস্ নয়ন দুটী
যেন না পলায় ছুটি,
পায়ে দিস্ প্রেমের বেড়ী
খেতে দিস্ অধর সুধা তোর।

ক। পোড়ার মুখ আর কি! লোকে দেখে ঘুমিয়ে স্বপন, আর সই আমার দেখে জেগে স্বপন।

গায়িকা সুকেশী। সে গান বন্ধ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল;—"বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণের দ্বারা স্থির হইয়া গিয়াছে যে, জাগিয়াও মানুষ স্বপন দেখে—তাহা নাকি মনস্তত্ত্ববাদ।"

হারমোনিয়ম তখনও বাজিতেছিল, বেসুরা হইয়া দাঁড়াইল, কনক বলিল,—"মনস্তত্ত্ববাদই হোক, আর প্রাণ টাণ্ডা যতই হোক্, আসলে তোমার কথা ঠিক হবে না।"

সু। রাখ প্যারী, তোমার বিরহ-বক্তৃতা; প্রাণটা উধাও হয়ে উজান যমুনার ওপারে চলে গিয়েছে, বেসুরা বাজনাই তাহার বিশিষ্ট প্রমান। আসল কথা আবার যে ঠিক কোথায় দেখালি লো পোড়ারমুখী? এই ত সে দিন শুনে গেলাম ও বিবাহে কাহারও আর অমত নাই বরং সকলেরই সবিশেষ আগ্রহ পড়িয়া গিয়াছে। মেঘ নির্ম্মুক্ত চন্দ্রের মতন নির্ম্মল বিচারে মুক্ত হইয়াছে বি এ পাশ করিয়াছে, আবার ধারণার অতীত

কল্পনার বহির্ভূত টাকার অধিপতিও হইয়াছে আর দেখতে তো মনোহরা বা চন্দ্রপুলী—ইচ্ছে করে তুলি ঝুলি, পারিত ফেলি গিলি।

ক। গিলাটা সহজ কথা নয় গলার হাড় বিঁধে যাবে!

সু। তখন বধোদয়ের সেই বাঘের মত—'ইতস্ততঃ ছুটীয়া' বেড়ান যাইবে।

ক। তবে সে গেলায় লাভ?

সু। গলায় কাঁটা বেঁধে জানা সত্বেও মানুষ মাছ খায়, গোলাপ ফুল তুলতে গেলে কাঁটায় গা ছড়ে যায় তাও জানে; মৃণাল তুলিতে সিঁড়ি মাছে ছিনে নেয় তাও জানে; তবু এ সব করে কেন?

ক। থাক্ তর্কবাগীশ ঠাকুর। দুটো গান গাও, আমি একটু হারমোনিয়ম বাজাই। তারপরে দুটো ভাল কথা বল শুনি। ঐ পুরাণ কাসুন্দি সর্ব্বদা ঘাঁটিয়া আর কি হবে।

সু। এমন অনুরাগের দিকে গুণ কীর্ত্তনটা বড় মধুর লাগে, মুখে যাই বল সই, আসলে আমি ভ্রান্ত নই, তোমার প্রাণ রাত্রদিন কচ্চে কেবল কান্ত কৈ কান্ত কৈ। সত্যি বল ত প্রাণ সই; আমি কি মিথ্যে কই?

ক। মিথ্যা হউক, সত্য হউক, আসল কথা, ও বিষয় এখন ছাড়ান দে। ওটা আমার কাছে তপ্ত আকের টিপলি চিবানর মতন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুই তোর সেই 'শ্মশান ভাল বাসিস্ বলে শ্মশান করেছি হৃদি', গানটা গা, আমি হারমোনিয়ম বাজাই।

সুকেশী আড়ি পাকাইল, সে গান গাহিল না; গাহিল :—

আঁখিয়া উদাস করি গেয়ো পরাণ হামারি
মরমে লিখি গেয়ো মূরতি তাহারি।
পিয়াসা রহি গেয়ো না মিলিল বারি,
পিয়াকো.লে গেয়ো বিধি অবিচারি।

কনক সুকেশীর অনুকরণ করিল। সেও আড়ি করিল। হারমোনিয়ম বন্ধ করিয়া দিল, বাজনা বন্ধ হইলেও গায়িকা কিন্তু থামিল না। সে আগা গোড়া গাহিয়া হাসির দ্বারা উপসংহার করিয়া তবে গান ছাড়িল। তারপরে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ আবার তোর ঘাড়ে সেঁজো ভূত চাপিল কেন লা, বিবাহের বিরুদ্ধে কোন কথা হয়েছে নাকি?

ক। কথা কিলা! হবে না স্থির হয়ে গিয়েছে।

সু। সে কি! আমি মোটে এই সাত দিন আসতে পারিনি, খবর টবরও নিতে পারিনি, দিদির খোকার অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে খেতে গিয়েছিলাম, কি হয়েছে বল্‌ত?

ক। তুমি শুনে গিয়েছিলে তারা সব দেশে চলে গিয়েছেন। বিবাহের কথা, মা তাঁর বাবাকে লিখেছিলেন। দাদা মহাশয় সে পত্র পেয়ে ভারি রেগে গিয়েছেন এবং তোমার মেয়ের বিয়ে দাও; জীবনে আমি তোমার মুখ আর দেখিব না। বুঝিব, তুমি আমার মেয়ে নও। সেই পাজী বেটার সঙ্গে আমার রক্তের শত্রুতা, জীবনে মরণে সে আমার শত্রু, আমি তার শত্রু। আবার তাহার সঙ্গে ভীষণ মোকর্দ্দমা বাধিয়া উঠিয়াছে মোকর্দ্দমার যেরূপ গতিক, হয় সে জেলে যাইবে, নয় আমি জেলে যাইব। বিশেষতঃ সে এখন অনেক টাকার লোক হইয়াছে, এখন যাচিয়া সাধিয়া তাহার পোড়ে নাতির সঙ্গে আমার নাতনীর বিবাহ দিলে লোকে আমাকে কুকুর বলিয়া মনে করিবে। মনে করিবে আমি কুকুরের মত তাহার প্রসাদ ভোজনের জন্য নাতনীটি তাকে দিয়া তাহার করুণা ভিখারী হইয়াছি। অতএবই কোন প্রকারেই এ কাজ হইতে পারিবে না, বাবাকে পত্র দিয়াছেন, তাহাতে লিখিয়াছেন,—তোমাদের মেয়ে তোমরা দিলে রোধ করিবার সাধ্য আমার নাই, কিন্তু লোকে তাহা বুঝিবে না, লোকে আমারই দুর্ণাম

করিবে। অতএব বিবাহে আমি যাইব না এবং তৎপর দিবসই শুনিতে পাইবে আমি আত্মহত্যা করিয়াছি। মামাকে ও ঐরূপ কি লিখিয়াছেন, তাঁহার আজ রাত্রে এখানে আসিবার কথা, আজ তিন জনে শেষ পরামর্শ করিবেন ইহাই শুনিয়াছি।

সু। কি বালাই! তোমার বাপ মায়ের কি মত?

ক। তাহারা বলেন, যখন তাহার এতদূর জিদ তখন আর হয় কেমন করিয়া, তবে এক মামার সঙ্গে পরামর্শ হইলেই ইহার শেষ যবনিকা পাত হয়।

সু। তিনি বুঝি এসেছেন লো, আমি আসবার সময় দরজার নিকটে একখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। চল্‌না, নীচে গিয়ে একটু গোপনে থেকে শুনিগে, কি কথাবার্ত্তা হয়।

ক। কি ছাই শুনতে যাব, যদি কেও দেখে, আমায় বেহায়া বলবে।

সু। তবে তুই থাক, আমি যাই, আমি সদর থেকেই শুনতে পাব।

সুকেশী আর তিলার্দ্ধও বিলম্ব করিল না, তখনই উঠিয়া নীচে নামিয়া গেল। কনক হৃষ্ট হইল, কেন না, সব কথা সুকেশী আসিয়া তাহাকে জানাইয়া দিবে।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

সুকেশী যখন সংবাদ জানিতে গমন করিল, তখন নিম্নতলের একটী সজ্জিত প্রকোষ্ঠে নানাবিধ সুভক্ষ্য ভোজনের ব্যবস্থা ছিল, পূর্ণবাবু ও শশী-বাবু তাহা ভোজন করিতেছিলেন এবং গৃহিণী তাহাদের সম্মুখে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। সুকেশী যখন উপস্থিত হইল, তখন সে যাহা শুনিল, তাহাতে বুঝিতে পারিল, বাস্তবিক বিবাহ বিষয়ের কথা লইয়া এতক্ষণ আন্দোলন আলোচনা হইয়াছে, গৃহিণী তাহাকে দেখিয়া আদরে নিকটে বসাইলেন এবং বলিলেন,—"এই মেয়েটী আমার কনকের সই এবং উভয়ে বড় ভালবাসাবাসি, উভয়ে উভয়ের মনের সমস্ত সংবাদ অবগত থাকে, জিজ্ঞাসা করনা কনকের কি মত ?"

পূর্ণবাবু একখানা খাস্তা কচুরী চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন,—"মেয়ের মত ত বোঝা যাইতেছে, কিন্তু মেয়ের আজার মত বড় না মেয়ের মত বড় ?"

শশীবাবু একটা পান্তোয়ায় কামড় দিয়া বলিলেন—"মেয়ের আজা বিবাহ করিবেন না, বিবাহ হইবে মেয়ের,—সুতরাং মেয়ের মতই যেন প্রধান বলিয়া মনে হয়।"

পূ। তাই আমি বলিতেছিলাম, আগামী কল্য শনিবার আছে, চল বৈকালের লোকালে আমরা তিনজনাতেই লক্ষ্মীপুর যাই, তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলি, তিনি সমস্ত শুনিয়া এবং আমাদের অনুরোধে অনুমতি দিতে পারেন।

শ। তুমি বাবাকে তবে ভালরূপ চেন নাই, তিনি যে জিদ ধরেন, তা

কিছুতেই ছাড়েন না। বিশেষতঃ মামলা-মোকর্দ্দমা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাঠালাঠি প্রভৃতি কাজে লিপ্ত। অনুরোধ রক্ষা হইবে, এমন মনে করি না।

পূ। বাস্তবিক বাঙলার দুর্ভাগ্য ক্রমে কি দরিদ্র কৃষককুল, কি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, কি জমিদার, সকলেই এই দোষে দুষ্ট, দলাদলি, লাঠালাঠি, মামলা-মোকর্দ্দমা, পরকুৎসা, পরচর্চ্চা ইহা লইয়া দিন কাটানই তাহাদের জীবনের পৌরষ কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। বিনয়, শান্তি; ত্যাগ প্রভৃতি যাহা মনুষ্য জীবনের প্রধান লক্ষ্য, তাহা তাহারা হৃদয়ে বিন্দুমাত্র স্থান দেয় না এবং ইহা যাহাদের আছে, তাহাদিগকে ভাল মানুষ, আখ্যায় আখ্যাত করিয়া থাকে। ভাল মানুষ এই কথার অর্থ তাহাদের অভিধানে বোকা। ভাল মানুষের পল্লীতে কোন সম্মান নাই, কেহ তাহার নিকটে যায় না, কোন কথা সুধাইয়া কাজ হয় না, একগুন মূল্যের জিনিষ দ্বিগুন মূল্যে কিনিতে হয়।

শ। বাস্তবিক পল্লী উচ্ছিন্ন হইবার কারণই মানবের ঐ দুষ্প্রবৃত্তিগুলি অতিশয় প্রবল হওয়া। যাক্ এক্ষণে আমাদের অত উঁচু বিষয় ভাবিয়া কোন ফল নাই, আমরা যে রোগের হাতে পড়িয়াছি, তাহার চিকিৎসা করাই কর্ত্তব্য, রোগ বড় কঠিন।

পূ। যেমন রোগ ঔষধও তেমন আছে ত? তবে ক্ষেতে কৃষাণি। সেখানে গিয়ে যে যুক্তি হয় দেখা যাবে, আমার বিশ্বাস মথুরবাবু ও শ্বশুর মহাশয়ের এই বিবাদ বা দলাদলি উভয় বংশের চির অশান্তি ও উচ্ছন্নের কারণ হইবে। অন্য দিকে যাহা হউক, আমি শুনেছি, তোমাদের সম্পত্তির অনেক টাকা আয়, তুমিও মাসে মাসে অনেক টাকা রোজগার করিয়া থাক কিন্তু এক পয়সাও সঞ্চয় হয় না,—শুধু মামলা মোকর্দ্দমার জন্যই হয় না। বাঙলার কৃষক হইতে জমিদার পর্য্যন্ত মামলা করিয়াই পথের কাঙাল। কনকের সহিত নির্ম্মলের বিবাহ হইলে এই দুইটি বংশে সৌহৃদ্য সংস্থাপন হইতে পারে, কাজেই মামলা মোকর্দ্দমাও অস্তমিত হইতে পারে।

শ। চল ত কাল চাই।

সেই মতই ব্যবস্থা হইয়া গেল, অন্য কথা উঠিল, সুকেশীও উঠিয়া ধীরে ধীরে মন্থর গমনে দ্বিতলে তাহার সইকে সংবাদ দিবার জন্য চলিয়া গেল।

পর দিবস শনিবার সন্ধ্যার আগে লোকাল ছাড়ে। যথাসময়ে শশীবাবু শশীবাবুর ভাগিনী এবং পূর্ণবাবু একটী পুরাতন পশ্চিম দেশীয় ভৃত্য সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনে গমন পূর্ব্বক লোকাল ট্রেণে একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আরোহণ করিলেন, চাকরটী অবশ্য তাহাদিগের কর্ম্ম সমাপন করিয়া দিয়া, তৃতীয় শ্রেণীতে চলিয়া গেল, যথা সময়ে গাড়ী ছাড়িয়া গেল।

শনিবার রাত্রি দশটার সময় তাঁহারা লক্ষ্মীপুর পৌঁছিয়াছিলেন। হির বাবুর সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে যদিও কিছু কিছু আলাপ হইয়াছিল, কিন্তু তেমন বিশেষ কিছু হয় নাই, পরদিবস হইবে বলিয়াই সে দিন সকলের সহিত আলাপ আপ্যায়িত, দেখা-শুনায় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। নির্ম্মল সেই রাত্রে শুনিয়াছিল, তাঁহারা আসিয়াছেন, নির্ম্মলের অতি প্রত্যুষে উঠা অভ্যাস ছিল এবং রাস্তায় প্রাতর্ভ্রমণ করিয়া ফিরিত, আজিও অভ্যাসমত কাজ করিয়াছে, প্রাতর্ভ্রমণ করিতে করিতে সে চিন্তা করিতেছিল, পূর্ণবাবু ও পূর্ণবাবুর স্ত্রী গ্রামে আসিয়াছেন, তখন তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান উচিত; কিন্তু বুড়ো তাহাতে স্বীকৃত হইবেন কি! হির দত্তের সহিত তাঁহার প্রবল শত্রুতা, তাহার কি জামাইকে খাওয়ান বুড়োর বিবেচনায় খোসামদ করা হইবে, তবে একবার যাইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করা হয়। আর এই অবজ্ঞা অকৃতজ্ঞের কার্য্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু বুড়ো ইহাতেও অসন্তুষ্ট হইতে পারে, তবে এ কার্য্য তাঁহাকে জানিতে না দিয়া সারিয়া আসি, যেমন বেড়াইতে আসিয়াছি, অমনি যাইয়া দেখ

করি। তারপরে মনে হইল, তাঁহারা মনে করিবেন না ত' বিবাহের লোভেই আমাদের কাছে আসিয়াছে।

নির্ম্মলের চিত্তে সবিশেষ চিন্তার উদয় হইল,—এ বিবাহ হইবার নহে। উভয় পক্ষের মাতামহেরই ঘোর আপত্তি এবং উভয়ে উভয়ের প্রবল শত্রু। যদি না হয়, তবে আমি কি করিব; অন্য বিবাহ করিয়া কখনই সুখী হইতে পারিব না। অপর কাহাকেও আমার বলিয়া আদরে সোহাগে লালন পালন করা ভাল লাগিবে না। কিন্তু অপর বিবাহ না করিলে মাতামহ অসন্তুষ্ট হইবেন, মা কাঁদিবেন, বাবা মনে আঘাত পাইবেন। অপর স্থানে সম্বন্ধও ও হইতেছে,—জেলার কোন এক উকীলের সুন্দরী কন্যার সহিত দাদা মহাশয় আমার সম্বন্ধ স্থির করিতেছেন। সে বিবাহ হইলে নাকি মামলা মোকদ্দমা করার তাঁহার বড় সুবিধা হইবে, মান সম্ভ্রমও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু বিবাহ সেজন্য নহে, হৃদয়-বৃত্তির শান্তি করাই বিবাহের উদ্দেশ্য। আমার কখনই তাহা হইবেনা, জীবনে কনককে ভুলিতে পারিব না।

এই সকল ভাবিতে ভাবিতে সে হিরু দত্তের বাড়ীর দিকে চলিয়া যাইতেছিল। হিরু দত্তের বাড়ীর দক্ষিণের রাস্তার ধারে হিরু দত্তেরই এক পুস্করিণী। পূর্ণ বাবুর স্ত্রী তিন চারি জন আত্মীয়া সঙ্গে লইয়া সেই পুস্করিণীতে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। পল্লীর জন-হীন রাস্তায় সহসা নির্ম্মলের সাক্ষাৎ পাইয়া হৃষ্ট হইলেন—অনেক দিনের পরে সাক্ষাৎ। গৃহশিক্ষকরূপে তাঁহাদের বাড়ীর বহুদিন যাতায়াত ও মিশামিশি থাকায় এবং নির্ম্মলের স্বভাব-গুণে তাহাকে সকলেই ভালবাসিত তিনি ও বাসিতেন বলিলেন,—"নির্ম্মল ভাল আছ ত?"

নির্ম্মল প্রণাম করিয়া বিনয়াবনত ভাবে অতি নম্রস্বরে বলিল,—"আছি। কাল রাত্রে এসেছেন শুনিয়া সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলাম।"

ক-মা। যাও, বৈঠকখানায় থাকিও; আমি স্নান করিয়া বাড়ী গিয়া তোমাকে সংবাদ দিব, বাড়ীর মধ্যে যাইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। আমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া যাইও না।

এই সময় পায়চারী করিতে করিতে হিরু দত্তও সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি নির্ম্মলকে কখনও দেখেন নাই, বেশ টুকু টুকে সপুষ্ট দেহ এক নব যুবককে উপস্থিত দেখিয়া, তিনি কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এ গ্রামে যে তাহার বাড়ী নহে এমনও মনে করিতেছিলেন কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল,—এই ছোকরাই নির্ম্মল হইতে পারে, তা এমন ছেলেকে কন্যা দান করিতে কাহার না সাধ হয়, ইহাকে দেখিলেই একটু অনন্য সাধারণ বলিয়া জ্ঞান হয়, লেখা পড়াও খুব শিখিয়াছে শুনিয়াছি, অনেক টাকারও অধীশ্বর হইয়াছে কিন্তু অন্তরায় মোথরো শালা। সে শালা হাসিবে—সে শালার সহিত যে মিত্রতা করিতে হইবে তাহা আমার দ্বারা ঘটিবে না—কখনই না। ছেলে হোক, ঝি হোক, জামাই হোক কাহারও অনুরোধ উপরোধ শুনিব না। আমার নামের সংস্রব আছে—আমার দৌহিত্রী বলিয়া যখন লোকে জানে, তখন এই বিবাহ হইবে, আমি উহাতে মিশি না মিশি লোকে আমাকে কাপুরুষ মনে করিবে। কখনই না—কখনই না; পুরুষ মানুষ একটু ঘেন ঘেনানি পেন পেনানিতে ভুলিবে কেন? দৃঢ়চিত্তে কাজ করিতে হইবে।

তিনি এইকথা চিন্তা করিতেছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার কন্যা তাঁহাকে বলিল,—"বাবা একে চেন ত?"

হি। না,—এরপূর্ব্বে কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না, অনুমানে বোধ হইতেছে মোথরোর নাতি হইতে পারে।

নির্ম্মলের সে কথাটার একটু বিরক্তির কারণ হইল, কিন্তু কনকের উপরের আসক্তিতে তাহা তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল না।

পূর্ণ বাবুর স্ত্রী বলিলেন,—"নির্ম্মল; বাবাকে প্রণাম কর। বাবা আপনি ঠিক অনুমান করেছেন, এ মথুর বাবুর নাতি নির্ম্মল। একেই জামাই করিব ভাবিতেছি।

"তোমাদের ইচ্ছা কখনই পূর্ণ হইবে না।" এই বলিয়া তিনি বিরক্ত ভাবে ধীর-মন্থর গমনে রাস্তা বহিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার কন্যা কৈলাস মোহিনী কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন মনে মনে বলিলেন,—মেয়ের যখন তত মত আর ছেলে এমন ভাল তখন একাজই করব, বাবা সেই জন্যই তোমার কাছে আসিয়াছি। সকলে মেলে তোমার পায়ে ধ'রব, মত করিয়ে তবে ছাড়ব। তারপরে নির্ম্মলকে বলিলেন,—"যাও বাবা তুমি বসত আমি আসছি।"

নি। এখানে অধিকক্ষণ বসা আমার পক্ষে সম্মান জনক নহে বলিয়া মনে করি। তবে বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিব, সেই জন্য একবার বৈঠকখানায় যাইতেই হইবে।

কৈ। একটুখানি অপেক্ষা করগে আমি এলাম বলে।

নির্ম্মল আর কোন কথা কহিল না, সে ধীরে ধীরে হিরু দত্তের সদর দরজা অভিমুখে চলিয়া গেল। কৈলাস মোহিনীর সঙ্গের অপর রমণীরা নির্ম্মলের দিকে পুনঃ পুনঃ চাহিয়া বলিলেন,—"না, মা, এমন জামাই ছাড়িস্ না।"

কৈ। আমার ত ইচ্ছা ছিল গো; কিন্তু বাবার যে রকম জিদ দেখছি।

একজন বলিল, "হোগ্ গে জিদ্, এমন জামাই ছাড়া যায় না।"

দাসী হরমণি বলিল,—"জামাইর বেটা জামাই। এমন জামাই ছেড়ো না গো, বাপ না হয় দুদিন রাগ করবে।"

ক্ষুণ্ণশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কৈলাস মোহিনী বলিলেন, "তা কি হয় হরমণি; বাবাকে অসন্তুষ্ট করে—বাবার অনুমতি না নিয়ে কাজ করা যায় না।"

হ। কি জানি মা তোমাদের বড় ঘরের কথা তোমরাই জান। আমার যদি মেয়ে থাকত, আর আমার বাবা যদি বারণ করত, আমি লুকিয়ে আম বাগানে নিয়ে গিয়ে ও জামাইর হাতে মেয়ে তুলে দিয়ে আসতাম।

হরমণি জাতিতে সদ্‌গোপ। নির্ম্মল সদর দরজা গলাইয়া সদর প্রাঙ্গন বহিয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত হইল, বৈঠকখানার সদর বারেন্দায় একটা লম্বা মাদুরের উপর শশীবাবু বসিয়াছিলেন, নির্ম্মলকে আসিতে দেখিয়াই অতি সমাদরে ডাকিয়া নিকটে বসাইলেন, তারপরে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, নির্ম্মল বিনীত স্বরে কুশল জ্ঞাপন করিয়া বলিল,—"আপনারা কাল রাত্রে এসেছেন শুনে দেখা করতে এসেছি, বাবু কোথায়?"

শ। দুইজনে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। তারপরে চা খাইতে বাড়ীর মধ্যে গিয়াছিলাম, আমি এইমাত্র আসিয়াছি, তিনিও শীঘ্রই আসিতেছেন।

ইহার একটু পরে পূর্ণবাবু আসিলে নির্ম্মলের সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং তাহার একটু পরেই এক দাসী আসিয়া নির্ম্মলকে ডাকিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল। কৈলাস মোহিনী তাহার মাতাকে ভাবী জামাই দর্শন করাইল, গুণের পরিচয় দিল, আরও পাঁচজনকে টানিয়া আনিয়া দেখাইল। নির্ম্মল বিদায় হইল। নির্ম্মলের নিরাশাক্ষুণ্ণ হৃদয়ের মধ্য স্থলে আশা নিরাশা উভয়ই পুনঃ পুনঃ উদয় ও বিলয় হইতে লাগিল।

সেই দিন দ্বিপ্রহরের পরে কন্যা, পুত্র, জামাতা, গৃহিণী এবং পৌর-জন-বর্গ নানাবিধ বাক্যে এই বিবাহে মত দিবার জন্য অনেক উপরোধ,—অনুরোধ,—সাধাসাধি ও হিতকথা কহিল, কিন্তু হিরু দত্ত কিছুতেই সম্মত হইলেন না, তাহার সেই ভীষ্মপ্রতিজ্ঞা—সেই এককথা; মোথরো শালার নাতিকে আমার নাতনীর সহিত বিবাহ হইতে দিব না, যদি তোমরা

আমাকে অবজ্ঞা করিয়া দাও—বিবাহ মাত্রেই আমি আত্মহত্যা করিয়া মরিব।

পূর্ণ বাবুর স্ত্রী নৈষ্ফল্যের বেদনা লইয়া পূর্ণবাবুও শশীবাবুর সহিত সন্ধ্যার গাড়ীতেই কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

দুই মাস পরের কথা।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। লক্ষ্মীপুরের নাতিদূরস্থিত বিবাদমান গাঁতি জমার প্রজা এবং আরও কতকগুলি কৃষক, মথুর বাবুর বৈঠকখানার বারেণ্ডায় বসিয়াছিল। কেহ ধূমপান করিতেছিল, কেহ চাষ-বাষের কথা কহিতেছিল, কেহ কেহ জমিদার মহাজনের অত্যাচারের—অবিচারের কথা আন্দোলন করিতেছিল, কেহ কাহারও গরু বাছুরের বিষয় লইয়া কথা কহিতেছিল, তাহারা মথুর বাবু কর্ত্তৃক আহুয়মান হইয়াই আসিয়াছিল এবং হরে চাকরের উপর তাহাদের বসিবার আসন ও ধূমপান করিবার তামাক, কলিকা প্রভৃতি দিবার ভার ছিল। হরিও খুব 'বড়ান চালে'র সহিত সে কার্য্য সম্পাদন করিতেছিল। মথুর বাবু তখনও সেখানে আসেন নাই, তিনি বাড়ীর মধ্যে সন্ধ্যাহ্নিক প্রভৃতি কার্য্য সারিয়া আসিবেন বলিয়া হরি চাকর ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল। যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা মামলা মোকর্দ্দমার ব্যাপারেই আসিয়াছিল।

হরি চাকর যখন অনেকখানি তামাক দিয়া পার্শ্বে আসিয়া বসিল, তখন সেই দলের প্রাচীন মামুদ খাঁ জিজ্ঞাসা করিল,—হরি, তুমি বুঝি বাবুর সঙ্গে কলিকাতায় গিয়েছিলে।

হরিচরণ খুব গাম্ভীর্য্যের এবং কার্য্য-তৎপরতার একটু স্বর বাহির করিয়া বলিল,—"নয় ত আর কে যাবে বাবা; 'ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো' এ সব কাজে হরে।"

মা। যাক্ রে ভাই; বেগারের দৌলতে কলকেতা টা ত' দেখা হয়ে গিয়েছে।

হরিচরণ বলিল,—"চাচা! আর মামুদ খাঁ বলিলেন ভাই,—ইহা গ্রন্থকারের ভুল বলিয়া কেহ মনে করিবেন না, যেরূপ ঘটিয়াছিল, আমরা তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।"

প্রেমচাদ মোড়ল কিছু অগ্রসর হইয়া বলিল,—"যাক্ হরে মামা, তোর ত বেগারের দৌলতে কল্‌কেতা দেখা হয়েছে। শুনেছি কল্‌কেতা বাঙলার স্বগ্য।"

আর একজন সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার খালুর বোনাইর ভাইর কাছে নাণী নাসমণির কথা শুনেছি; অমন হেতের নাকি বাঙলায় আর জন্মাবে না, ইংরেজের ধারও ধারে না সে, গুলি-গোলার ভয়ও করে না।"

কুড়োন পাড়ুই জিজ্ঞাসা করিল,—"সত্যি নাকি? আচ্ছা হরিদা তুমি তারে দেখেছ?"

হ। কলকেতায় গেলাম তা আর দেখলাম না।

কু। তুমি যখন গেলে, তখন কি করছিল; দেখতেই বা কেমন?

হ। হই-রে হেতের, হিয়া চৌ-গোঁপা; রূপর খাটে পা ছড়িয়ে সোনার খাটে বসেছিল। এ দিকে চেনির বস্তা ও দিকে চেনির বস্তা—এদিকে ফিরছিল চেনি খাচ্ছিল, ওদিকে ফিরছিল চেনি খাচ্ছিল।

মা। হাওড়ার পুল দেখেছিস্।

হ। ও মা তা দেখিনি; রোজ বাজারের থেকে কিনে আনতাম সে যে খেতে মজা রে।

মামুদ খাঁ বলিল,—"পুল কি খায়?"

কুড়োন পাড়ুই বলিল,—বলি চাচা, রাগ করো না, তোমাদের মুসলমানের বুদ্ধিই ঐ রকম, হিঁদুর কথার উল্ট ভিন্ন বলতে জান না। ওদেখে এলো কিনে খেয়ে এলো আর তুমি বল্লে ওকি খাবার জিনিষ, এতেই ত

হিঁদু মুসলমানে বিবাদ যায় না, তোমার সাত পুরুষ কি কখনও কল্‌কাতায় গিয়েছে।

মামুদ খাঁ পরাভূত হইল।

শ্যামচাঁদ দাস জিজ্ঞাসা করিল,—"বড়লাটকে দেখেছ হরি?"

হ।, হরিচরণের দেখতে কিছু বাকী নেই, আমাদের বাসার কাছের রাস্তা দিয়ে বেলাস্ত আসা যাওয়া কর্‌ত, মস্ত একটা ঘোঁড়ায় চড়ে দুই কাঁদে দুই কামান নিয়ে যেত। মাথায় মুকুট আঁটা, কাণে কুণ্ডল দিয়া, বাবরী ছাটা চুল, পা পর্য্যন্ত পাঞ্জাবী পরা, পরনে ফরাস ডাঙ্গার ধুতি পরা, পায়ে বুট জুতা পরা, রূপ দেখলে চোখ জুড়ায় কিন্তু সামনে কথা কওয়ার যো নেই, কথা কইলেই অমনি গুড়ুম।

কু। যাদু ঘর দেখেছে?

হ। বোললাম যে দেখতে কিছু বাঁকি নেই। যাদু ঘরে কি থাকে জানিস্; শুধু মালিনী মাসীর বাস, পুরুষ গেলেই ঘেড়া করে ফেঁলে কত রাজা কত রাজ পুত্তুর কত ভাল লোক ভেড়া হয়ে বাঁধা রয়েছে, মাথাগুলো মুখ গুলো মাল্‌সার মতন। ধড় ভেড়ার মত।

কু। তোকে ত ভাই ভেড়া করেনি?

হ। সকলকে কি করে রে; দরকার বুঝে করে। হাইকোর্টের নাম শুনেছিস্ তাও দেখেছি।

মা। সে আবার কেমন।

হ। সেই ত স্বগ্যো রে, স্বগ্যো। সেখানে শুধু সাহেব মেম দিন রাত্তির নাচ্চে—গান গাচ্চে—বাজাচ্চে, হাঁসি ঠাট্টা তামাসা ভারি মজার যায়গা।

কু। হাইকোর্টে নাকি মামলা মোকর্দ্দমা হয় শুনেছি।

হ। হবে না কেন, সে হাইকোর্টের চণ্ডীমণ্ডপে জন কতক লোক করে থাকে।

এবম্ভূত গল্পে যখন তাহারা অত্যন্ত মনোনিবেশ করিয়াছিল, ঠিক সেই সময় চটী জুতা পায় দিয়া মথুরবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহসা তাঁহার আগমনে গল্পের জমাটি ভাঙিয়া গেল। হরিচরণ উঠিয়া দাঁড়াইল, কৃষকেরা কেহ সেলাম করিল, কেহ নমস্কার করিল, কেহ করধৃত কলিকা ভূমিতলে রক্ষা করিয়া সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ দিকে হটিয়া গিয়া উপবেশন করিল। নাতিদূরে পতিত একটা বিছানার উপর গিয়া মথুরবাবু উপবেশন করিলেন এবং তাহাদিগের সহিত কথা আরম্ভ করিলেন।

ম। মামুদ খাঁ এসছে?

প্রবীণ মামুদ খাঁ একবার কাসিয়া লইয়া বলিল,—"কত্তা হুকুম করলে কিনা এসে থাকতে পারি গো, তোমার খেয়ে মানুষ।"

ম। তোমাদের ডেকেছি আমি এই জন্য যে,—মোকর্দ্দমার দিন অতি নিকট, আর তিন দিন আছে মাত্র, এদিন মোকর্দ্দমা থাকবে না, সাক্ষী সাবুদ সব নিয়ে যাওয়ার দরকার। যে যে সাক্ষী আছ,—যে যে সমন পেয়েছ সকলকেই যেতে হবে।

মা। তা যাব ষোল আনা 'হক্' কথা কব, আজ ষোল সতর বচ্ছর আপনাকেই দিচ্চি, তা কে না কবে। আচ্ছা কত্তা, ঐ যে হেমবাবু আপনাদের বাড়ী এসে রয়েছে, ঐ কি যথার্থ আমাদের নসীরাম ঠাকুরের ছেলে? তবে এত কাল কোথায় গিইছিল;—

ম। মাতাল হ'য়ে পথে পথে ঘুরত, তাতেই ওর সমস্ত যায়। শালা হিরুদত্তর জাল করা সম্পত্তি ত যাবেই, অধিকন্তু জাল মানুষ, জাল সাক্ষী, জাল দলিল দাখিল করা অপরাধে জেলে যেতে হবে।

কুড়োল পাড়ুই বলিল,—"কত্তা মোকর্দ্দমা নাকি মিটে যাচ্চে?

ম। স্বপ্ন দেখলি নাকি?

কু। আজ্ঞে কত্তা না। আমাদের পারে রাম পাড়ুই কচ্ছিল,—ওরা মোকর্দ্দমা মিটাবার জন্য নাকি হিরুদত্তর নাতনীর সঙ্গে আমাদের নির্ম্মল বাবুর বিয়ে দেবে, দু হাজার টাকা নগদ দেবে, আর মেয়ের গায় দু তিন হাজার টাকার গয়না দেবে।

ম। (হাসিয়া) পাগলের কথা। কোন ভদ্রলোক কি তা করেরে মোকর্দ্দমার ভয়েতে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেয়। তবে বিয়ের কথা হচ্ছিল বটে হিরুদত্তর ছেলে, মেয়ে, জামাই, সকলেরই একান্ত মত। কিন্তু আমারও মত না,—হিরুদত্তরও মত না। যার সঙ্গে এতকালকার বিবাদ, তার সঙ্গে কি কুটুম্বিতা করা সাজে।

মামুদ খাঁ একটু অগ্রসর হইয়া বলিল,—"জানেন কি কত্তা; আমরা গরীব মানুষ, বুঝি না বুঝি এককথা কই, বিবাদ চিরকাল ভাল না, মামলা মোকর্দ্দমাও ভাল না, বড় অস্বোয়াস্তির কাজ, তার চেয়ে যদি শান্তি হয় বিবাদ মিটে যায় তাই করুন কত্তা। সে জেলে গেলে আপনার কি লাভ হবে।"

ম। ব্যাটা আমাকে বড় দুঃখু দিয়েছিল, যাই হোক তোমরা প্রস্তুত থেকো পরশু আদালতে যেতে হবে।

তাহারা স্বীকৃত হইল, তারপরে আরও নানা কথায় অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, অবশেষে তাহারা বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। তখন মথুরবাবু একা কেহ কোথাও ছিল না।

সেদিন কৃষ্ণপক্ষের একাদশী—বাহিরে অন্ধকারের একাধিপত্য। সমস্ত অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছিল, কেবল মথুরবাবুর গৃহ মধ্যে এক পার্শ্বে আলো। মথুরবাবু চিন্তা করিতেছিলেন,—মামুদ খাঁর সেই কথা গুলা মথুরবাবুর প্রাণের সুপ্ত সৎ প্রবৃত্তিগুলাকে যেন একটু জাগাইয়া দিয়া গিয়াছিল। যাহা শাস্ত্র ন্যায় ও নীতি কথায়, গ্রাহ্যের মধ্যে আসে না,

তাহা সময়ে একটা চাষার কথায় হয় ত মনে পড়িয়া যায়, মথুরবাবুরও তাই মনে পড়িতেছিল, বাস্তবিক চিরদিন মামলা মোকর্দ্দমা আর অশান্তি লইয়া বাস করা চলে না, আমার জীবনের প্রায় সমস্ত কার্য্য ফুরাইয়াছে—আমি চির উদাসীন যে কার্য্য সাধিতে আবার সংসারে আসিয়াছিলাম, অতি সুন্দর ভাবে সে কার্য্য সমাধা করিয়াছি, অথবা আমি করিবার কে। যাহার কার্য্য তিনি করিয়াছেন, হিরুদত্তের জেল হইলে আমার কি হইবে, তাহার আত্মীয় স্বজন স্ত্রী পুত্র কাঁদিয়া হাহাকারের রোল তুলিবে; তার চেয়ে তাহাদের মুখে হাঁসি ফুটিবে অথচ আমিও সংসার হইতে শীঘ্রই অবসর পাইব, কিন্তু হিরে ব্যাটা বড় পাজী সে স্বীকৃত হইবে না, যশোদার মুখে শুনিলাম, তাহার ছেলে মেয়ে জামাই এই বিবাহের জন্যই অনুরোধ করিতে আসিয়াছিল, ব্যাটা স্বীকার করে নাই, না করে মরিবে। তবে আমার কথা এই আমার গাঁতি আমাকে ফিরাইয়া দিবে, আমি মোকর্দ্দমা তুলিয়া লইব, বিবাহ দিতে হয় দিব। কেননা, বিবাহ আমার নয়, যার বিবাহ তার নাকি এই মেয়েই বড় পছন্দ।

ঠিক এই সময় নির্ম্মল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, দাদামহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিল,—আপনাকে যে একা দেখছি।"

বৃদ্ধ তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"দোকা কোথায় পাবরে ভাই, চির দিনই একা।"

নি। ভাবছেন কি ?

ম। একটা দোকা কোথায় পাই।

নি। এই আমিত আপনার দোকা ডাকলেই হাজির হই।

ম। একটা ছুঁড়ী দোকার কথা ভাবচি, হিরের নাতনীর কথা ভাবছি বুড়ো বয়সে সেই টেকে দোকা একাতে পারলে ভাল হয়।

নি। তা ইচ্ছে করলেও কোরতে পারেন, হুকুম কোরলেই দিয়ে যায়।

ম। সে আসবে পাকা চুল তুলতে, ঘামাচি গালতে, আফিং এর বড়ী পাকাতে আর ফৌজদারী বালাখানার তামাকের টীকেয় আগুণ দিয়ে দিতে পারবে!

নি। তা আমি কি জানি, আপনি দেখে দোরস্ত কোরবেন। তবে একটা কাজ পারবে শ্যামা বিষয় গান শুনিয়ে আপনাকে সন্তুষ্ট রাখিবে।

নির্ম্মল আর দাঁড়াইল না, ত্বরিত পদে বৈঠকখানায় চলিয়া গেল।

বৃদ্ধ মনে মনে হাসিলেন এবং মনে মনে বলিলেন, ওরে পাজি; তুই আমাকে প্রকারান্তরে বলিয়া গেলি, যে বিবাহে মত দিন। এখনকার ছোঁড়া গুলা একটু বেহায়া।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

মোকর্দ্দমার দিবসের পূর্ব্ব দিন বৈকালে হিরুদত্ত গ্রামে যথায় তাহাদের সবডিবিসন এবং এই মোকর্দ্দমার বিচার হইবে, তথায় উপস্থিত হইয়াছেন, শেষ রাত্রের গাড়ীতে সাক্ষী সাবুদ লইয়া আসিবে। তাঁহার অগ্রে পৌছান এইজন্য যে মোকর্দ্দমার অবস্থা তত ভাল নহে, তাই কলিকাতা হইতে হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত উকিল লইয়া শশী বাবুর পূর্ব্ব দিবস আসিবার কথা, উভয় পক্ষের কাগজ পত্রের নকল দেখিয়া তিনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবেন এবং মোকর্দ্দমা চালাইবেন। ঠিক সন্ধ্যার পরই মেল ট্রেণে শশী বাবু একজন বিখ্যাত উকিল লইয়া কলিকাতা হইতে আগমন করিলেন এবং সরাইয়ে যেখানে তাহার পিতা কাগজ পত্রের সহি-মোহরের নকল লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন তথায় উপস্থিত হইলেন। উকিল বাবু বয়সে প্রবীণ কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া উভয় পক্ষের কাগজ পত্র পাঠ করিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মোকর্দ্দমা যেরূপ ভাবে আর্জি করিয়াছে, বাদী পক্ষ কি ঠিক তাহা প্রমাণ করাইতে পারিবে?"

হি। বোধ হয় পারিবে।

উ। তবে যে দলিল ও যে সকল মানুষ পূর্ব্বকার মোকর্দ্দমায় উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহারা কি অপ্রকৃত?

হি। এখন তাহাই বোধ হইতেছে। কিন্তু আমি জানিয়া শুনিয়াই তেমন করিয়াছি, একদল প্রতারক আসিয়া আমাকে ঐরূপ ভ্রান্তির পথে লইয়াছিল।

উ। এখন যদি উহারা সঠিক ভাবে প্রমাণ করাইতে পারে, তবে

বিষয় ত যাবেই অধিকন্তু জাল করা অপরাধে আপনাকে জেলে যেতে হইবে। অতএব একটা নিষ্পত্তি করুন।

হিরুদত্ত কি চিন্তা করিলেন, তারপর বলিলেন, "না, না; তা হইবেনা, মোথরো শালা সে রকমের লোক নয়; আর প্রাণ থাকিতে আমি তার তোষামোদ করিতে পারিব না। জেল ত পুরুষ মানুষের জন্যই হইয়াছে, না হয় ছয়মাস খাটীয়া আসিব।

শশী বাবু ধা করিয়া পিতার পা চাপিয়া ধরিলেন, গলদশ্রুনয়নে বড় করুণার্ত্ত স্বরে বলিলেন, "বাবা, বাবা রক্ষা করুন, ক্ষমা করুন। ক্ষমাই পুরুষের পুরুষত্ব, ক্ষমাই মানুষের মনুষ্যত্ব। বিষয় যখন তাহাদিগের যথার্থ, তখন ছাড়িয়া দিতে দোষ কি? আর মোকর্দ্দমা করিলেও কিছু তাহা পাইবেন না। আমাদের রক্ষা করুন, আপনি জেলে গেলে আমরা আত্মহত্যা করিয়া মরিব, সামান্য বিষয় ছাড়িয়া দিন। জিদ অশিক্ষিত—অসদাচারী অধার্ম্মিক মানুষের জন্য, সদাচারীর জন্য নহে। জিদের আগুণে রাবণ বংশ ধ্বংশ হইয়াছিল, দুর্য্যোধন স্ববংশে মজিয়াছিল, রোম ছারে খারে গিয়াছিল, আপনি আমি ত তৃণাদপি তুচ্ছ। কনকের সহিত নির্ম্মলের বিবাহ হউক লোককে বলা যাইবে। নির্ম্মলের বিবাহ উপলক্ষে বিষয় ছাড়িয়া দিলাম, নাতজামাইর সহিত মোকর্দ্দমা শোভা পায় না।

উকিল বলিলেন, "ভাল কথা।"

হিরুদত্ত কি চিন্তা করিলেন। বলিলেন, "এত তাড়াতাড়ি আমি স্থির করিতে পারিব না আমার কর্ত্তব্য কি, কাল মোকর্দ্দমা মুলতবী রাখিবার চেষ্টা কর, অন্ততঃ পনর দিন সময় নাও যাহা হয় বলিব। কিন্তু হাকিম যে আর সময় দিবেন এমন বোধ হয় না।

উকিল বাবু বলিলেন, "সে ভার আমার উপর রহিল।" কাল মোকর্দ্দমা

মুলতবী রাখিয়া, আমি যাইব তবে আমার অনুরোধ রহিল, আপনি এ মোকর্দ্দমা কখনই চালাইবেন না।

পর দিবস মোকর্দ্দমা মুলতবী থাকিল, এবং হাকিম দশদিন মাত্র সময় দিলেন। উভয় পক্ষ সাক্ষী সাবুদ লইয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন।

সাত আট দিবস পরে হিরুদত্ত তাহার বাটীর মধ্যের একটী নিভৃত কক্ষে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। কয় দিনের চিন্তায় তাঁহার সমস্ত মুখে কালি ঢালিয়া দিয়াছিল। কপালের শিরা সমুদয় কুঞ্চিত গণ্ড কালিমাময়, দেহ শীর্ণ ও চিত্ত বিভ্রম ঘটিয়া উঠিয়াছিল।

আমাদের সরল হৃদয় শিক্ষিত পাঠক পাঠিকা হিরুদত্তের আকৃতির পরিবর্ত্তন প্রকৃতির অবস্থান্তর পাঠ করিয়া মনে করিবেন, ইহা উপন্যাস কারের অতিরঞ্জিত বর্ণনা মাত্র। মোকর্দ্দমা মিটিয়া যাইবে নাতনীর ভাল জায়গায় বিবাহ হইবে, আর অবস্থাপন্ন চিরশত্রুর সহিত চির সৌহৃদ্য সংস্থাপন হইবে, ইহা শান্তি ও সুখের কথা। তজ্জন্য আবার হিরুদত্তের তেমন হইবে কেন? প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তাহা নহে, মানুষের অন্তরের প্রবৃত্তির ভাব প্রকট করাই যদি উপন্যাস লেখকের কাজ হয়, তবে আমরা ঠিক করিয়াছি, কেন না প্রত্যেক পল্লীতেই এমন জেদী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ আছেন, —নিজেরজেদ বজায় রাখাই যাহারা জীবনের মহত্তর কার্য্য বলিয়া জানেন তাহাদের বিষয় আশয় সমুদয় এই জিদ রাক্ষসের বুভুক্ষু জঠরানলে আহুতি দিয়া ক্রমে ঋণ জালে জড়িত ও পরিণামে পথের ভিখারী হইতেও পশ্চাৎপদ নহে। সর্ব্বদা দুশ্চিন্তা, সর্ব্বদা অশান্তি ও সর্ব্বদা দুষ্ট প্রকৃতি লোকের সহিত বসবাস প্রভৃতি করিতে করিতে মরণ পথের পথিক হন। যাহাতে ধনাগম হয়, সংসারে লক্ষ্মী শ্রী বাড়ে,—যাহাতে নিত্য আনন্দ ভোগ করিতে পারেন, এমন সুখকর কার্য্যের উপদেশ দিলে 'জেদ' রক্ষা হয় না বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। বাঙলার পল্লীর দিকে চাহিয়া দেখিবেন মধ্যবিত্ত

গৃহস্থ অর্থশূন্য এই কারণেই, ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত হিরুদত্ত সেই প্রকৃতির লোক,—কাজেই তাহার মনে হইতেছিল, তাহার সব গেল, মথুরবাবু জয়ী হইলেন, কাল যাহাকে মথরো শালা ভিন্ন বলেন নাই, আজ তাহাকে কি বলিয়া 'কোল' দিবেন। লোকে তাঁহার দুর্ণাম তুলিয়াছে, তিনিই সাধিয়া যাচিয়া মথুর বাবুর নাতীর সঙ্গে নাতনীর বিবাহ দিয়া এবং গাঁতি ছাড়িয়া দিয়া, অনেক টাকা ঘুস দিয়া তবে রক্ষা পাইতেছেন। তাহাতে,— আমি মরিলাম না কেন! আমি দত্ত বংসের কলঙ্ক হইয়াছি। মথুরবাবুর কাছে লোক গিয়াছিল, ওঃ—ভাবিতে প্রাণের আগুন লহ লহ জলিয়া উঠে। বুড়ো শালা সদম্ভে বলিয়া দিয়াছে,—এখনই হইয়াছে কি তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেবল আরম্ভ হইল মাত্র, আমি তাহার শেষ না করিয়া ছাড়িব না, আমার ভ্রাতৃকন্যা যে দিন বড় নিরাশ্রয়ে পড়িয়া যশোদাকে পাঠাইয়া একটা ভাঙাঘর কিছুদিন বাস করিবার প্রার্থনা করিয়াছিল। সয়তান সেদিন মনে করে নাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে—নিরাশ্রয়ের আশ্রয় আছে, পারের শাস্তি দিবার লোক আছে। ফাঁকি দিয়া তাহার বাড়ী টুকু দখল করিয়া লইয়া নিরাশ্রয়কে অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিয়াছিল,—যিনি জগতের প্রভু—সর্ব্বকার্য্যের বিচারক, তাঁহার কৃপায় আজ সেই বসন্তের পুত্রের সহিত নাতনীর বিবাহ দিয়া তবে রক্ষা পাইতে ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু সে যেমন নিষ্ঠুর, তাহার সহিত সেইরূপ কার্য্য করাই উচিত। জাল জুয়াচুরীর দণ্ড নাই, কিন্তু আমরা একটা পোষা ঘোড়ায় উঠিতে হইলে সুপথে চালাইবার জন্য ছড়ি না লইয়া তাহাতে আরোহণ করি না। আর যিনি বিরাট জগতের পরিচালক তিনি কি সয়তান দিগকে শাসন করিবার উপযুক্ত শাস্তির শক্তি বিকাশ না করিয়া অতি শৃঙ্খলার সহিত কার্য্য করিতে পারেন। তবে সে শক্তির পরিচয় কেহ হাতে হাতে পায়, কেহ কেহ বা দীর্ঘকাল পরে পায়, কেহ কেহ বা বংশানুক্রমে পায়, হিরুদত্ত

চিরকাল জাল জুয়াচুরী ও নিরীহ লোকদিগকে অশান্তির আগুনে দগ্ধ করিয়া ফিরিয়াছে, তাহার সে কর্ম্মের শাস্তির সময় আসিয়াছে, এখন হইতে সমস্ত জীবন তাহাতে জলুক পুড়ুক থাক হোক আমি মিটাইব না, গাঁতী জমা কাড়িয়া লইলে জেলে দিব। তারপরে আর অন্যায়রূপে গৃহীত সমস্ত সম্পত্তি একে একে বাহির করিব, ইহাতে নয় আমার দশ পনর হাজার টাকা ব্যয় হইয়া যাইবে।

হিরুদত্ত বসিয়া চিন্তা করিতে ছিলেন লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অস্ফুট-চিৎকারে অসমিত হৃদয়াবেগে বলিয়া উঠিলেন,—জেলে যাইতে হয় যাইব—পথের ভিখারী হইতে হয় হইব; তথাপি মথরো শালার বাধ্য হইতে পারিব না, ছেলে যাক্, মেয়ে যাক্ জামাই যাক্, আমি মোকর্দ্দমা মিটাইতে পারিব না, আরও কথা আছে।—শালা নাকি অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিয়া দিয়াছে, হিরুদত্ত যদি নিজে আসিয়া মোকর্দ্দমা মিটাইবার জন্য অনুরোধ করে এবং নির্ম্মলের সহিত তাহার নাতনীর বিবাহের প্রস্তাব করে; তবে কি করিব না করিব বিবেচনা করিয়া বলিব।

তাহার মাথার কেশ উর্দ্ধে উৎখিত হইল, চিন্তা কুঞ্চিত মুখমণ্ডলের সমস্ত শিরাগুলি স্ফীত হইল। হৃদয়াবেগ অতিশয় বৃদ্ধি পাইল, তদ্রূপ ভাবেই বলিতে লাগিলেন,—কখনই না—কখনই না;—প্রাণ থাকিতে পারিব না। হঠাৎ যেন তাঁহার চিত্তের গতি অন্যদিকে গেল, তিনি ধপ করিয়া একখানা আরাম চৌকিতে যাইয়া বসিয়া পড়িলেন, সমস্ত দৈহিক প্রকৃতিতে যেন অন্তর্ভাবের বিকাশ পাইল, বাহ্য দৃশ্যে বোধ হইল তাহার হৃদয়ে তখন শত বৃশ্চিকের দংশন জ্বালা উপস্থিত হইয়াছে। অনেকক্ষণ নীরবে নীস্তব্ধ থাকিলেন, তারপরে কম্পিত কণ্ঠের উদার স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—জেল হইবে—নিশ্চয়ই হইবে কেবল গাঁতী হইয়া

মথরো শালা কখনই ক্ষান্ত হইবে না, জালের মোকর্দ্দমা নিশ্চয়ই রুজু করিবে। হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল বলিয়া গিয়াছেন, জেল হইতে রক্ষা করিবার কোন উপায় নাই। জেলের কি ভীষণ যাতনা, নিজের চক্ষে সেবার দেখিয়া আসিয়াছিলাম, জেলের কয়েদীর কি ভীষণ যন্ত্রণা মানুষ হইয়া ঘানি টানিয়া তেল বাহির করা, যাতা টানিয়া ময়দা বাহির করা এই সকল কয়েদীর কাজ। হায়, তাহাই করা কি আমার শেষ ললাট লিপি কি করিয়াছি কেন পঞ্চু দত্তর স্ত্রীকে তখন একটু স্থান ছাড়িয়া দিলাম না মথরো শালা তাহা কাড়িয়া লইয়াছে, কেন জাল জুয়াচুরী করিয়া মথরো গাঁতী জমা কাড়িয়া লইলাম এখন তাহার জ্বালায় আমার স্বর্বস্ব যায়, হৃদয়ে আগুন আরও দাউ দাউ জ্বলিতে লাগিল।

হিরু দত্ত আরাম চৌকি ছাড়িয়া লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চিন্তা আগুণ বুঝি তাহার সর্ব্বাঙ্গে পুড়াইয়া খাক্ করিয়া তুলিল, সে আর চিন্তা করিতে পারিল না। পাশের পালঙ্কের উপর সটান শুইয়া পড়িল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মোকর্দ্দমার আগের আগের দিন শনিবার। রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে, মথুর বাবুর বৈঠক খানায় কাছারী ভাঙে ভাঙে—কতক লোক উঠিয়া গিয়াছে, কতক লোক যাইবে; মথুর বাবুও যাইবেন; এমন সময় তথায় শশী বাবু ও পূর্ণ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।" তাঁহাদিগকে মহাসমাদরে নিকটে বসাইয়া বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন,— "এত রাত্রে আমার নিকটে আসিবার কারণ কি?"

শ। আমরা এই মাত্র কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিয়াছি, আগামী পরশু মোকর্দ্দমার দিন—কাল তাহার সমস্ত কার্য্য শেষ করিতে হইবে, তাই এখনই আপনার কাছে আসিলাম। যদি ঐ মোকর্দ্দমাটী মিটাইয়া লয়েন, তবে বাধিত হইব এবং সেই জন্যই আপনার এখানে আসিয়াছি।

অতি সরল হৃদয় বালকের ন্যায় মথুর বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "আমি পাড়া গেঁয়ে জিদওয়ালা মোকর্দ্দমাজীবী মানুষ নহি। উহাতে কোন আনন্দ আছে, সুখ আছে এমত আমি বুঝি না। তবে বুঝি, শান্তি নাই। মোকর্দ্দমা মিটাইতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। রাগ করিবেন না শশী বাবু; আপনার পিতা বিষধর সর্পের সমান; মন্ত্রৌষধি বলে বা সতর্কতার জন্য সর্পের মস্তক চাপিয়া ধরিতে পারিলে, যেমন আকুল-ব্যাকুল হয়, আপনার পিতাও বর্ত্তমানে তাহাই হইয়াছেন। বিষ দন্ত না ভাঙ্গিয়া ছাড়িয়া দিলে ক্রূর সর্প যেমন ধৃতকারীকে দংশন করিয়া মারিয়া ফেলে, আপনার পিতাও তেমনই করিবেন। এমতাবস্থায় আমি কি করিতে পারি?"

শ। সেজন্য আমি জামিন রহিলাম। আর আমাকেও জামিন থাকিতে হইবে না; আমার ভাগিনেয়ী—এই পূর্ণ বাবুর কন্যার সহিত আপনার দৌহিত্র নির্ম্মলের বিবাহ দিব, কাজেই আর তিনি বিবাদ করিতে পারিবেন না।

ম। এ প্রস্তাব আমার কাছে প্রথিত করা হইয়াছিল; আমি দুইটী কথা বলিয়া দিয়াছি।

শ। কি, কি?

ম। পরশ্ব মোকর্দ্দমার দিনই সোলেনামা করিয়া আমার গাঁতি আমাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।

শ। তাহাই হইবে। দ্বিতীয় কি?

ম। হিরুবাবু আসিয়া ঐ মোকর্দ্দমা মিটাইবার জন্য নিজে আমাকে অনুরোধ করিবেন।

শ। সেইটী হইবে না। আমি আসিয়াছি, আমার অনুরোধে, এ কার্য্য আপনাকে করিতেই হইবে। অধিকন্তু পূর্ণ বাবু আমার ভগিনীপতি এবং গভর্ণমেণ্টের একজন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী; ইনিও আসিয়াছেন। আপনার যাহা ভাল বিবেচনা হয় করুন।

মথুর বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি পিশাচ নহি, মানুষ; স্বীকৃত হইলাম।"

শ। এইসঙ্গে আরও স্বীকার করুন,—সতরই বৈশাখ বিবাহের যে দিন আছে, সেই দিনে আমার ভাগিনেয়ীর সহিত আপনার দৌহিত্রের বিবাহ দিবেন।

ম। স্বীকৃত হইলাম।

তাঁহারা আনন্দিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বৃদ্ধও তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "সে কি! এখনই যাইবেন কি প্রকারে?

সম্বন্ধের কথা বলিতেছেন, একরূপ পাকা পাকি কথা হইল; অতএব চিরাগত নিয়মানুসারে একটু মিষ্টমুখ করিয়া যাইবেন।”

শশী বাবু কথা না কহিতেই পূর্ণ বাবু বলিলেন,—“আপনার ব্যবহার অতিশয় মিষ্ট। তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ আপ্যায়িত হইয়াছি, এমন সদাশয় লোকের সহিত আমার শ্বশুর মহাশয় যে কেন বিবাদ বাধান বলিতে পারি না।

শশী বাবু বলিলেন,—“আগামী কল্য দুপুর বেলা আপনার এখানে নিমন্ত্রণ রহিল, জলযোগ নহে—অন্ন আহার করিব। পারি যদি বাবাকেও সঙ্গে আনিব।”

ম। বড় আনন্দিত হইলাম।

তৎপর দিবস প্রভাতে উঠিয়া খুল্লমাতামহের নিকট ভার প্রাপ্ত হইয়া বড় আনন্দমনে নির্ম্মল হিরুদত্তের বাড়ী গমন করিল, এবং পূর্ণ বাবু, শশী বাবু হিরুদত্ত ও সেই বাড়ীর আরও পাঁচ সাত জনকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল।

মথুর বাবুর বাড়ী সে দিন মধ্যাহ্ন-ভোজনে ভারি আয়োজন হইয়াছিল। যথাসময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ আগমন করিলেন, কেবল আসিলেন না হিরুদত্ত।

মথুর বাবু তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে শশী বাবু উত্তর দিলেন,— “তিনি আসিলেন না, কিন্তু আপনি তজ্জন্য ক্ষুণ্ণ হইবেন না, বিবাহ হইয়া গেলে, না আসিয়া কখনই থাকিতে পারিবেন না। মথুর বাবু সে কথার কোন উত্তর করিলেন না, একটু হাঁসিলেন মাত্র। তারপরে পান ভোজনের আনন্দোৎসবে মধ্যাহ্ন অতিবাহিত হইল।

তৎপর দিবস আদালতে গিয়া মোকর্দ্দমা সোলে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছিল। মথুর বাবু সম্পূর্ণ সম্পত্তি ফিরাইয়া পাইলেন, বিবাহ উৎসবের ধূম পড়িয়া গেল।

মোকর্দ্দমা মিটিবার পর দিবসই সন্ধ্যার সময় মথুর বাবু; পঞ্চুদত্ত ও হেমন্ত মুখুয্যে তিনজনের কথোপকথন হইতেছিল। হেমন্ত বলিল, "বিবাহের পরই আমি চলিয়া যাইব; আমার কর্ম্ম ফুরাইয়াছে।

ম। সে কি! তোমার সম্পত্তি উদ্ধার হইলে তোমাকে দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, বিবাহ অন্তেই ঐ গাঁতি—তোমার সম্পত্তি তোমাকে আমি লিখিয়া পড়িয়া রেজেষ্টারী করিয়া দিব।

হে। আমি সম্পত্তি লইয়া কি করিব, ত্রিজগতে আমার কেহ নাই।

ম। তা আমি জানিনা। তোমার যাহা ইচ্ছা করিও, আমি ফিরাইয়া দিব। তারপরে তোমার যা ইচ্ছা করিও।

হেমন্ত চিন্তা করিতে লাগিল, পঞ্চু বলিল, "আমারওত' কোন কাজ দেখিতেছি না, তুমি ও যেমন দুটো দুটো খাও, আর ঘুরিয়া বেড়াও—আমিও তাই আমি তোমার চিরসঙ্গে যাইতে হয় দুই জনেই যাইব।

হে। আমার সঙ্গী,—বল কি পঞ্চুদা; তোমার শ্বশুর—তোমার স্ত্রী—তোমার পুত্র—তোমার বধূ বলিতে গেলে সংসারই তোমার।

প। দেখ ভাই হেমন্ত; সত্য কথা বলিতে গেলে এ সকলে যেন আমার মন বসে না। বোধ হয় যেন কাহাদের বাড়ী আসিয়াছি—কাহারা যেন আমাকে ভক্তি দ্বারা—সেবা দ্বারা—স্নেহ ভালবাসা দ্বারা বাঁধিবার চেষ্টা করে। সে বাঁধন যেন আমার কাছে অসহ্য। আমার ইচ্ছা করে স্বাধীন হৃদয়ে যেখানে ইচ্ছা সেই খানে ভ্রমণ করিয়া ফিরি।

হে। ওটা জান কি পঞ্চুদা; আজীবনের অভ্যাসে অমন হইয়া গিয়াছে। চিরদিন পথে পথে ঘোরা;—এখনও তাই ভাল লাগে। আমি এখন ঐ বিষয়েরই চিন্তা করিয়া দেখিলাম; যদি জ্ঞানবান মথুরবাবু অনুমোদন করেন, তবে তাহাই করা যাক্।

মথুরবাবু হেমন্তের মুখের দিকে চাহিলেন।

হেমন্ত বলিল ;—"আমার গাঁতি-জমার আয় অনেক, বিশেষতঃ এই কয় বৎসর আপনার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া আয় আরও অনেক বাড়িয়াছে আমি কোন দেবতার নামে ঐ সম্পত্তি উৎসর্গ করিতে চাই, তদ্দ্বারা দেব সেবা ও অতিথি সেবা হইবে। আমি ও পঞ্চুদা সেই দেবালয়ে থাকিব,—সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিব ; আর নির্জ্জনে বসিয় ধর্ম্মালোচনা করিব।

ম। আনন্দিত হইলাম,—আমিও তোমাদের সাহায্য করিব এবং সময়ে সময়ে তথায় গিয়া বাস করিব। সে দেবতা কি ও কোথায় ?

হে। আমার মনে হয়, দেবতা সর্ব্বত্র। ডাকার মত ডাকিতে পারিলে, কাঠ-পাথর হইতেও সাড়া দেন।

ম। ব্রাহ্মণের মত কথাই হইয়াছে। আমি বলি শোন,—এই গ্রামের উত্তর প্রান্তে পঞ্চুর বাড়ী ছিল,—এক সঙ্গে চারি বিঘা জমি, তদুত্তরে আমার জমি প্রায় ষোল বিঘা এক সঙ্গে আছে ; ঐ কুড়ি বিঘা জমি দেবতার নামে লিখিয়া দিব। আরও দেখিয়া শুনিয়া ঐ জমি সংলগ্ন কিছু জমি সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে, তৎপরে ঐ স্থানে একটী দেবালয় নির্ম্মাণ, শিব প্রতিষ্ঠা ও একটী দিঘী খনন করান যাইবে। গ্রামে বড় জল কষ্ট এই দিঘীর জলে তাহা নিবারণ হইবে দেব সেবাও চলিবে।

এই পরামর্শই স্থির হইয়া গেল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

লেখা বাহুল্য এই ধনী বংশত্রয়ের উদ্যোগ আয়োজনে যে বিবাহ, তাহা খুব ধুম ধামের সহিতই হইয়াছিল। তাহার বর্ণনা করা বাহুল্য মাত্র, এবং গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধির উপায় ভিন্ন আর কিছুই নহে।

নির্ম্মল ও কনকের মিলনে অবরুদ্ধ স্ফীত প্রেমের নদীতে বান ডাকিয়া পড়িয়াছিল, তাহারা-আনন্দ সাগরে ভাসমান হইল। বড় দুঃখিনী বসন্ত এই সমুদয় সুখ-মিলনে বড় আনন্দিত হইল, কিন্তু সে ভগবানে অতিশয় আসক্তা হইল। তাহার নিত্যই মনে হইত, আমার কর্ম্ম ফলে আমি গোড়ায় যে দুঃখ-সাগরে ভাসিতে ছিলাম, মধুসূদন—দীনবন্ধু—অনাথ নাথ আমাকে তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া এই অসীম আনন্দ দান করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে ভুলিব না, আমি তাঁহার চরণার্চ্চনা না করিয়া কোন কাজই করিবনা; সংসারে তিনিই আশ্রয়, তিনিই গতি। বিবাহ সুসম্পন্ন হইল আর হইল, এই বিবাহে এক গ্রামস্থ দুইটী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মিলনমঙ্গল; মোকর্দ্দমার ও শক্রতার নিবৃত্তি।

আর হইল,—দেবালয় নির্ম্মাণ, খুব বৃহৎ এক দীর্ঘিকা খনন, অতিথিশালা সংস্থাপন ও একটী শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা, শিবলিঙ্গের নিত্য অর্চ্চনা, করিবার জন্য একজন পূজক নিযুক্ত হইল। অতিথি ও দরিদ্র সেবায় অন্নাদি প্রস্তুত করিবার জন্য একজন পাচক ব্রাহ্মণ ও দাস দাসী নিযুক্ত হইল। পঞ্চু ও হেমন্ত সেই স্থানেই বাস করিতেন, সেই স্থানেই অধিকাংশ দিন আহার করিতেন এবং ধর্ম্ম কথা আলোচনায় দিন কাটাইতেন। পঞ্চু মধ্যে মধ্যে বাড়ীও যাইতেন, মধ্যে মধ্যে মথুরবাবু, বসন্ত কুমারী এবং বাড়ীর আর আর সকলে আসিয়া পূজাদি করিয়া যাইতেন; এইরূপে দিন অতিবাহিত হইয়া যাইতে লাগিল। আমাদেরও আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, কথাটা বিশেষ প্রয়োজনীয়ও নহে। তবে আমাদের পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য সে টুকুও বলা যাইতেছে।

এই শিব লিঙ্গের নাম করা হইয়াছিল, কঙ্কণেশ্বর। দিঘীর নাম রাখা হইয়াছিল, কঙ্কণদীঘী। আর সেই বাড়ীর নাম হইয়াছিল, কঙ্কণেশ্বরের মন্দির। বাগান, সম্পত্তি, গাভীপাল সমস্তই কঙ্কণেশ্বরের নাম সংযুক্ত ছিল। ইহা কনকের অনুরোধে মথুর বাবু কর্ত্তৃকই হইয়াছিল। একদিন সন্ধ্যার পর একটা ছোট হারমোনিয়ম কক্ষে করিয়া বহিয়া লইয়া আসিয়া কনক কুমারী তাহার বুড়ো দাদা শ্বশুরের শয্যা পার্শ্বে নামাইল। বৃদ্ধ মথুর বাবু তখন বৈকালের সেবিত কালাচাঁদ ওরফে অহিফেনের ঝোঁকে ঝিমাইতেছিলেন এবং কালাচাঁদ প্রসাদ স্বর্গ-সায়রে নিমগ্ন ছিলেন, কনককুমারী ডাকিয়া বলিল,—"দাদ মশায়; আপনি কি ঘুমাইয়াছেন?"

চক্ষু উন্মীলন করিয়া খুব মৃদুস্বরে মথুর বাবু বলিলেন,—"কে ও, সই নাকি?"

কনককে মথুর বাবু সই বলিয়া ডাকিতেন, কনক কখনও দাদা মশায়ও বলিত, কখনও দাদা মশায়ের ইচ্ছানুক্রমে সই ও বলিত। সে উত্তরে বলিল,—"হ্যাঁ সই; আমাকে জল সই করবে বলে, তোমাকে একটা গান শুনাব, তাই এ টাকে ঘাড়ে করে এনেছি।"

মথুর বাবু বলিলেন,—"সই! তোমার নিজের বাঁধা? তুমি যেমন গরম লুচি আর ক্ষীর খাইয়ে এবং পাকা চুল তুলে, ঘামাচি গেলে, বা রামায়ণের গান শুনিয়ে আমাকে সন্তোষ করতে পার; তেমনি গানও বলতে পার! এমন না হইলে কি ছোড়াটা অত মজেছিল "গান টা কি টপ্পা?"

ক। না, সই; টপ্পা শুনিয়ে এ বুড়ো বয়সে আবার বুড়ো দিদি মা কোথায় খুঁজে পাব। বুঝি কঙ্কণ কনকের জীবনের এই সুখৈশ্বর্য্য প্রদায়ক। আপনাকে ধরিয়া তাই প্রতিষ্ঠিত, অনাদি অনন্ত—আমাদের কুলদেবতা মহামহেশ্বরের নাম রাখিয়াছিলাম কঙ্কণেশ্বর। সেই কঙ্কণেশ্বরের প্রণামের একটা ক্ষুদ্র গান, তাই কি ছাই বলতে জানি, সন্ধ্যার সময়ে একা বসিয়া তাঁহার চরণ চিন্তা করিতে করিতে যাহা মনে আসিয়াছিল, সুরে যাহা বাহির হইয়াছিল, তাহাই আপনাকে শুনাইতে আসিয়াছি।

ম। গাও সই, তাই গাও; মধু হইতেও তাহা আমার নিকট মধু লাগিবে।

কনক তখন অনতিদূরস্থ একখানা বেঞ্চি টানিয়া আনিয়া দাদা মহাশয়ের পালঙ্ক-পার্শ্বে রাখিল এবং তদুপরি হারমোনিয়মটি তুলিয়া লইল। তারপরে কঙ্কণেশ্বরের শ্রীমূর্ত্তি ধ্যান করিয়া মুদিত নয়নে গাহিতে লাগিল;—

পুরুষ প্রধান স্বগুনে নির্গুণ
পতিত পাবন
নমো নমস্তে হে কঙ্কণেশ্বর।
নমো নমস্তে ওহে বিশ্ব-আদি নমো নমস্তে ওহে অনাদি
পরাৎপর দিগম্বর।
রত্নগিরি সম উজ্জ্বল অঙ্গ শ্মশান নিবাসী প্রেত সঙ্গ—
মদন মারণ অঘ নিবারণ
নমো নমস্তে সর্ব্বভূত ঈশ্বর।
অনাশ্রয়-আশ্রয় দায়ক পাতকী পরিত্রাণকারক
গুণত্রয় পরিচালক বিশ্বম্ভর বিশ্ব নায়ক
নমো নমস্তে মহাযোগেশ্বর।

বৃদ্ধ প্রেমাশ্রুভরা নয়নে ভক্তি গদগদ স্বরে স্নেহ-কারুণ্য-কণ্ঠে কহিলেন,—"দিদি—দিদি ; আজ আমার সুপ্রভাত, আর আজ আমি বুঝিলাম, সার্থক তোমাকে ঘরে আনিয়াছি। তুমি যেরূপ মধুর কণ্ঠে আমার ইষ্ট দেবতার গাথা গাহিয়া আমার প্রাণকে বিমোহিত করিলে, এমন বুঝি জীবনে কখনও হয় নাই।"

কনক হাসিতে হাসিতে বলিল,—"সই ;—গান শুনিয়ে যদি করে থাকি তোমার প্রাণটীকে চিনি পাতা দই ; তবে আমার পুরস্কারটী কই ?"

ম। যা চাইবে, তাই দিব সই।

ক। দাদা মশায় ; আমাকে এক জোড়া কঙ্কণ গড়িয়ে দাও। কিন্তু কিসের কঙ্কণ দিবে ?

ম। উপরে জুয়েল, নীচের

সোণার কঙ্কণ

—:০:—

সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

২। পথের আলো।

উপন্যাস জগতের সাররত্ন।

বাঙ্গালীর মুখে মুখে এই পুস্তকের প্রশংসা। নূতন করিয়া কি বলিব! অজ্ঞানের দেব-মন্দিরে ভক্তির ঘৃত প্রদীপ জ্বলিয়া জ্বলিয়া অজ্ঞানের অন্ধকার আলো করিবে। এই পুস্তকে বহুবর্ণ রঞ্জিত ও একবর্ণ কয়েকখানি ছবি আছে, ছাপা ও বাঁধা প্রথম শ্রেণীর। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

৩। ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা।

পাঠে লক্ষ টাকার উপকার হইবে। বিপথগামী যুবক সৎপথে আসিবে। অসংযমী মন সংযমী হইবে; আর হইবে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবার নিয়মপ্রণালী শিক্ষা। ইহাতে বহুপ্রকার যোগ, মুদ্রা, আসন নিশ্বাস প্রশ্বাস চলিবার বৈজ্ঞানিক ও তান্ত্রিক উপায় শিক্ষা। ব্রহ্মচর্য্য অর্থে শুক্রধারণের যত প্রকার কল কৌশল আছে তাহাও এই গ্রন্থে আছে। বিবাহিত ও অবিবাহিত জীবনে স্বচ্ছন্দে যাহাতে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা যায়, তাহার বিধি ব্যবস্থা লিখিত আছে। এই গ্রন্থ স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহা ক্রয় করিয়া উপহার দিতেছে। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই উৎকৃষ্ট, মূল্য ১॥০ টাকা।

৪। দীক্ষা ও সাধনা।

(যোগ ও তন্ত্র—বিজ্ঞান ও মন্ত্র)

শিষ্যকে মন্ত্র দিতে গুরুকে যাহা কিছু জানিতে হয়, আর মন্ত্র লইয়া যাহা কিছু করিতে হয়—তৎসমস্তই এই গ্রন্থে আছে। তদ্ভিন্ন যোগশিক্ষার অনেক বিষয় আছে। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, প্রভৃতি সকলেরই সন্ধ্যা, উপাসনা